ঢাকা বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"– কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?
ক শ্রী হরি কথা মৃতে খ শ্রীকৃষ্ণ কথা মৃতে
গ শ্রীরামকৃষ্ণ কথা মৃতে ঘ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুজিতের সব সময় হাত-পা কাঁপে, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না। অন্যদিকে অজিত খুব খাটো। সে লম্বা হাওয়ার জন্য একটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করে।

২. সুজিত কোন আসনটি অনুশীলন করে?
ক হলাসন খ বৃক্ষাসন গ গুরুড়াসন ঘ অর্ধ কূর্মাসন

৩. অজিতের অনুশীলনকৃত আসনের তাৎপর্য হলো –
i. বিপাক শক্তি বাড়বে ii. বৃক্ক ভালো থাকবে
iii. শির দাঁড়া সোজা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. শোভন অনেক দিন পর দাদুকে আসতে দেখে মাথা নিচু করে সম্মান দেখায়। শোভনের আচরণ কিসের সাথে সম্পর্কিত?
ক প্রণাম খ নমস্কার গ আগ্রহ ঘ অভিবাদন

৫. জলদেবতা কাঠুরিয়াকে দুইটি কুঠারই দিয়ে দিলেন কেন?
ক কাঠুরিয়ার লোভের জন্য খ কাঠুরিয়ার বিশ্বাস লাভের জন্য
গ কাঠুরিয়ার সততার জন্য ঘ কাটুরিয়ার অভাব মোচনের জন্য

৬. সুভাস তার কাকার মৃত্যুতে ৩০ দিন নিরামিষ খেয়ে দিনযাপন করে। সুভাষের কাজটিকে কী বলা হয়?
ক জননাশৌচ খ মরণাশৌচ গ আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

৭. নাম সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে কী হয়?
ক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় খ আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়
গ সংকীর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয় ঘ প্রেম ভক্তির পথ প্রশস্থ হয়

৮. ভগবান বিষ্ণু কোনরূপে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করেন?
ক বামন খ নৃসিংহ গ বরাহ ঘ বলরাম

৯. যোগ সাধনায় সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
ক ধ্যান খ সমাধি গ ধারণা ঘ প্রত্যাহার

১০. প্রাণায়ামের মাধ্যমে –
ক দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়
খ শরীরের রোগ ব্যাধি দূর হয়
গ একমনে ঈশ্বরের চিন্তা করা যায়
ঘ মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের কাজ করা যায়

১১. 'চিরমুক্তি' বলতে বোঝায় –
ক স্বর্গলাভ খ পরমাত্মায় বিলীন হওয়া
গ কর্মফল ভোগ করা ঘ পুনর্জন্ম লাভ করা

১২. সৎসঙ্গের মূলনীতি হচ্ছে –
i. সদাচার ii. স্বস্ত্যয়নী iii. ইস্টভৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র খ লোকনাথ ব্রহ্মচারী
গ স্বামী বিবেকানন্দ ঘ স্বামী প্রণবানন্দ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুদীপ্তা 'ইসকন' মন্দিরে এসে দেখতে পেল একটি চাকাওয়ালা গাড়ি সাজানো হয়েছে এবং বহুলোক একসাথে রশি ধরে টানছে।
অন্যদিকে, শিপ্রা তাঁর গ্রামে দেখতে পেল সকল মানুষ মিলে মিশে এক বিশেষ রঙের খেলায় মেতে উঠেছে।

১৪. সুদীপ্তা 'ইসকন' মন্দিরে কোন অনুষ্ঠানটি দেখেছিলো?
ক দোলযাত্রা খ রথযাত্রা গ দীপাবলি ঘ বর্ষবরণ

১৫. শিপ্রার দেখা অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য –
i. শত্রু-মিত্র বিভেদ ভুলে যায় ii. নারী-পুরুষ সবাই একাত্ম হয়
iii. জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. শিখা দেবী পুত্র সন্তান কামনায় একটি দেবতার পূজা করেন। শিখা দেবী কোন দেবতার পূজা করেন?
ক বিষ্ণু খ শিব গ কার্তিক ঘ গনেশ

১৭. ঠাকুরাণী নামে পরিচিত কোন দেবী?
ক লক্ষ্মী খ চণ্ডী গ মনসা ঘ শীতলা

১৮. কোন তিথিতে সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়?
ক অষ্টমী-নবমী খ নবমী-দশমী
গ দশমী-একাদশী ঘ একাদশী-দ্বাদশী

১৯. দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্য –
i. আত্মসমর্পণ করা ii. আত্ম-সংযমী হওয়া
iii. ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. কোন আসনে মেরুদন্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়?
ক বৃক্ষাসন খ হলাসন গ গুরুড়াসন ঘ অর্ধকূর্মাসন

২১. আসনের মাধ্যমে –
ক শরীরে দৃঢ়তা আসে খ দেহে ক্লান্তি বোধ হয়
গ মন অস্থির হয় ঘ পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়

২২. কোন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে পারে?
ক নামযজ্ঞ খ দীপাবলি গ রথযাত্রা ঘ দোলযাত্রা

২৩. রাখীবন্ধনের মাধ্যমে –
ক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা হয় খ অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি হয়
গ সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয় ঘ ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়

২৪. রমাদেবী নবান্ন উৎসবে এক দেবীর পূজা করেন। তিনি কোন দেবীর পূজা করেন?
ক লক্ষ্মী খ সরস্বতী গ মনসা ঘ শীতলা

২৫. গুরুগৃহ থেকে নিজগ্রহে ফিরে আসার সময় পালিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কী আর্জিত হবে?
ক সম্পর্কের মধুরতা লাভ হবে খ সুনাম অর্জন হবে
গ পরিবার গঠিত হবে
ঘ ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্দেশনা লাভ হবে

২৬. অশৌচ পালনের মাধ্যমে –
ক মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় খ সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়
গ জাগতিক উন্নতি হয় ঘ পারিবারিক বিশৃঙ্খলা হয়

২৭. বর্তমানে কোন বিবাহ প্রচলিত?
ক দৈব খ আর্য গ ব্রাহ্ম ঘ পৈশাচ

২৮. আদ্যশ্রাদ্ধে পূজা হয় –
i. ভূস্বামীর ii. মহেশ্বর iii. যজ্ঞেশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিমুল ও শিলা পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অন্যদিকে, জয় ও জয়িতার অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজন মিলে তাদের বিয়ে দেন। বিয়েতে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিল।

২৯. শিমুল ও শিলার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের নাম কী?
ক ব্রাহ্ম খ আর্য গ রাক্ষস ঘ গান্ধর্ব

৩০. জয় ও জয়িতার সংস্কারটির গুরুত্ব হলো –
i. মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়
ii. সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় iii. পরিবার গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৩
(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। নীলাদের গ্রামের মন্দিরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য চাকা লাগানো একটি গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়িতে দড়ি বেঁধে ছোট বড় সকলে মিলে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। গাড়িতে তিনটি দেবতার বিগ্রহ থাকে। অপরদিকে কবিতা মনের কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন পবিত্র জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। পবিত্র স্থানগুলো মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। পাহাড়, পর্বত, বড় বড় গাছের নীচে, নদীর কূলে এ পবিত্র স্থান গড়ে উঠেছে। এ সকল স্থান ঘুরলে মনে শান্তি আসে এবং পরিবারের মঙ্গল হয়।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে? ২

গ. নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কবিতা যে পবিত্র স্থান দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। বিজন বাবু একজন সিদ্ধপুরুষ। তিনি মানুষের সুখশান্তির কথা চিন্তা করে সেবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। তাঁকে স্মরণ করলে সকল বিপদ-আপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। অন্যদিকে রাজন বাবু ঊনবিংশ শতকে লক্ষ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেবদেবীর পূজা নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তখন তিনি বলেন, "সকল উপাস্য একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ" সকলকে ব্রহ্মের সাধনার কথা জানালেন।

ক. জ্ঞানযোগ কাকে বলে? ১

খ. কোন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিজন বাবুর মধ্যে কোন মনীষীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজন বাবুর মধ্যে যে যুক্তিবাদী সংস্কারকের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উক্ত সংস্কারকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে তার কিডনি সজীব থাকে। ছাত্র জীবনের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। শরীর লম্বা হয়। অন্যদিকে মাখন বাবু পাচনতন্ত্রকে ভালো রাখা, শরীরকে সুস্থ রাখা, জীব আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ স্থাপন, শরীরের চর্বি কমানো, এ সকল কাজে সাফল্যের জন্য বিশেষ কৌশলে সাধনা করেন।

ক. স্তেয় কাকে বলে? ১

খ. সাধক কীসের মাধ্যমে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সঁপে দিতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে আসন অনুশীলন করে উক্ত আসনের অনুশীলন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. মাখন বাবুর কার্যকলাপ সাধনার যে পর্যায়ভুক্ত তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। অমল বাবু ছেলে মেয়েদেরকে অর্থকড়ি ব্যয় করে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তিনি মাতাপিতার দেখাশুনাসহ অতিথি সেবা করেন। সমাজের অন্য সকল কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে বিমল বাবু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মঠ মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। দিনের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। রাতে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করেন। সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১

খ. ভগবানকে ভোগ্যবস্তু নিবেদন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অমল বাবুর কর্মকাণ্ড মানব জীবনের কোন আশ্রমভুক্ত? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমল বাবুর কাজের মাধ্যমে কি মুক্তিলাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। হরিভক্তি অভিক সবসময় শ্রী হরিকে ডাকে। সে সব কিছুর মধ্যই শ্রী হরিকে দেখতে পায়। কিন্তু অভিকের বাবা রাজীব নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে। অভিকের হরিভক্তিতে রাজীব রেগে গিয়ে তাকে বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অভিক শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে দিলীপ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে বিকালে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। ব্যাগে টাকা ছিল সাথে একটি পরিচয়পত্র। দিলীপ ব্যাগটি নিজে না নিয়ে মালিকের ঠিকানায় ব্যাগটি পৌঁছে দেয়। ব্যাগের মালিক টাকা পেয়ে খুবই খুশি হন।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয় হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অভিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন বালক চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দিলীপের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। চয়নদের গ্রামের মন্দিরে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী বিশেষ এক দেবীর পূজা করে। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরীব সকলে সাধ্যমত ছেলে মেয়েদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দেয়। সকলে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে কাকলীদের পাড়ায় প্রায় প্রতি পরিবারের লোক অসুস্থ। তাদের শরীরে জলভরা ফোট উঠেছে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথ্যা। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য পাড়ার লোকজন তিতাপাতা বহনকারী এক বিশেষ দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. প্রকৃতপক্ষে কীসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরে গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর রূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কাকলীদের পাড়ার লোকজন যে দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে উক্ত দেবীর পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।৪

৭। মমতা এবং বিধানের বিবাহের এক যুগ পার হয়েছে। অনেক জায়গায় মানত করেও কোনো ফল পায়নি। তারা গুরুদেবের কথামত বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। যিনি দেব-সেনাপতি হিসেবে পরিচিত। এ দেবতার পূজার মাধ্যমে সন্তান লাভ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। অন্যদিকে রীপা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। যে দেবী শিবের শক্তিরূপে দেখা দিয়ে ছিলেন। গভীর অন্ধকার রাতে এ দেবীর পূজা করা হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. পুরোহিত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মমতা এবং বিধান যে দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পরিচয় বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. রীপা দুর্যোগ মোকাবেলায় যে বিশেষ দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

রবেন প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে যার ফলে –	সুদীপ প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে যার ফলে –
• শরীর গাছের মত দেখায় • রক্তের হলদে চর্বি কমে যায় • শরীরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়	• শরীরকে সরীসৃপের মত দেখায়। • পায়ের তলা উপরে দিকে থাকে। • উপুর হয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে থাকে। • শিঁরদাঁড়া সোজা থাকলে পিঠ মন্দিরের চূড়ার মত দেখায়

ক. তপ কী? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবেনের অনুশীলনকৃত আসনে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উক্ত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুদীপের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। দীপক পরিবার থেকে চালচলন আদবকায়দা শিখেছে। সে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাতাপিতাকে পায়ে হাত দিয়ে সম্মান জানায়, ছোটদেরকে স্নেহ করে। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সকলে তাকে ভালোবাসে। অপরদিকে নয়ন খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে লেখাপড়া বন্ধ করেছে। সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে। অনৈতিক কাজে জড়িয়ে বাবা, ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা পয়সা নেয়। সামান্য কথায় রেগে যায়। পরিবারের সকলের সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
খ. 'পঞ্চাঙ্গ প্রণাম' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দীপকের কাজের মধ্যে কীসের প্রকাশ ঘটেছে? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নয়নকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার ও সমাজ কী ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে তুমি মনে কর? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। শোভন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটিতে ছোট বড় সকলে মিলে একে অন্যকে গুড়া রং মাখামাখি করে। অকল্যাণকে দূর করার জন্য পূজার আগের দিন বুড়ির ঘর পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অন্যদিকে আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানটিতে সকল ধরনের লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে আসছে। অনুষ্ঠানে সবসময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ হচ্ছে। মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে মন্দিরের মাঠ।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে সকল বিশ্বকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শোভন যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। মিতা লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে আছে। মিতার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চায়। তাই মিতার জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলে উপস্থিত ছিল। সোনার গহণা, লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে মিতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল মিতার জীবনের বিশেষ দিন। অপরদিকে পলির মা মারা যাওয়ায় সে শোকাহত। তাই মায়ের আত্মার শান্তির জন্য বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ছাতা, পাদুকা, বস্ত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানের কাজ শেষ করে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. হিন্দুনারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মিতার জীবনের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পলির মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	N	২	L	৩	M	৪	K	৫	M	৬	L	৭	N	৮	M	৯	L	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	N	১৪	L	১৫	K
	১৬	M	১৭	N	১৮	K	১৯	N	২০	K	২১	K	২২	M	২৩	M	২৪	K	২৫	N	২৬	K	২৭	K	২৮	L	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ নীলাদের গ্রামের মন্দিরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য চাকা লাগানো একটি গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়িতে দড়ি বেঁধে ছোট বড় সকলে মিলে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। গাড়িতে তিনটি দেবতার বিগ্রহ থাকে। অপরদিকে কবিতা মনের কষ্ট লাঘবের জন্য বিভিন্ন পবিত্র জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। পবিত্র স্থানগুলো মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। পাহাড়, পর্বত, বড় বড় গাছের নীচে, নদীর কূলে এ পবিত্র স্থান গড়ে উঠেছে। এ সকল স্থান ঘুরলে মনে শান্তি আসে এবং পরিবারের মঙ্গল হয়।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে? ২

গ. নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কবিতা যে পবিত্র স্থান দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার।

খ হাতেখড়ি ধর্মাচারের মাধ্যমে শিশুরা আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার জগতে প্রবেশ করে।

সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষা জীবনে প্রবেশের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠান। পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলাপাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করে।

গ নীলাদের গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি হলো রথযাত্রা।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। যেখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নীলাদের গ্রামের মন্দিরে আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য চাকা লাগানো একটি গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়িতে দড়ি বেঁধে ছোট বড় সকলে মিলে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। যা রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, নীলাদের গ্রামের মন্দিরের রথযাত্রা ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের তীর্থস্থান দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে। নিম্নে এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

স্বয়ং ভগবান কিংবা তাঁর অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়। কোনো দেবালয়ের স্থানও পুন্যস্থান আর পুণ্যস্থানকে বলা হয় তীর্থস্থান। এগুলো ঐতিহাসিক স্থান বলেও আখ্যায়িত। তীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্য কর্ম। ধর্মপালন করার মতো তীর্থদর্শন করাও একটি পবিত্র কর্তব্য। তীর্থদর্শনে মন পবিত্র হয়, অশান্ত মন শান্ত হয়। দুঃখ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। পরকালে সদ্গতি হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক তীর্থস্থান ভ্রমণে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মনের প্রসারতা বাড়ে। সংকীর্ণতা দূর হয়। উদারতা বৃদ্ধি পায়। মনে আসে স্বস্তি। মহাপুরষদের জীবনাচরণের নিদর্শন মনকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ বিজন বাবু একজন সিদ্ধপুরুষ। তিনি মানুষের সুখশান্তির কথা চিন্তা করে সেবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। তাঁকে স্মরণ করলে সকল বিপদ-আপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। অন্যদিকে রাজন বাবু উনবিংশ শতকে লক্ষ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেবদেবীর পূজা নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তখন তিনি বলেন, "সকল উপাস্য একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ" সকলকে ব্রহ্মের সাধনার কথা জানালেন।

ক. জ্ঞানযোগ কাকে বলে? ১

খ. কোন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিজন বাবুর মধ্যে কোন মনীষীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজন বাবুর মধ্যে যে যুক্তিবাদী সংস্কারকের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উক্ত সংস্কারকের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতিকে বলে জ্ঞানযোগ।

খ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়।

প্রতিটি আশ্রমেই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম রয়েছে। মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে থেকে শিষ্যকে গুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে।

গ বিজন বাবুর মধ্যে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পরও লোকসেবা বা লোকশিক্ষার জন্য সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবা করতে থাকেন। সততা, নিষ্ঠা, সংযম, সাম্য ও সেবা তার নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি প্রচলিত অর্থে গুরুগিরি করেননি কিন্তু একজন লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। তার সান্নিধ্যে যারা এসেছেন, তাঁরা তাঁকে গুরুই বিবেচনা করতেন। বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিজন বাবু একজন সিদ্ধপুরুষ। তিনি মানুষের সুখশান্তির কথা চিন্তা করে সেবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের সেবার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। তাকে স্মরণ করলে সকল বিপদ-আপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। বিজন বাবুর ক্ষেত্রেও বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর উক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, বিজন বাবুর মধ্যে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের রাজন বাবুর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী সংস্কারের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে তথা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা মনে করেন, যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধিবিধান সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে 'যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানি : প্রজায়তে'-যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সব উপাস্য যে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ, হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানালেন। স্থাপন করলেন 'ব্রহ্মাসমাজ'।

উদ্দীপকের রাজন বাবুর ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, রাজন বাবুর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী সংস্কারের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে তার কিডনি সজীব থাকে। ছাত্র জীবনের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। শরীর লম্বা হয়। অন্যদিকে মাখন বাবু পাচনতন্ত্রকে ভালো রাখা, শরীরকে সুস্থ রাখা, জীব আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ স্থাপন, শরীরের চর্বি কমানো, এ সকল কাজে সাফল্যের জন্য বিশেষ কৌশলে সাধনা করেন।

ক. স্তেয় কাকে বলে? ১

খ. সাধক কীসের মাধ্যমে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সঁপে দিতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে আসন অনুশীলন করে উক্ত আসনের অনুশীলন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. মাখন বাবুর কার্যকলাপ সাধনার যে পর্যায়ভুক্ত তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপরের জিনিস না বলে অধিকার করাকে স্তেয় বা চুরি বলে।

খ সাধক সমাধির মাধ্যমে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সঁপে দিতে পারে।

সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করতে পারলে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ ঘটে, সাধকের অন্বেষণের শেষ হয়। ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

গ সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য গরুড়াসনের অনুশীলন করে। গরুড়াসনের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

এ আসন অনুশীলনকালে দেহভঙ্গি গরুড়-এর মতো হয় বলে একে গরুড়াসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলন পদ্ধতিটি হলো– দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙে বাঁ কনুইয়ের নিচ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা দিয়ে বাঁ পা পেঁচিয়ে ধরতে হবে। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে ও ছাড়তে হবে। এ অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। হাত পা বদল করে আসনটি ৪ বার অভ্যাস করতে হবে এবং শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমীর সুস্থ রাখার জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে তার কিডনি সজীব থাকে। ছাত্র জীবনে দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। শরীর লম্বা হয়। যা গরুড়াসন পদ্ধতি অনুশীলনের উপকারিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সমীর শরীর সুস্থ রাখার জন্য গরুড়াসন অনুশীলন করেন।

ঘ মাখন বাবুর কার্যকলাপ যোগসাধনার পর্যায়ভুক্ত এবং যোগসাধনা প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ –

যোগ শব্দটি সাধারণ অর্থে সংযোগ অর্থ প্রকাশ করে। তবে সাধন ক্ষেত্রে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ সাধন করা হয়। আর যেহেতু মানব জীবনের সকল কর্মই ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত তাই বলা যায়, সকল কাজই যোগসাধনা।

যোগের মাধ্যমে পাচনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ওঠে। যার ফলে শরীর সুস্থ, হালকা এবং স্ফূর্তিদায়ক হয়ে ওঠে। যোগসাধনার মাধ্যমে হৃদরোগ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মেদের পাচন হয়ে শরীরের ওজন কমে এবং শরীর সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠে। স্থূলকায় মানুষের শরীর ও মন সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য যোগের বিকল্প নেই। যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং মনের নিগ্রহ হয়। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসের মাধ্যমে সাধক পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। ব্যাসদের বলেছেন, 'যোগই হলো এক অর্থে সমাধি।' পুরাকালে মুনি-ঋষিগণ যোগসাধনার বলেই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেন। যোগসাধনার মাধ্যমে তারা নীরোগ থাকতেন। ধ্যানে, তপ-জপে এবং প্রাণায়ামে নিজদেরে দেহ সুস্থ-সবল রাখতেন ও দুশ্চিন্তাহীন মনের অধিকারী হতেন।

সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে যোগসাধনার কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অমল বাবু ছেলে মেয়েদেরকে অর্থকড়ি ব্যয় করে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তিনি মাতাপিতার দেখাশুনাসহ অতিথি সেবা করেন। সমাজের অন্য সকল কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে বিমল বাবু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মঠ মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। দিনের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। রাতে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করেন। সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. একেশ্বরবাদ কাকে বলে? ১

খ. ভগবানকে ভোগ্যবস্তু নিবেদন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অমল বাবুর কর্মকাণ্ড মানব জীবনের কোন আশ্রমভুক্ত? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিমল বাবুর কাজের মাধ্যমে কি মুক্তিলাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়– এ বিশ্বাসকে বলা হয় একেশ্বরবাদ।

খ মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়। এই দানের কর্তা বা উৎস হলেন স্বয়ং ভগবান। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশিত। তাই প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু ভোগ করার সময় মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবানকে তার ভোগ্যবস্তু নিবেদন করে থাকে।

গ অমল বাবুর কর্মকাণ্ড মানব জীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে গার্হস্থ্য আশ্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অমল বাবু ছেলে মেয়েদেরকে অর্থকড়ি ব্যয় করে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তিনি মাতাপিতার দেখাশুনাসহ অতিথি সেবা করেন। সমাজের অন্য সকল কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এসব বিষয় গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, অমল বাবুর কর্মকাণ্ড গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ হ্যাঁ, বিমল বাবুর কাজের মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব।

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমল বাবু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মঠ, মন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। দিনের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন। রাতে ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করেন। সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। এসব বিষয় সন্ন্যাস আশ্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, বিমল বাবুর কাজের মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ হরিভক্তি অভিক সবসময় শ্রী হরিকে ডাকে। সে সব কিছুর মধ্যই শ্রী হরিকে দেখতে পায়। কিন্তু অভিকের বাবা রাজীব নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে। অভিকের হরিভক্তিতে রাজীব রেগে গিয়ে তাকে বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অভিক শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে দিলীপ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে বিকালে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। ব্যাগে টাকা ছিল সাথে একটি পরিচয়পত্র। দিলীপ ব্যাগটি নিজে না নিয়ে মালিকের ঠিকানায় ব্যাগটি পৌঁছে দেয়। ব্যাগের মালিক টাকা পেয়ে খুবই খুশি হন।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয় হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অভিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন বালক চরিত্রের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দিলীপের মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার বিবেচনা শক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

খ ধার্মিক ব্যক্তি ধীশক্তি সম্পন্ন। তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে মহান করে তোলে। সকল কিছু বিচার করার অনন্য শক্তি দান করে। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী। ধী এবং বিদ্যা তাঁকে চরিত্রের উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ধার্মিক ব্যক্তি সত্যপ্রিয়। তিনি কখনও সত্য থেকে দূরে সরে যান না।

গ অভিকের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের প্রহ্লাদ চরিত্রের সাদৃশ্য আছে।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন হরিবিদ্বেষী। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন হরিভক্ত। তার নাম প্রহ্লাদ। অনেক চেষ্টা করেও রাজা হিরণ্যকাশিপু পুত্র প্রহ্লাদের হৃদয় থেকে হরিভক্তি দূর করতে পারেন না। পরে তাকে হত্যা করার নানা চেষ্টা করা হয়। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে, হাতির পায়ের নিচে ফেলে, বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়ে। কোনোভাবেই প্রহ্লাদকে হত্যা করা যায় না। শ্রীহরি তাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন। পরবর্তী সময় শ্রীহরি নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হরিভক্ত অভিক সবসময় শ্রী হরিকে ডাকে। সে সব কিছুর মধ্যই শ্রী হরিকে দেখতে পায়। কিন্তু অভিকের বাবা রাজীব নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করে। অভিকের হরিভক্তিতে রাজীব রেগে

গিয়ে তাকে বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অভিক শ্রী হরির কৃপায় সকল বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এসব বিষয় প্রহ্লাদ চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অভিকের কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রহ্লাদের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে দিলীপের মধ্যে সততা গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে।
সবসময় সত্য কথা বলা এবং সৎপথে চলাকেই সততা বলে। আবার অন্য কারও জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করাও সততা। অন্য কাউকে ঠকানো বা না জানিয়ে তার জিনিস নেওয়া থেকে বিরত থাকা হচ্ছে সততা। সততা মানুষের চরিত্রের একটি বড় নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। সততার সাথে যে কোনো কাজ করলে সেই কাজে খুব সহজেই সফল হওয়া যায়। আর যারা সবসময় সত্য কথা বলে এবং সৎপথে চলে তাদের সমাজের সবাই ভালোবাসে এবং সম্মান করে। তাই আমাদের সবার উচিত নিজের মধ্যে সততার প্রসার ঘটানো।
উদ্দীপকে দিলীপের মধ্যে সততা গুণটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কারণ একদিন সে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে বিকালে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। ব্যাগে টাকা ছিল, সাথে একটি পরিচয়পত্র। দিলীপ ব্যাগটি নিজে না নিয়ে মালিকের ঠিকানায় ব্যাগটি পৌঁছে দেয়। ব্যাগের মালিক টাকা পেয়ে খুবই খুশি হন। অর্থাৎ সে অন্য কারও জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করে প্রকৃত মালিককে তার জিনিস যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়। তার এই কর্মকাণ্ডে সততার দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়।
পরিশেষে বলা যায়, সততা একটি মহৎ গুণ। যা উদ্দীপকে বর্ণিত দিলীপের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৬ চয়নদের গ্রামের মন্দিরে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী বিশেষ এক দেবীর পূজা করে। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরীব সকলে সাধ্যমত ছেলে মেয়েদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দেয়। সকলে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে কাকলীদের পাড়ায় প্রায় প্রতি পরিবারের লোক অসুস্থ। তাদের শরীরে জলভরা ফোট উঠেছে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য পাড়ার লোকজন তিতাপাতা বহনকারী এক বিশেষ দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. প্রকৃতপক্ষে কীসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরে গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর রূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কাকলীদের পাড়ার লোকজন যে দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে উক্ত দেবীর পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরাণে যে সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি।

খ প্রকৃতপক্ষে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।
আমাদের জীবনকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় রাখার জন্য বিভিন্ন মাঙ্গলিক ধর্মাচার পালন করে থাকি। সংক্রান্তি, পূজা-পার্বণ, বর্ষবরণ, রথযাত্রা সকলের অংশগ্রহণ ও আনন্দ উদযাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

গ চয়নদের গ্রামের মন্দিরে গ্রামবাসী দুর্গা দেবীর পূজা করে। দুর্গা দেবীর রূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করা হলো–
দেবী দুর্গা দশভুজা। তাঁর দশটি ভুজ বা হাত বলেই তাঁর এই নাম। তাঁর দশটি হাত, তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপরে অবস্থিত চোখ - জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন।
সিংহ শক্তির ধারক। দুর্গা দেবীর গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশদিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকে পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু (কুঠার)। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

ঘ কাকলীদের পাড়ার লোকজন শীতলা দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করেন। শীতলা দেবীর পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–
উদ্দীপকে দেখা যায়, কাকলীদের পাড়ায় প্রায় প্রতি পরিবারের লোক অসুস্থ। তাদের শরীরে জলভরা ফোট উঠেছে এবং শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য পাড়ার লোকজন তিতাপাতা বহনকারী এক বিশেষ দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে। এখানে শীতলা পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
১. শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন।
২. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য বিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।
৩. দেবী শীতলার দুই হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে শীতল করেন। আমরাও বসন্তে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করে তাদের শীতল করব। শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা এ ধরনের সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম বৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম গাছ রোপণ করতে পারি।

প্রশ্ন ▸ ০৭ মমতা এবং বিধানের বিবাহের এক যুগ পার হয়েছে। অনেক জায়গায় মানত করেও কোনো ফল পায়নি। তারা গুরুদেবের কথামত বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। যিনি দেব-সেনাপতি হিসেবে পরিচিত। এ দেবতার পূজার মাধ্যমে সন্তান লাভ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। অন্যদিকে রীপা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। যে দেবী শিবের শক্তিরূপে দেখা দিয়ে ছিলেন। গভীর অন্ধকার রাতে এ দেবীর পূজা করা হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. পুরোহিত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মমতা এবং বিধান যে দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পরিচয় বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. রীপা দুর্যোগ মোকাবেলায় যে বিশেষ দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈদিক দেবতা বলা হয়।

খ পুরোহিত শব্দটি 'পুরস্' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরস্ শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং হিত শব্দের অর্থ অবস্থান। সম্মুখভাগে যিনি অবস্থান করেন তিনি পুরোহিত। সাধারণ অর্থে পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারীকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন। সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে।

গ মমতা এবং বিধান কার্ত্তিক দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে। নিচে কার্ত্তিক দেবতার পরিচয় বর্ণনা করা হলো–

কার্ত্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্ত্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী। পুরাণে আছে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মতো।

যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্ত্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্ত্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এ সকল যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্ত্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বলির পুত্র বাণাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্ত্তিকের অন্য নাম স্কন্দ, মহাসেন, কুমার গুহ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিককে নিয়ে রচিত।

ঘ রীপা দুর্যোগ মোকাবিলায় কালী দেবীর পূজা করে। কালী দেবীর শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

দেবী কালী শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর সব অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য তিনি সব অশুভ শক্তি ধ্বংস করেন। পুরাণে দেবী কালীর নানা বর্ণনা আছে। তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনিই অম্বিকা ও কালিকা রূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেন। এজন্য তাঁর নাম হয় চামুণ্ডা। এভাবে দেবী কালী আরও অনেক অসুরদের বিনাশ সাধন করেছেন। তিনি অন্যায়কারীর কাছে রাগি ও ভয়ঙ্করী দেবী। তিনি এ বিশ্বের সব অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সবার মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

দেবীর এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে আমরা অপরের মঙ্গল করার শিক্ষা পাই। দেবী কালী অন্যায়কারীর কাছে রাগি কিন্তু ভক্তের কাছে স্নেহময়ী জননী। দেবী কালী সকল অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাই কালী পূজার শিক্ষা আমাদের অন্যায়ের কাছে কঠোর হতে, কোমলের কাছে সহজ হতে শেখায় এবং আমাদের মানবজীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮

রবেন প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে যার ফলে –	সুদীপ প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে যার ফলে –
• শরীর গাছের মত দেখায় • রক্তের হলদে চর্বি কমে যায় • শরীরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়	• শরীরকে সরীসৃপের মত দেখায়। • পায়ের তলা উপরে দিকে থাকে। • উপুর হয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে থাকে। • শিঁরদাঁড়া সোজা থাকলে পিঠ মন্দিরের চূড়ার মত দেখায়

ক. তপ কী? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রবেনের অনুশীলনকৃত আসনে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় উক্ত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুদীপের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংকল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনার নাম তপ।

খ প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া।

বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে যোগে প্রত্যাহার বলে। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয় আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধি লাভকে যোগ বলা হয়। আর যোগসাধনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে প্রত্যাহার করতে পারে।

গ রবেনের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :

বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। এভাবেই রবেন বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন।

ঘ সুদীপের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো অর্ধকূর্মাসন। এ আসনটি প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো

হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরে উল্লিখিত উপকারিতাগুলো ছাড়াও অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত এ আসন অনুশীলন করব।

প্রশ্ন ▸ ০৯ দীপক পরিবার থেকে চালচলন আদবকায়দা শিখেছে। সে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাতাপিতাকে পায়ে হাত দিয়ে সম্মান জানায়, ছোটদেরকে স্নেহ করে। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সকলে তাকে ভালোবাসে। অপরদিকে নয়ন খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে লেখাপড়া বন্ধ করেছে। সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরে। অনৈতিক কাজে জড়িয়ে বাবা, ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা পয়সা নেয়। সামান্য কথায় রেগে যায়। পরিবারের সকলের সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
খ. 'পঞ্চাঙ্গ প্রণাম' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দীপকের কাজের মধ্যে কীসের প্রকাশ ঘটেছে? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নয়নকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার ও সমাজ কী ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে তুমি মনে কর? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'প্রণাম করি' বাক্য বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়।

খ 'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে– বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনত হয়ে যে প্রণাম করা হয় তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

গ দীপকের কাজের মধ্যে শিষ্টাচারের প্রকাশ ঘটেছে।

নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যই মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা। শিষ্টাচারের শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র করে। শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রদর্শন করে না। এছাড়াও গুরুজনদের পাশাপাশি সমবয়সিদের প্রতিও সে থাকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দীপক পরিবার থেকে চালচলন আদবকায়দা শিখেছে। সে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাতাপিতাকে পায়ে হাত দিয়ে সম্মান জানায়, ছোটদেরকে স্নেহ করে। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে। সকলে তাকে ভালোবাসে। যা শিষ্টাচারের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, দীপকের কাজের মধ্যে শিষ্টাচারের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ নয়নকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবার ও সমাজ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন ▸ ১০ শোভন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটিতে ছোট বড় সকলে মিলে একে অন্যকে গুড়া রং মাখামাখি করে। অকল্যাণকে দূর করার জন্য পূজার আগের দিন বুড়ির ঘর পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অন্যদিকে আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানটিতে সকল ধরনের লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে আসছে। অনুষ্ঠানে সবসময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ হচ্ছে। মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে মন্দিরের মাঠ।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. কোন ধর্মাচারের মাধ্যমে সকল বিশ্বকে আলোকিত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শোভন যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে কি জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ দীপাবলি ধর্মাচারের মাধ্যমে সকল বিশ্বকে আলোকিত করা যায়।
শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক– এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়।

গ শোভন দোলযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে দোলযাত্রা অনুষ্ঠানটি ব্যাখ্যা করা হলো–

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শোভন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটিতে ছোট বড় সকলে মিলে একে অন্যকে গুঁড়া রং মাখামাখি করে। অকল্যাণকে দূর করার জন্য পূজার আগের দিন বুড়ির ঘর পুড়িয়ে প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। যা দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শোভন দোলযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

ঘ আকাশদের বাড়ির সামনের মন্দিরে অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ। এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। তাই বলা যায়, নামযজ্ঞের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ১১ মিতা লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে আছে। মিতার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চায়। তাই মিতার জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলে উপস্থিত ছিল। সোনার গহণা, লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে মিতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল মিতার জীবনের বিশেষ দিন। অপরদিকে পলির মা মারা যাওয়ায় সে শোকাহত। তাই মায়ের আত্মার শান্তির জন্য বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ছাতা, পাদুকা, বস্ত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানের কাজ শেষ করে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. হিন্দুনারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. মিতার জীবনের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পলির মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ সিঁদুর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্প্রদান পর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকেই কন্যা, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন, অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

গ মিতার জীবনে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি বলতে বিবাহকে বোঝানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। শাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহ বলতে বোঝায় বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। তবে এ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপাত্য উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তা গান্ধর্ব বিবাহ নামে পরিচিত। তবে এটি সমাজে এতটা প্রচলিত নয়। সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বিবাহ হচ্ছে ব্রাহ্মবিবাহ। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যাদান করাই হলো ব্রাহ্মবিবাহ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিতা লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে আছে। মিতার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চায়। তাই মিতার জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলে উপস্থিত ছিল। সোনার গহনা, লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে মিতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল মিতার জীবনের বিশেষ দিন। যা বিবাহ অনুষ্ঠানটিকে ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, মিতার জীবনের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি হলো বিবাহ।

ঘ পলির মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। নিচে আদ্যশ্রাদ্ধের পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তা-ই শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উদ্দীপকের পলির মা মারা গেলে পলির বাড়িতেও তার মায়ের আত্মার শান্তির জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে ছাতা, পাদুকা, বস্ত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। সুতরাং বলা যায়, আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. আবেশাবতার কাকে বলে?
ক মহেশ্বর খ শ্রীচৈতন্য গ নৃসিংহ ঘ পরশুরাম

২. ভগবান বিষ্ণুর কল্কিরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কি?
ক ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করা খ পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা
গ ধর্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা ঘ বলির অহংকার চূর্ণ করা

৩. কোনটি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত?
ক তপস্যা খ অস্তেয় গ অহিংসা ঘ অপরিগ্রহ

৪. অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গ আশ্রমের আদর্শ কী ছিল?
ক এক ব্রহ্মের উপাসনা করা খ ভালো মানুষ হতে সাহায্য করা
গ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একসাথে করা ঘ সবসময় হরিনামে মেতে থাকা

৫. দোলযাত্রা কী মাসে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ফাল্গুন মাসে খ আষাঢ় মাসে গ কার্তিক মাসে ঘ অগ্রহায়ণ মাসে

৬. আদ্যশ্রাদ্ধে করণীয়—
i. শ্রদ্ধার সাথে দান করা ii. মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া
iii. বাস্তুপুরুষের পূজা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

বিপুল গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটি হরিনাম সংকীর্তনের দল গড়ে তোলে। তাদের বিশ্বাস-হরিনামই জগতের কল্যাণ বয়ে আনবে। এজন্য তারা সবসময় হরিনামে মেতে থাকে।

৭. বিপুলের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র খ শ্রীরামকৃষ্ণ
গ শ্রীচৈতন্য ঘ হরিচাঁদ ঠাকুর

৮. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি?
ক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ খ গাঁয়ে হলুদ গ মালাবদল ঘ সম্প্রদান

রমাদেবী তার ছেলেকে প্রথম লেখাপড়া শুরু করানোর জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

৯. রমাদেবী কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে?
ক দীপাবলী খ হাতেখড়ি গ বর্ষবরণ ঘ নবান্ন

১০. ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ চিত্ত সমর্পণ করাকে কী বলে?
ক প্রত্যাহার খ ধ্যান গ ধারণা ঘ সমাধি

১১. পৌরাণিক দেবতা কে?
ক অগ্নি খ ইন্দ্র গ বিষ্ণু ঘ মনসা

১২. বৃক্ষাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে—
i. পায়ের শক্তি বাড়ে ii. স্নায়ুতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়
iii. কিডনি ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. কার্তিক দেবের বাহন কোনটি?
ক ময়ূর খ গর্দভ গ পেঁচা ঘ সিংহ

নিচের অংশটি পড়ে ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তন্ময় তার শাশুড়ির আমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠ মাসের বিশেষ তিথিতে শশুর বাড়িতে যায়। সেখানে অনেক রকম খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে তমাদের বাড়িতে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাতি জ্বালিয়ে চারিদিক আলোকিত করা হয়।

১৪. তন্ময়ের শ্বশুর বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়?
ক রথযাত্রা খ দোলযাত্রা গ নবান্ন ঘ জামাইষষ্ঠী

১৫. তমাদের বাড়িতে আয়োজিত উৎসবের তাৎপর্য হলো—
i. মনের অন্ধকার দূর হয় ii. সকল কুসংস্কার দূর হয়
iii. ভাই বোনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. অপরের জিনিস না বলে নেওয়াকে কী বলে?
ক সন্তোষ খ অস্তেয় গ স্তেয় ঘ স্বাধ্যায়

নীলা তার পরিবারে গুরুজনদের ভক্তিভরে প্রণাম করে। বাড়িতে কেউ আসলে তাদেরকে সম্মান জানায় ও সুন্দর ব্যবহার করে।

১৭. নীলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক সততা খ সহমর্মিতা গ মানবতা ঘ শিষ্টাচার

১৮. ঈশ্বর প্রণিধান বলতে কী বোঝায়?
ক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা খ সকল কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করা
গ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করা ঘ ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা

১৯. হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন?
ক দৈত্যদের রাজা খ দেবতাদের রাজা
গ অসুরদের রাজা ঘ রাক্ষসদের রাজা

২০. নমস্কার করলে কী হয়?
i. মন বিশুদ্ধ হয় ii. সমাজের মঙ্গল হয়
iii. ঈশ্বরকে লাভ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ধাপ কোনটি?
ক নিয়ম খ ধারণা গ আসন ঘ যম

মিতালী দীর্ঘদিন কিডনির সমস্যায় ভুগছিল। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সে একটি আসন অনুশীলন করে উপকৃত হয়।

২২. মিতালী কোন আসন অনুশীলন করে উপকৃত হয়?
ক হলাসন খ গরুড়াসন গ বৃক্ষাসন ঘ অর্ধকূর্মাসন

২৩. মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ তার নাম কী?
ক ব্রাহ্ম বিবাহ খ প্রাজাপত্য গ গান্ধর্ব বিবাহ ঘ আর্য বিবাহ

২৪. পুরোহিত বলতে বোঝায়—
ক যিনি মাঝখানে থাকেন খ যিনি পিছনে থাকেন
গ যিনি পাশে থাকেন ঘ যিনি সবার আগে থাকেন

নিচের অংশটি পড়ে ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জয়ীর বিবাহ উপলক্ষ্যে তাদের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছোট বড় সবাই মিলে এক প্রকার রং এর গুড়ো মাখিয়ে দেয় এবং বড়রা আশীর্বাদ করে। অন্যদিকে দীনেশের বিয়েতে তার বাবা নগদ অর্থ দাবী করায় তার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দীনেশ বাবার কথা অমান্য করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে।

২৫. জয়ীদের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হয় সেটি বিবাহের কোন পর্বের অন্তর্গত?
ক গায়ে হলুদ খ সম্প্রদান গ মালাবদল ঘ সাতপাকে বাঁধা

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথা নির্মূল করতে করণীয়—
i. নারীকে শিক্ষিত করা ii. সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা
iii. দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. কুমারী পূজা করা হয় কোন তিথিতে?
ক সপ্তমী খ অষ্টমী গ নবমী ঘ দশমী

২৮. তীর্থ দর্শনের গুরুত্ব হলো—
i. ভেদাভেদ ভুলে যায় ii. মন পবিত্র হয় iii. সংকীর্ণতা দূর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. নবপত্রিকা মূলত কয়টি গাছের সমাহার?
ক সাতটি খ আটটি গ নয়টি ঘ দশটি

৩০. আমরা ধর্ম পালন করি কেন?
ক মোক্ষ লাভের জন্য খ শান্তি লাভের জন্য
গ জ্ঞান লাভের জন্য ঘ ভক্তি লাভের জন্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রহিত বাবু একজন চাকরিজীবী। তার ছেলে কলেজে এবং মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করে। তার বাড়িতে কোন অতিথি এলে আপ্যায়ন করেন খুব যত্ন সহকারে। তার বড় ভাই সুশান্ত বাবু পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজার্চনা করে দিন অতিবাহিত করেন। ইদানিং তাঁকে বাড়িতে আসতে দেখা যায় না।

ক. কর্মযোগ কাকে বলে? ১
খ. লেখাপড়া শেখানো হয় কোন আশ্রমে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিত বাবুর কার্যকলাপ কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'সুশান্ত বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বর লাভের উপায়' আশ্রম ধারণার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২। রীনা ও রিপন ভাইবোন। রিপন প্রায়ই নানা রকম পেটের পীড়ায় ভোগে। তার শ্বাসকষ্টের সমস্যাও আছে। তার বোন রীনার মাঝে মধ্যে পায়ের পেশিতে খিল ধরে। আর এ কারণে মাঝে মাঝে ঠিকমত দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে না, পড়ে যায়। দুজনের এমন সমস্যা দেখে তাদের কাকু তাদের আলাদা দু'টি আসন করতে শিখালো।

ক. অষ্টাঙ্গযোগ কাকে বলে? ১
খ. সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রিপনের জন্য কোন আসনটি প্রযোজ্য হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কাকুর শেখানো আসন দ্বারা কী রীনা উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর উল্লিখিত সংস্কারটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪। নিখিল রায় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কারের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সমগ্র জীবনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিখিল রায় এ সংস্কারে কন্যা পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করেননি।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
খ. দেহ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. নিখিল রায় কোন সংস্কারের আয়োজন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নিখিল রায়ের উপঢৌকন গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫।

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগসূত্রের প্রণেতা কে? ১
খ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করাকে কী বলে? ২
গ. চিত্র-১ এর অনুশীলন কৌশল ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে আমাদের শরীরে কী ধরনের উপকার হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। ঘটনা-১ : পরিতোষ বাবু কোন কাজটি করবেন আর কোন কাজটি করবেন না, এ নিয়ে মাঝে মাঝে সংশয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি মনের কথা অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

ঘটনা-২ : কল্যান দরিদ্র কৃষক। বাজারে কিছু টাকা হারিয়ে গেলে চেয়ারম্যান মহোদয় তা কুড়িয়ে পান। কল্যানের মন খারাপ দেখে চেয়ারম্যান মহোদয় এর কারণ জানতে চাইলে কল্যান বলে, আমি কিছু টাকা হারিয়ে ফেলেছি। চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন, "দেখ তো এই এক হাজার টাকার নোটটি তোমার কি না?" কল্যান বললো, 'আমার দুইশত টাকা হারিয়েছে।' কল্যানের এমন সততায় খুশি হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় দুইশত টাকার সাথে এক হাজার নোটটিও উপহার দিলেন।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১
খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের ধর্মের কোন লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর কল্যান পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত উপাখ্যানের মূল চরিত্রের খণ্ডাংশ মাত্র। মূল্যায়ন করো। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক মশাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের এক বিশেষ সময়ের কথা বললেন। সেসময় ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া ও ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী আর জীবনবাদী।

দৃশ্যকল্প-২ : মোহিনী বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। যার মূলনীতি হলো পাঁচটি। এ সংঘের মূল স্তম্ভ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ।

ক. মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষক মশাই, শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের বিকাশমান কোন স্তরটির কথা বলেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মোহিনী বাবু যে সংগঠনের সাথে যুক্ত সেই সংগঠনের আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এর উল্লেখিত দেবীর পূজা কীভাবে করা হয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর উল্লিখিত উৎসবটির শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯। ঘটনা-১ : প্রান্তিক খুব বেশি ঈশ্বর ভক্ত। তাই মিস্টার 'ক' নানাভাবে তাকে নিবৃত্ত করতে উদ্ধত হন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ। কারণ সমগ্র বাধা-বিপত্তি থেকে স্বয়ং ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন।

ঘটনা-২ : রাতুল সর্বদা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। কিন্তু তার সহপাঠী বিমল নেশায় আসক্ত। তাই পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিষয়টা রাতুলের কাছে খুব কষ্টদায়ক মনে হয়। এজন্য বিমলের বাবা ও রাতুল বিমলকে সঙ্গ দেয় এবং মন্দিরে নিয়ে যায়। বর্তমানে বিমল সব অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১
খ. পাঁচটি অঙ্গযোগে গঠিত প্রণামকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিমলের বাবা ও রাতুলের কর্মকাণ্ডই স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজে মাদকাসক্ত প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনই যথেষ্ট। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১০। অমল তার বাবার মৃত্যুতে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় শবদাহ করেন। অন্যদিকে, হেমন্ত তার বন্ধু বসন্তকে মাথা মুন্ডন করা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলো। বন্ধু মাথা-মুন্ডন করেছো কেন? উত্তরে বসন্ত বললো, "মায়ের আত্মার শান্তির জন্য এ সংস্কারটি করতে হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সাধ্যমতো দানও করতে হয়েছে।"

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. জাতকর্ম করা হয় কেন? ২
গ. অমলের পালনকৃত সংস্কারটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বসন্তের পালনকৃত সংস্কারটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১।

ক. নবান্ন কাকে বলে? ১
খ. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	K	৪	M	৫	K	৬	L	৭	N	৮	N	৯	L	১০	N	১১	M	১২	K	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	M	১৭	N	১৮	L	১৯	K	২০	L	২১	N	২২	L	২৩	M	২৪	N	২৫	K	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রহিত বাবু একজন চাকরিজীবী। তার ছেলে কলেজে এবং মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করে। তার বাড়িতে কোন অতিথি এলে আপ্যায়ন করেন খুব যত্ন সহকারে। তার বড় ভাই সুশান্ত বাবু পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজার্চনা করে দিন অতিবাহিত করেন। ইদানিং তাঁকে বাড়িতে আসতে দেখা যায় না।

ক. কর্মযোগ কাকে বলে? ১

খ. লেখাপড়া শেখানো হয় কোন আশ্রমে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিত বাবুর কার্যকলাপ কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'সুশান্ত বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বর লাভের উপায়' আশ্রম ধারণার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত নিষ্কাম কর্মকেই কর্মযোগ বলে।

খ প্রথম আশ্রম তথা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করা হয়। প্রতিটি মানুষের পাঁচ বছর বয়স হলেই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং তার তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমেই গুরুর নির্দেশে শিষ্য বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং গুরুর কাছ থেকে আত্মসংযমী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে রহিত বাবুর কার্যকলাপ গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

গার্হস্থ্য আশ্রম হচ্ছে মানবজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। এই আশ্রমে মানুষ সংসারের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। এই আশ্রমে মানুষ বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লাভ করে এবং তাদের লালনপালন করে। এছাড়া মাতা-পিতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, অতিথিদের সেবা করা, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিত বাবু একজন চাকরিজীবী। তার ছেলে কলেজে এবং মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করে। তার বাড়িতে কোনো অতিথি এলে আপ্যায়ন করেন খুব যত্ন সহকারে। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রহিত বাবুর কার্যকলাপ গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ 'সুশান্ত বাবুর কর্মকাণ্ড ঈশ্বর লাভের উপায়'– উক্তিটি যথার্থ।

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনে ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২ রীনা ও রিপন ভাইবোন। রিপন প্রায়ই নানা রকম পেটের পীড়ায় ভোগে। তার শ্বাসকষ্টের সমস্যাও আছে। তার বোন রীনার মাঝে মধ্যে পায়ের পেশিতে খিল ধরে। আর এ কারণে মাঝে মাঝে ঠিকমত দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে না, পড়ে যায়। দুজনের এমন সমস্যা দেখে তাদের কাকু তাদের আলাদা দু'টি আসন করতে শিখালো।

ক. অষ্টাঙ্গযোগ কাকে বলে? ১

খ. সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রিপনের জন্য কোন আসনটি প্রযোজ্য হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কাকুর শেখানো আসন দ্বারা কী রীনা উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহর্ষি পতঞ্জলি মানুষের আত্মানুসন্ধানে যোগের যে আটটি ধাপকে নির্দেশ করেছেন, সেগুলোকে একত্রে অষ্টাঙ্গযোগ বলে।

খ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ করাকে সমাধি বলে। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করতে পারলে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ ঘটে, সাধকের অন্বেষণের শেষ হয়। ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করে। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে রিপনের জন্য হলাসনটি প্রযোজ্য হবে।

'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হলের অর্থাৎ লাঙ্গলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। নিয়মিত হলাসন অনুশীলন করলে ব্যক্তি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। যেমন– কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে গড়ে তোলে। পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়।

উদ্দীপকের রিপন প্রায়ই নানা রকম পেটের পীড়ায় ভোগে। তার শ্বাসকষ্টের সমস্যাও রয়েছে। তাই বলা যায়, তার এই সমস্যাদি সমাধানের জন্য হলাসনটি প্রযোজ্য।

ঘ কাকুর শেখানো আসনটি হচ্ছে গরুড়াসন, যার মাধ্যমে রীনা তার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

গরুড়াসনের দেহভঙ্গি হয় গরুড়-এর মতো। তাই এর নাম হয় গরুড়াসন। এটি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হওয়া যায়। যেমন– পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পায়ে বাত হতে পারে না, পায়ের পেশিতে

খিল ধরতে পারে না। বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা হয়, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সহজ হয়।

উদ্দীপকের রীনার মাঝে মধ্যে পায়ের পেশিতে খিল ধরে। আর এ কারণে মাঝে মাঝে ঠিকমতো দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে না, পড়ে যায়। গরুড়াসন অনুশীলন এ সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, কাকুর শেখানো আসনটি গরুড়াসন, যার মাধ্যমে রীনা উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর উল্লিখিত সংস্কারটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ চিত্র-১ এর বিষয়টি আদ্যশ্রাদ্ধের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাই আদ্যশ্রাদ্ধ। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হলে তার পরদিন অনুষ্ঠিত হয় এই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে দানের বিধান রয়েছে। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন দান করে থাকেন। আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা এবং বৃষোৎসর্গে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠের বিধান আছে। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয় বলে তার এ নাম। আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করণীয়। শ্রাদ্ধের সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা ইত্যাদি দান করা হয়।

চিত্র-১ এ দেখা যায়, একজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় দান করছে। এ থেকে বলা যায়, চিত্র-১ এর বিষয়টি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ।

ঘ চিত্র-২ এর উল্লিখিত সংস্কারটি হলো বিবাহ। এ সংস্কারটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার। এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ নিখিল রায় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কারের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সমগ্র জীবনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিখিল রায় এ সংস্কারে কন্যা পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করেননি।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১

খ. দেহ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিখিল রায় কোন সংস্কারের আয়োজন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিখিল রায়ের উপঢৌকন গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য অণুসরণ করে সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

খ দেহ-শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি মূলত বিবাহের গায়ে হলুদ পর্বকে নির্দেশ করে।

বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশির্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

গ নিখিল রায় বিবাহের আয়োজন করেছেন।

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। শাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহ বলতে বোঝায় বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। তবে এ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপাত্য উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তা গান্ধর্ব বিবাহ নামে পরিচিত। তবে এটি সমাজে এতটা প্রচলিত নয়। সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বিবাহ হচ্ছে ব্রাহ্মবিবাহ। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যাদান করাই হলো ব্রাহ্মবিবাহ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল রায় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কারের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সমগ্র জীবনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের বিবাহ সংস্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, নিখিল রায় বিবাহের আয়োজন করেছেন।

ঘ কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

নারীরা আমাদেরই মা। আমাদেরই বোন। মা-বোনদের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা নিজেদেরই নিজেকে অমর্যাদা করার শামিল হবে। মানুষ হিসেবে নারীকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমরা নিজেরাই কলঙ্কিত হব। তাই আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ প্রথার মূলোৎপাটন করতে হবে। তাহলেই আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৫

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. যোগসূত্রের প্রণেতা কে? ১

খ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করাকে কী বলে? ২

গ. চিত্র-১ এর অনুশীলন কৌশল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে আমাদের শরীরে কী ধরনের উপকার হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যোগসূত্রের প্রণেতা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি।

খ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। অপরিগ্রহ মানে গ্রহণ না করা। অপ্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ না করা যেমন তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুও গ্রহণ না করা। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম ধন, বস্ত্র ইত্যাদি পদার্থ গ্রহণ করে এবং গৃহে সন্তুষ্ট থেকে জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা করাই হচ্ছে অপরিগ্রহ।

গ চিত্র-১ এর আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো–

বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম ঊরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উঁরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান ঊরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে।

ঘ চিত্র-২ এর আসনটি হলো হলাসন। এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে আমাদের শরীরে অনেক উপকার হবে।

হলাসন অনুশীলনের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস, বাত ও সায়টিকার ব্যথা, পেটের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে বা দূর হয়।

মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় হবে এবং স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এর ফলে মেরুদণ্ড সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হবে। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল ইত্যাদি গ্রন্থি সবল ও সক্রিয় হবে। এছাড়াও হলাসন অনুশীলনে অনিন্দ্যের পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হবে। পিঠে ব্যথা থাকলে তাও দূর হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ঘটনা-১ : পরিতোষ বাবু কোন কাজটি করবেন আর কোন কাজটি করবেন না, এ নিয়ে মাঝে মাঝে সংশয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি মনের কথা অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

ঘটনা-২ : কল্যান দরিদ্র কৃষক। বাজারে কিছু টাকা হারিয়ে গেলে চেয়ারম্যান মহোদয় তা কুড়িয়ে পান। কল্যানের মন খারাপ দেখে চেয়ারম্যান মহোদয় এর কারণ জানতে চাইলে কল্যান বলে, আমি কিছু টাকা হারিয়ে ফেলেছি। চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন, "দেখ তো এই এক হাজার টাকার নোটটি তোমার কি না?" কল্যান বললো, 'আমার দুইশত টাকা হারিয়েছে।' কল্যানের এমন সততায় খুশি হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় দুইশত টাকার সাথে এক হাজার টাকার নোটটিও উপহার দিলেন।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের ধর্মের কোন লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর কল্যান পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত উপাখ্যানের মূল চরিত্রের খণ্ডাংশ মাত্র। মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

খ আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– আত্মমোক্ষয় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

গ ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের ধর্মের বিবেকের বাণী লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া না গেলে এবং কোনো অবস্থানে আসা না গেলে বিবেকের দ্বারস্থ হতে হয়। যে কাজ নিজেকে প্রশ্ন করে সঠিক বা ভুল নির্ণয় করা যায় তাই বিবেক। এক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয় তা অধর্ম। যেমন এক সন্ন্যাসীর গৃহে একলোক এসে আশ্রয় নেয়। ডাকাতরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেই সন্ন্যাসীর বাসায় এসে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর ধর্ম সত্য কথা বলা হলেও বিবেকের মতে তা পাপ। কারণ সত্য কথা বললে আশ্রিত লোকটিকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়ে ক্ষতি করবে। আর, মিথ্যা কথা বললে লোকটি প্রাণভিক্ষা পাবে। এক্ষেত্রে মিথ্যা বলাটাই ধর্ম। কারণ কারো জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলা পাপ নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক তা বাধা দিবেই। তাই, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিচারের মানদণ্ড এবং ধর্ম হচ্ছে সেই বিচারের সিদ্ধান্ত বা ফল।

ঘটনা-১ এ পরিতোষ বাবু কোন কাজটি করবেন আর কোন কাজটি করবেন না, এ নিয়ে মাঝে মাঝে সংশয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি মনের কথা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি নিজের বোধশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। যা বিবেকের বাণী লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ঘটনা-২ এর কল্যান পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কাঠুরিয়ার চরিত্রের খণ্ডাংশ মাত্র।

একদিন এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটার সময় তার কুঠারটি অসাবধানতাবশত নদীর জলে পড়ে যায়। কুঠারের শোকে সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। এমন সময় জলের ভেতর থেকে জলদেবতা উঠে আসল এবং বিস্তারিত শুনে জলে ডুব দিল। এরপর একবার সোনার কুঠার এবং আর একবার রুপার কুঠার নিয়ে উঠল। দুবারই কাঠুরিয়া প্রত্যাখ্যান করল। তখন জলদেবতা লোহার কুঠারটি নিয়ে এলে সেটিকে সে তার নিজের বলে দাবি করল। এতে খুশি হয়ে জলদেবতা কাঠুরিয়াকে তিনটি কুঠারই দিলেন। সোনা ও রুপার কুঠার দুটি বিক্রি করে কাঠুরিয়ার দুঃখ লাঘব হলো।

ঘটনা-২ এ দেখা যায়, কল্যান দরিদ্র কৃষক। বাজারে কিছু টাকা হারিয়ে গেলে চেয়ারম্যান মহোদয় তা কুড়িয়ে পান। কল্যানের মন খারাপ দেখে চেয়ারম্যান মহোদয় এর কারণ জানতে চাইলে কল্যান বলে, আমি কিছু টাকা হারিয়ে ফেলেছি। চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন, "দেখ তো এই এক হাজার টাকার নোটটি তোমার কি না?" কল্যাণ বললো, 'আমার দুইশত টাকা হারিয়েছে।' কল্যাণের এমন সততায় খুশি হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় দুইশত টাকার সাথে একহাজার টাকার নোটটিও উপহার দিলেন।

সুতরাং বলা যায়, ঘটনা-২ এর কল্যান পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত উপাখ্যানের মূল চরিত্রের খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ : শিক্ষক মশাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের এক বিশেষ সময়ের কথা বললেন। সেসময় ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া ও ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী আর জীবনবাদী।

দৃশ্যকল্প-২ : মোহিনী বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। যার মূলনীতি হলো পাঁচটি। এ সংঘের মূল স্তম্ভ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ।

ক. মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিক্ষক মশাই, শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের বিকাশমান কোন স্তরটির কথা বলেছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মোহিনী বাবু যে সংগঠনের সাথে যুক্ত সেই সংগঠনের আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মতুয়া ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে– ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে হরিনামে মেতে থাকা।

খ ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তির অশেষ শক্তি। এ শক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যায়। অর্থাৎ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা করা হয় তাকে ভক্তিযোগ বলে।

গ শিক্ষক মশাই, শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্মের বিকাশমান বৈদিক যুগ স্তরটির কথা বলেছেন।

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে চারটি ভাগ। যথা : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড আর আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেবদেবীর স্তব-স্তুতি রয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য মূলত বেদ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ঈশ্বর ও দেব-দেবী সংক্রান্ত যে সকল স্তব-স্তুতি আছে তার বিবরণ। বেদে দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি ও যজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া আছে। এসকল যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করলে ভগবানের অভীষ্ট ফল লাভ হতো। যজ্ঞ যথাযথভাবে হলে তারা স্বর্গও লাভ করতেন। তবে পুণ্যফল ক্ষয় হলে তাদের পুনরায় আবার মর্ত্যে গমন করতে হতো। তাই মোক্ষলাভের জন্য মানুষ কাম্য কর্মের সকল ফলভার ঈশ্বরের অর্পণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, শিক্ষক মশাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের এক বিশেষ সময়ের কথা বললেন। সেসময় ধর্মানুষ্ঠানের রূপ ছিল যজ্ঞক্রিয়া ও ঋষিগণ ছিলেন সুখবাদী আর জীবনবাদী। যা পাঠ্যবইয়ের বৈদিক যুগ স্তরটিকে নির্দেশ করে।

ঘ মোহিনী বাবু সৎসঙ্গ সংগঠনের সাথে যুক্ত। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সৎসঙ্গ সংগঠনের আদর্শ বিশ্লেষণ করা হলো–

আত্মিক উন্নয়নে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অবদান অপরিসীম। মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে ও সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'সৎসঙ্গ' আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তার অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাকে গুরু মেনে এই সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সাথে কর্মের সংযোগ ঘটান। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এই সঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সঙ্ঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তার ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, মোহিনী বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। যার মূলনীতি হলো পাঁচটি। এ সংঘের মূল স্তম্ভ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ। যা পাঠ্যবইয়ের সৎসঙ্গ সংগঠনের সাথে মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৮

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-১ এর উল্লেখিত দেবীর পূজা কীভাবে করা হয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর উল্লিখিত উৎসবটির শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুরাণে যে সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়।

খ ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে।
ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের যেকোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেবতা বলে। কিন্তু দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তাঁরা ঈশ্বরের অংশ মাত্র। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

গ চিত্র-১ এ শীতলা দেবীকে তুলে ধরা হয়েছে। এ দেবীর পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো–
সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।
পূজার প্রণাম মন্ত্র : ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।
সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস-হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

ঘ চিত্র-২ এ উল্লিখিত দুর্গাপূজা উৎসবটির শিক্ষার প্রভাব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী।
দুর্গা পূজা মূলত আমাদের সকলকে সৌহার্দ্য, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। দেবী দুর্গা যেন আমাদের লুপ্ত সাহস ও হৃদয়ের গ্লানীকে দূর করতে সাহায্য করেন। কারণ দেবী দুর্গা নিজে সকল অশুভ শক্তির বিনাশকারী। তার কৃপা ও আশীর্বাদেই সকল শোক শক্তিতে পরিণত হয়। তাইতো দুঃখ ভারাক্রান্ত অর্জুনের হৃদয়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জাগ্রত হয়। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় অর্জুন তার হৃত মনোবল ফিরে পায়। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় দেবী দুর্গা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে দূর করতে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করেন। যাতে অর্জুনের মতো ছেলেরা ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ ঘটনা-১ : প্রান্তিক খুব বেশি ঈশ্বর ভক্ত। তাই মিস্টার 'ক' নানাভাবে তাকে নিবৃত্ত করতে উদ্ধত হন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ। কারণ সমগ্র বাধা-বিপত্তি থেকে স্বয়ং ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন।
ঘটনা-২ : রাতুল সর্বদা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। কিন্তু তার সহপাঠী বিমল নেশায় আসক্ত। তাই পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বিষয়টা রাতুলের কাছে খুব কষ্টদায়ক মনে হয়। এজন্য বিমলের বাবা ও রাতুল বিমলকে সঙ্গ দেয় এবং মন্দিরে নিয়ে যায়। বর্তমানে বিমল সব অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে।

ক. অভিবাদন কাকে বলে? ১

খ. পাঁচটি অঙ্গযোগে গঠিত প্রণামকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমলের বাবা ও রাতুলের কর্মকাণ্ডই স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনই যথেষ্ট। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'প্রণাম করি' বাক্য বলে আনত হওয়াকে অভিবাদন বলা হয়।

খ 'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে– বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনত হয়ে যে প্রণাম করা হয় তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

গ ঘটনা-১ এ পাঠ্যপুস্তকের ধর্মের জয় দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।
মনুসংহিতায় বলা আছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মের জয় হয়। অর্ধমের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান। ধার্মিক এবং ঈশ্বরভক্ত হওয়ার কারণে পিতার রোষানলে পড়েন। পিতা তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার কৃপায় কার্তিক প্রাণে বেঁচে যায়। ঠিক একইভাবে পিতৃরোষ থেকে রক্ষা পায় গল্পের প্রহ্লাদ। প্রতিবার তাকে ভগবান শ্রীহরি রক্ষা করেন।
ঘটনা-১ প্রান্তিক খুব বেশি ঈশ্বর ভক্ত। তাই মিস্টার 'ক' নানাভাবে তাকে নিবৃত্ত করতে উদ্ধত হন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ। কারণ সমগ্র বাধা-বিপত্তি থেকে স্বয়ং ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন। যা পাঠ্যপুস্তকের ধর্মের জয় উপাখ্যানের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ বিমলের বাবা ও রাতুলের কর্মকাণ্ডই স্মরণ করে দেয় সমাজে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনই যথেষ্ট। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোচক মূল্যায়ন করা হলো–
পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।
মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।
পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ অমল তার বাবার মৃত্যুতে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় শবদাহ করেন। অন্যদিকে, হেমন্ত তার বন্ধু বসন্তকে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলো। বন্ধু মাথা-মুণ্ডন করেছো কেন? উত্তরে বসন্ত বললো, "মায়ের আত্মার শান্তির জন্য এ সংস্কারটি করতে হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সাধ্যমতো দানও করতে হয়েছে।"

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. জাতকর্ম করা হয় কেন? ২
গ. অমলের পালনকৃত সংস্কারটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বসন্তের পালনকৃত সংস্কারটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ পৃথিবীতে সন্তানকে স্বাগত জানানো ও দীর্ঘায়ুর জন্য জাতকর্ম করা হয়।

হিন্দুধর্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হলো জাতকর্ম। জাতকর্ম হলো সন্তান জন্মের পরবর্তী কাজ। সাধারণত সন্তান জন্মের পর পিতা সন্তানের জিহ্বায় যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। শাস্ত্র অনুসারে এই কর্মকেই বলা হয় জাতকর্ম।

গ অমলের পালনকৃত সংস্কারটি হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। অর্থাৎ শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাই হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এ সময় কতগুলো বিধিবিধান পালন করে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুতে মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড়, মালা, চন্দন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপর শরীরের সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন ও পিণ্ডদান করা হয়। সর্বশেষে আম বা চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহকে শয়ন করানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করে মৃতদেহের চারপাশে জ্যেষ্ঠপুত্র সাত অথবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মস্তকে অগ্নি প্রদান করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অমল তার বাবার মৃত্যুতে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতায় শবদাহ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্কারের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ বসন্তের পালনকৃত সংস্কারটি হলো অশৌচ পালন। এ সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১১

ক. নবান্ন কাকে বলে? ১
খ. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তাকে নবান্ন উৎসব বলে।

খ বাংলা মাসের শেষদিনকে বলা হয় সংক্রান্তি। এদিনে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসের সংক্রান্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করা হয়। তবে বাঙালি সমাজে পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবই উল্লেখযোগ্য। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত।

গ চিত্র-১ এর বিষয়টি হলো রথযাত্রা। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। যেখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ চিত্র-২ এর অনুষ্ঠানটি হলো নামযজ্ঞ। এ অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। এই নামযজ্ঞ সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে সে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। নামযজ্ঞের মতো ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এভাবেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে রীপার বাড়িতে অনুষ্ঠিত নামযজ্ঞ মানুষকে একত্র করে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করায় এর পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. জগতের নিধান-আধার আশ্রয় কে?
ক বিষ্ণু খ মহেশ্বর গ ঈশ্বর ঘ দুর্গা

২. কত বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়?
ক ৫ বছর খ ১০ বছর গ ১৫ বছর ঘ ২৫ বছর

৩. 'যোগ' শব্দটির সাধারণ অর্থ কী?
ক স্থাপন খ সম্পর্ক গ হিসাব ঘ সংযোগ

৪. চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব কী?
ক কালি পূজা খ শিব পূজা গ বিষ্ণু পূজা ঘ বাসন্তী পূজা

৫. একেশ্বরবাদ বলতে বোঝায় –
ক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস খ একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস
গ দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ঘ শক্তিমতের প্রতি বিশ্বাস

৬. যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি কোন দিকে মুখ হয়ে বসেন?
ক পূর্ব খ পশ্চিম গ উত্তর ঘ দক্ষিণ

৭. 'বিবাহ' শব্দের অর্থ হলো –
ক বিশেষ রূপে ভার বহন করা খ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা
গ গুরুদায়িত্ব মাথায় নেয়া ঘ মনে প্রাণে মিলিত হওয়া

৮. কোন ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না?
ক বিবেকহীন ব্যক্তি খ অসদাচার ব্যক্তি
গ ধার্মিক ব্যক্তি ঘ অধার্মিক ব্যক্তি

৯. নৈতিক মূল্যবোধ –
i. ন্যায়মূলক কাজ ii. কল্যাণকর কাজ
iii. অন্যায়মূলক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিক্রম তার বাবা মারা যাবার কারণে মাথা মুন্ডন করে নতুন বস্ত্র পরিধান করেছে। সে দশদিন যাবৎ নিরামিষ ভোজন করছে।

১০. বিক্রম ধর্মের কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করছে?
ক অশৌচ খ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গ আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ জন্মশৌচ

১১. উক্ত কাজটি বিক্রমকে সাহায্য করবে –
i. পবিত্রতা অর্জনে ii. মনের প্রশান্তি আনতে
iii. শাস্ত্রীয় বিধান পালনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. দশ অবতারের মধ্যে কোন অবতার অন্তর্ভুক্ত নন?
ক বলরাম খ পরশুরাম গ শ্রীকৃষ্ণ ঘ শ্রীরাম

১৩. 'প্রণাম' বলতে বোঝায় –
ক নমস্কার খ করমর্দন গ আশীর্বাদ ঘ শুভেচ্ছা

১৪. রথে কয়জন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন?
ক ৩ জন খ ৪ জন গ ৫ জন ঘ ৬ জন

১৫. ধর্মানুষ্ঠান বলতে বোঝায় –
i. পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা
ii. ঈশ্বর, দেব-দেবীর প্রশংসামূলক অনুষ্ঠান
iii. পূজাসহ ধর্মশাস্ত্রের অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হেমন্তকালের এক বিশেষ দিনে রূপা তার মাকে পিঠা বানাতে বললো। তার মা এদিনে এক বিশেষ দেবীর পূজাও করেন।

১৬. রূপার মা কোন দেবীর পূজা করেন?
ক দুর্গা খ শীতলা গ লক্ষ্মী ঘ কালী

১৭. রূপার মায়ের পালিত ধর্মাচারটি থেকে কী শিক্ষা পাই?
ক কুমারী নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন খ অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ
গ সন্তানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ঘ কুসংস্কার দূরীকরণ

১৮. বুড়ির ঘর বা মেড়া পোড়ানো হয় কেন?
ক অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য
খ অমঙ্গলকে দূর করার জন্য
গ শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য
ঘ দুঃখকে বিনাশ করার জন্য

১৯. যোগ সাধনার ফলে যোগী লাভ করতে পারে –
i. সুস্থ-সবল দেহ ii. প্রসন্ন-চিত্ত
iii. স্থূলকায় শরীর গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে যা খেয়ে জীবনধারণ করতে হয় –
ক দুধ ও মধু খ নিরামিষ গ দুধ ও রুটি ঘ ফলফলাদি

২১. মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় কী?
ক কর্মযোগ খ জ্ঞানযোগ গ ভক্তিযোগ ঘ সন্ন্যাসযোগ

২২. 'কুম্ভক' বলতে কী বোঝায়?
ক শ্বাস ভেতরে ধারণ খ শ্বাস ত্যাগ
গ শ্বাস গ্রহণ ঘ দেহ ও মন স্থির রাখা

২৩. রোগের যন্ত্রণা নিবারণকারী দেবীকে যে নামে অভিহিত করা হয় –
i. ঠাকুরানি ii. জাগরণী iii. অম্বিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগকে কী বলে?
ক যোগ সাধনা খ ভক্তি লাভ গ জ্ঞান লাভ ঘ অর্থ লাভ

২৫. স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকাকে কী বলে?
ক আসন খ প্রাণায়াম গ প্রত্যাহার ঘ ধারণা

২৬. শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় –
ক আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে খ শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে
গ ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে ঘ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে

২৭. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী?
ক ভালোবাসা খ শ্রদ্ধা গ বিনয় ঘ আন্তরিকতা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমন ছিল ভীষণ বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু তার বাবা ছিল ঘোর বিরোধী। এ নিয়ে সুমনের সাথে প্রায় মত বিরোধ হতো। এক পর্যায়ে সুমনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে একমাত্র ধর্মই সুমনকে রক্ষা করে।

২৮. সুমনের বাবার চরিত্রের তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্র ফুটে উঠেছে?
ক হিরণ্যকশিপু খ প্রহ্লাদ গ শ্রী হরি ঘ দৈত্যরাজ

২৯. সুমনের চরিত্রটির মাধ্যমে –
i. ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে ii. পিতার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে
iii. ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. ধর্মাচার ব্যতীত কী হয় না?
ক যজ্ঞানুষ্ঠান খ পূজানুষ্ঠান
গ ধর্মানুষ্ঠান ঘ ধর্মপালন

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। উৎপল বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, শেখর বাবু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে।

ক. কাকে দাহিকাশক্তির অধিকারী বলা হয়? ১

খ. 'যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানি : প্রজায়তে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উৎপল বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে তার বোন নমিতা দেবী কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুব আনন্দ করে। পূজা শেষে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. পুণ্যস্থান কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নিখিল বাবু কোন ধর্মাচারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নমিতা দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তনু তার ভাই তপুর ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। অপরদিকে শুভশ্রী কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই সুজয়ের কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘ জীবন কামনা করল।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. ভক্তরা নামযজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দেয় কেন? ২

গ. তনু কোন ধর্মাচারটি পালন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শুভশ্রীর পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। উত্তমের বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে। শাস্ত্রানুযায়ী সেখানে সে জল ও দুধ নিবেদন করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়া সে নানা রকম ফলমূল খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে সে মনকে শান্ত করার মাধ্যমে সকলের সাথে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

ক. পণ কাকে বলে? ১

খ. আদ্যশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উত্তমের কর্মকাণ্ডে কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫। পার্থ বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরকে জানার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। তাছাড়া কোনো ধার্মিক ব্যক্তির সাথে দেখা হলেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করেই সংসারের সকল কাজ কর্ম করেন। অন্যদিকে সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। যদিও এটার জন্য সুফলকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হয়।

ক. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? ১

খ. 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের দৃশ্যকল্পের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

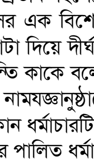

দৃশ্যকল্প- ১

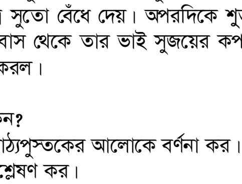

দৃশ্যকল্প-২

ক. যজমান কাকে বলে? ১

খ. বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন তিথির আনুষ্ঠানিকতা ও আচার ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। প্রথমার বাবা এ কথা শোনার সাথে সাথেই বলেন 'এমন ছোট মনের মানুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও একটা প্রাইভেট কার দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য প্রথমার বাবার ছিল। তাছাড়া বিষয়টি তার কাছে অসম্মানজনক কাজ বলে মনে হয়।

ক. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? ১

খ. বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না দেওয়ার কারণ পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের সাথে একদিন দুর্গাপূজা দেখতে যায়। পূজা দেখতে গিয়ে তারা লক্ষ করে মন্দিরের মধ্যে কতগুলো গাছের পূজা করছে। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করে। অন্যদিকে শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন।

ক. পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে কে অবস্থান করেন? ১

খ. দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয় কেন? ২

গ. শুভজিৎদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটির গুরুত্ব রয়েছে।' পাঠ্যের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৯। অর্ক রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন এক যাত্রী ভুলবশত তার রিক্সায় টাকার ব্যাগ ফেলে যান। অর্ক ব্যাগটি খুলে দেখে, তাতে অনেক টাকা রয়েছে। সে ব্যাগটি থানায় জমা দিতে চাইলে 'খ' নামক তার এক বন্ধু নিষেধ করে। সে টাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু অর্ক তার কথায় কান না দিয়ে ব্যাগটি থানায় জমা দেয়। ব্যাগটির মালিক থানা থেকে ব্যাগটি নেওয়ার সময় অর্কর সাথে দেখা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি? ১

খ. হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কেন? ২

গ. 'খ' চরিত্রটি পাঠ্যের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্কর কাজটি পাঠ্যের কাঠুরিয়ার কাজের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০। **উদ্দীপক-১ :** হিমেশ দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে সে মাঝে-মধ্যেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ধর্মীয় শিক্ষক বিকাশ বাবু হিমেশের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সে পেটের পীড়া বিশেষ করে অজীর্ণ, অম্বল ও আমাশয়ে ভুগছে। তাছাড়া তার হজম শক্তিও কম। তখন বিকাশবাবু তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের সময় হিমেশের দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখায়।

উদ্দীপক-২ : এক সময় পরেশের হাত-পা কাঁপত ও পায়ে শক্তি কম পেত। পরেশের বিষয়টি জানতে পেরে একজন যোগসাধক তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের ফলে পরেশ এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে। সে এখন অনেক বেশি হাসি-খুশি থাকে।

ক. প্রহ্লাদ কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল? ১

খ. সমাজের প্রথম স্তর সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. হিমেশ যে আসনটি অনুশীলন করে তার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটির কোনো প্রভাব আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১১। সুধীর বাবু একজন চাকুরীজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। অন্যদিকে রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়েই কোনো মতে বেঁচে থাকেন।

ক. অবতারবাদ কী? ১

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আশ্রমের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাখাল বাবুর পালনকৃত আশ্রমটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	K	৩	N	৪	L	৫	K	৬	M	৭	K	৮	M	৯	K	১০	K	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	K	১৫	M
	১৬	N	১৭	N	১৮	L	১৯	K	২০	N	২১	L	২২	K	২৩	K	২৪	K	২৫	K	২৬	N	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ উৎপল বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, শেখর বাবু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে।

ক. কাকে দাহিকাশক্তির অধিকারী বলা হয়? ১

খ. 'যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানি : প্রজায়তে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উৎপল বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অগ্নিকে দাহিকাশক্তির অধিকারী বলা হয়।

খ যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মের হানি ঘটে।

বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন ধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এর সংস্কার করতে চান। এই সংস্কার যদি যুক্তিসংগত হয় তাহলে ধর্ম ও ধার্মিক উভয়েই উপকৃত হবে। যেমন– রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। অপরদিকে যদি এই সংস্কার বা বিচার যুক্তিহীন হয় তাহলে ধর্মের হানি ঘটবে। তাই বলা হয়, 'যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে'।

গ উৎপল বাবুর সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের 'সৎসঙ্গ' সংগঠনের মিল রয়েছে।

আত্মিক উন্নয়নে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অবদান অপরিসীম। মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে ও সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'সৎসঙ্গ' আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তার অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাকে গুরু মেনে এই সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সাথে কর্মের সংযোগ ঘটান। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এই সঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সঙ্ঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তার ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উৎপল বাবু একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একীভূত করে আদর্শ মানুষ তৈরিতে সাহায্য করে। যা পাঠ্যপুস্তকের 'সৎসঙ্গ' সংগঠনের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উৎপল বাবুর সংগঠনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের 'সৎসঙ্গ' সংগঠনের মিল রয়েছে।

ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা রয়েছে।

শাস্ত্রবচনে উল্লেখ রয়েছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অর্থাৎ দেব-দেবী ঈশ্বরের এক বা একাধিক শক্তি বা গুণের প্রকাশ। বস্তুত হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতাদর্শের অনুসারীরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধনা করে থাকেন। তবে সব সাধনপথেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কেননা, সব মতের লক্ষ্য একটাই, ঈশ্বরলাভ করা। ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য।

মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত, তত পথ'। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন মত যেমন রয়েছে তেমনি তাকে পাওয়ার পথও বিভিন্ন। এ কারণে আমাদের সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ মানুষকে সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার শিক্ষা দেয়। পরিশেষে বলা যায়, পথ মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো নিষ্ঠা। নিষ্ঠার সাথে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে শেখর বাবু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান। তিনি মনে করেন, যে যেভাবেই আরাধনা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এক ঈশ্বরের নিকটই পৌঁছাবে।

সুতরাং বলা যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমর উপদেশের আলোকে শেখর বাবুর চিন্তার যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে তার বোন নমিতা দেবী কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুব আনন্দ করে। পূজা শেষে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. পুণ্যস্থান কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নিখিল বাবু কোন ধর্মাচারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নমিতা দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বয়ং ভগবান কিংবা তার অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়।

খ যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে সেগুলোকে ধর্মাচার বলে।

ধর্মাচারে মাঙ্গালিক কর্মের নির্দেশ আছে। এসব লোকাচার মানুষকে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী করে। এসব আচরণ ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত।

গ নিখিল বাবু বর্ষবরণ ধর্মাচারটি পালন করেন।

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও

হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। যা পাঠ্যপুস্তকের বর্ষবরণ ধর্মাচারটিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, নিখিল বাবু বর্ষবরণ ধর্মাচারটি পালন করে।

ঘ সমাজের অশুভ শক্তি বিনাশের উদ্দেশ্যে নমিতা দেবী কালী পূজা করেন।

কালী মুণ্ডমালা পরিহিতা। তিনি মর্ত্যের অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে প্রতি বছর ভক্তরা মিলিত হয়ে তার পূজার আয়োজন করে যেন পৃথিবীতে পুনরায় অশুভশক্তির বিস্তার না ঘটে। কালীপূজার মাধ্যমে দেবী কালীর আদর্শ আমাদের মন ও মননে নৈতিকতাবোধের জাগরণ ঘটায় কারণ কালী সকলের দেবী। কালীপূজা গৃহে বা মন্দিরে উভয় স্থানেই করা যায়। এ পূজার সময় সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে যা মানবসমাজের ঐক্যের প্রতীক। দেবী কালী অশুভ, কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা দূর করার জন্য সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন যা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে থাকে। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয় যা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তৈরি করে এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যেই কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তনু তার ভাই তপুর ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। অপরদিকে শুভশ্রী কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাই সুজয়ের কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘ জীবন কামনা করল।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. ভক্তরা নামযজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দেয় কেন? ২

গ. তনু কোন ধর্মাচারটি পালন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শুভশ্রীর পালিত ধর্মাচারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

গ তনু রাখীবন্ধন ধর্মাচারটি পালন করে। নিচে এ ধর্মাচারটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রাবণ মাসের একটি বিশেষ তিথিতে তনু তার ভাই তপুর ডান হাতে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। যা মূলত রাখীবন্ধন ধর্মাচারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, তনু রাখীবন্ধন ধর্মাচারটি পালন করে।

ঘ শুভশ্রীর পালিত ধর্মাচারটি হলো ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। এ ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভাইফোঁটা এমন একটি মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে বোনেরা ভাইদের মঙ্গল কামনা করে। ভাইকে যাতে কোনো প্রকার বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে এ জন্য বোনেরা এ দিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। এটা মূলত ভাইদের মঙ্গল কামনার একটি অনুষ্ঠান। বর্তমান সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনগুলো ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাপক। এর ফলে ভাই-বোনের বন্ধন দৃঢ় হয়। পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবেশের উন্নতি ঘটে।

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান শুধু পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধর্মাচারটি পালনের মাধ্যমে ভাই ও বোনদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে। পারিবারিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া এটি ধর্মীয় দিক থেকে একটি মাঙ্গালিক কর্ম। যে ব্যক্তি অন্যের মঙ্গল কামনা করেন, ঈশ্বর তার মঙ্গল করেন।

তাই বলা যায়, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ উত্তমের বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে। শাস্ত্রানুযায়ী সেখানে সে জল ও দুধ নিবেদন করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়া সে নানা রকম ফলমূল খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে সে মনকে শান্ত করার মাধ্যমে সকলের সাথে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

ক. পণ কাকে বলে? ১

খ. আদ্যশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উত্তমের কর্মকাণ্ডে কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয়, তাকে পণপ্রথা বলে।

খ আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর অনুষ্ঠান। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ করা হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে। অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ হলো একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা।

গ উত্তমের কর্মকাণ্ডে অশৌচ ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ হয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিন সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তমের বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির উঠানে একটি তুলসী গাছ রোপণ করে। শাস্ত্রানুযায়ী সেখানে সে জল ও দুধ নিবেদন করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়া সে নানা রকম

ফলমূল খেয়ে কোন রকমে জীবনধারণ করে। যা অশৌচ ধারণাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উত্তমের কর্মকাণ্ডে অশৌচ ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির তথা অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ পার্থ বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরকে জানার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। তাছাড়া কোনো ধার্মিক ব্যক্তির সাথে দেখা হলেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করেই সংসারের সকল কাজ কর্ম করেন। অন্যদিকে সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। যদিও এটার জন্য সুফলকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হয়।

ক. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? ১
খ. 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

খ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা)- পুণ্য ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদের ঋষিগণ কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন। তাঁদের বক্তব্য– কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। ঐ কর্মফল ভোগের জন্য কর্মকর্তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হতে হয়। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ আবশ্যক। এটা হচ্ছে সন্ন্যাসবাদীদের মতো।

গ সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের অকর্মের দিকটি কাজ করেছে।

জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত আমরা যে কাজগুলো করি তাকেই কর্ম বলে। কর্ম দুই প্রকার। যথা– সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো ফলের আশায় কর্ম করা হয় তখন তাকে সকাম কর্ম বলে। আর কর্তা যখন কোনো রকম ফলের আশা না করে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তখন তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি কথা রয়েছে। যথা– কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। শাস্ত্রবিহিত যে সকল কর্ম করতে হয় সেগুলোকে বলে কর্ম। যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিকর্ম। আর কোনো কাজ না করাকে বলা হয় অকর্ম।

উদ্দীপকের সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। কোনো প্রকার কাজ করে না। এজন্য সে বাবা-মায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শোনে। তাই বলা যায়, সুফলের এরূপ কোনো প্রকার কাজ না করাকে গীতায় অকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ 'পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগ তথা জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব।

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির ঈশ্বর বা মোক্ষলাভ। ঋষিগণ এই মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে তিনটি সাধন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এগুলো হলো কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এগুলোর যেকোনো একটি নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করে একজন ষাধক মোক্ষলাভ করতে পারেন।

জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি হলো জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি হলো জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের পথে স্রষ্টাকে জানার যে সাধনা তাকে বলে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্রষ্টাকে অন্তরে অনুভব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা অবস্থান করছে।

সবকিছু সেই পরম চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময়। একজন জ্ঞান সাধক যখন ঈশ্বর-অনুগ্রহে আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন, তখন তার মধ্যে অহংকার, হিংসা থাকে না, দেহ-মন পবিত্র হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর বিশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞানী কর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে থাকেন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জ্ঞান পরম পবিত্র, জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানীর কর্ম বন্ধন থাকে না। তাই পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের দৃশ্যকল্পের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প- ১

দৃশ্যকল্প-২

ক. যজমান কাকে বলে? ১
খ. বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন তিথির আনুষ্ঠানিকতা ও আচার ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ বর্ণিত দেবতাদের বৈদিক দেবতা বলা হয়। বেদ হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। যে গ্রন্থে বিভিন্ন দেব-দেবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লিখিত দেবতাদের বলা হয় বৈদিক দেবতা। যেমন : অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, অদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ দশমী তিথির অনুষ্ঠানিকতা ও আচার ফুটে উঠেছে।

দশমী তিথিতে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজার এই দিনকে বলা হয় বিজয়া দশমী। দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। যার দৃষ্টান্ত দৃশ্যকল্প-১ এ লক্ষ করা যায়।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রধান আচারের মধ্যে আছে– দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো। এ সময় সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এ ছাড়াও পরস্পর আলিঙ্গান করা এবং মিষ্টিমুকের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধকরণ এ দিনের উল্লেখযোগ্য আনুষ্ঠানিকতা। বিজয়া দশমীর দিনে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গো মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান-দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে থাকে। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান করা হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লেখিত মন্দিরের পূজাটি হলো কুমারী পূজা।

মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্যে দিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় মূলত কুমারী কন্যাকে আদ্যাশক্তির প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। আমরা জানি, নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর প্রকৃষ্ট প্রকাশ, ইনিই আমাদের মা। তান্ত্রিক মতে সব কুমারীই দেবীর প্রতীক। নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারী পূজায় মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। এর মাধ্যমে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

কুমারী পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজা যা দুর্গাপূজার অঙ্গা হিসেবে বিবেচিত। শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত এক বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প কোনো মেয়েকে এ দিন দেবীরূপে পূজা করা হয়। যার দৃষ্টান্ত দৃশ্যকল্প-২ এ লক্ষ করা যায়। কুমারী পূজায় ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ কারণে এই পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৭ প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গো বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। প্রথমার বাবা এ কথা শোনার সাথে সাথেই বলেন 'এমন ছোট মনের মানুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও একটা প্রাইভেট কার দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য প্রথমার বাবার ছিল। তাছাড়া বিষয়টি তার কাছে অসম্মানজনক কাজ বলে মনে হয়।

ক. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? ১

খ. বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না দেওয়ার কারণ পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ অধিক প্রচলিত।

খ বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ পণ চাওয়ার কারণে 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে দেননি। কেননা পণপ্রথা অধর্ম।

কোনো ধর্মই কখনো এ ঘৃণ্য পণপ্রথাকে স্বীকৃতি দেয় না। তবু প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো এ পণপ্রথা তার বিষবাষ্প বিস্তার করেছে সর্বত্র। বর্তমান সময়ে এসেও নারীদের পণপ্রথার বলি হওয়ার খবর আমরা হরহামেশা পাই। এ যেন হৃদীয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারী পীড়নের হাতিয়ার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গো বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। যা পণপ্রথার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, পণ চাওয়ার কারণে 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে দেননি।

ঘ পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

নারীরা আমাদেরই মা। আমাদেরই বোন। মা-বোনদের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা নিজেদেরই নিজেকে অমর্যাদা করার শামিল হবে। মানুষ হিসেবে নারীকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমরা নিজেরাই কলঙ্কিত হব। তাই আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ প্রথার মূলোৎপাটন করতে হবে। তাহলেই আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের সাথে একদিন দুর্গাপূজা দেখতে যায়। পূজা দেখতে গিয়ে তারা লক্ষ করে মন্দিরের মধ্যে কতগুলো গাছের পূজা করছে। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করে। অন্যদিকে শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন।

ক. পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে কে অবস্থান করেন? ১

খ. দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয় কেন? ২

গ. শুভজিৎদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটির গুরুত্ব রয়েছে।' পাঠ্যের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে পুরোহিত বসে থাকে।

খ দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন তাই দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয়।

যিনি মহামায়া তিনি দুরধিগম্য– তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায়। তাই তিনি দুর্গা। তিনি ব্রহ্মের শক্তি বলেও দুরধিগম্য এবং সাধন সাপেক্ষ। আবার দুর্গম নামক অসূরকে বধ করেছেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। দুর্গা শব্দের আরেকটি অর্থ হলো দুর্গতিনাশিনী দেবী অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কস্ট বিনাশকারিনী দেবী।

গ শুভজিৎদের বাড়িতে কালী দেবীর পূজা করা হয়। কালী দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা হলো–

দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নানা বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর– অম্বিকা ও কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুণ্ডা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন। যা কালী দেবীর পূজার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শুভজিৎদের বাড়িতে কালী দেবীর পূজা করা হয়।

ঘ নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটি তথা মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব রয়েছে– পাঠের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

মহাসপ্তমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমীবিহিত পূজা। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়। এদিনের পূজায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম। নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো– কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকচু), কচু, বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সঙ্গে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একটি শাড়ি কাপড় পরানো হয়। একে বলা হয় কলাবৌ। নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ননামে অধিষ্ঠিত।

নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষকে পূজা করি। বৃক্ষকে সংরক্ষণ করি। আর এই বৃক্ষের মধ্যে আছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। নবপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা দেবী দুর্গাকেই পূজা করি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী তিথিতে বৃক্ষপূজার মধ্য দিয়ে আমরা বৃক্ষের উপকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি। পাশাপাশি বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ রক্ষা ও ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ০৯ অর্ক রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন এক যাত্রী ভুলবশত তার রিক্সায় টাকার ব্যাগ ফেলে যান। অর্ক ব্যাগটি খুলে দেখে, তাতে অনেক টাকা রয়েছে। সে ব্যাগটি থানায় জমা দিতে চাইলে 'খ' নামক তার এক বন্ধু নিষেধ করে। সে টাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু অর্ক তার কথায় কান না দিয়ে ব্যাগটি থানায় জমা দেয়। ব্যাগটির মালিক থানা থেকে ব্যাগটি নেওয়ার সময় অর্কর সাথে দেখা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি? ১
খ. হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কেন? ২
গ. 'খ' চরিত্রটি পাঠ্যের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্কর কাজটি পাঠ্যের কাঠুরিয়ার কাজের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মের বাহ্য লক্ষণ দশটি।

খ প্রহ্লাদকে বার বার মারার চেষ্টা করা হয় কারণ প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যকুলে জন্ম নেওয়া এক হরিভক্ত। দৈত্য আর দেবতাদের মধ্যে চিরকালের ঝগড়া। প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুও ছিলেন হরিবিদ্বেষী। তিনি হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে হরিনামের পথ থেকে ফেরানোর জন্য বার বার হত্যার চেষ্টা করেন।

গ 'খ' চরিত্রটি পাঠ্যের মোড়ল চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মোড়ল গরিব কাঠুরিয়ার কাছ থেকে হঠাৎ করে ধনী হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেয়। তারপর নিজে গিয়ে মিথ্যা ঢং করে ইচ্ছে করে কুড়াল নদীতে ফেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে। জলদেবী জল থেকে উঠে মোড়লের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মোড়ল কুঠার পড়ে যাবার কথা জলদেবীকে জানালেন। জলদেবী জল থেকে সোনার কুঠার নিয়ে উঠলে মোড়ল জানায় এটি তার কুঠার। এহেন মিথ্যাচার শুনে জলদেবী রেগে যান। তিনি সোনার কুঠার নিয়ে ডুব দিলেন নদীর ভিতরে। জলদেবী আর উঠলেন না। মোড়ল মিথ্যাবাদী এবং অনেক লোভী ছিলেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত, একদিন এক যাত্রী ভুলবশত অর্কের রিক্সায় টাকার ব্যাগ ফেলে যান। অর্ক ব্যাগটি খুলে দেখে, তাতে অনেক টাকা রয়েছে। সে ব্যাগটি থানায় জমা দিতে চাইলে 'খ' নামক তার এক বন্ধু নিষেধ করে। সে টাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে। অর্থাৎ তার আচরণে লোভের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে বলা যায়, 'খ' চরিত্রটি পাঠে উল্লেখিত উপখ্যানের গাঁয়ের লোভী মোড়ল চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ অর্কের কাজটি পাঠ্যের কাঠুরিয়ার কাজের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো–

একদিন এক কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটার সময় তার কুঠারটি অসাবধানতাবশত নদীর জলে পড়ে যায়। কুঠারের শোকে সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। এমন সময় জলের ভেতর থেকে জলদেবতা উঠে আসল এবং বিস্তারিত শুনে জলে ডুব দিল। এরপর একবার সোনার কুঠার এবং আর একবার রুপার কুঠার নিয়ে উঠল। দুবারই কাঠুরিয়া প্রত্যাখ্যান করল। তখন জলদেবতা লোহার কুঠারটি নিয়ে এলে সেটিকে সে তার নিজের বলে দাবি করল। এতে খুশি হয়ে জলদেবতা কাঠুরিয়াকে তিনটি কুঠারই দিলেন। সোনা ও রুপার কুঠার দুটি বিক্রি করে কাঠুরিয়ার দুঃখ লাঘব হলো।

অর্ক রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন তার রিক্সায় ভুলবশত একটি টাকার ব্যাগ রেখে চলে যায়। অর্ক ব্যাগটি থানায় জমা দেয়। ব্যাগের মালিক থানা থেকে ব্যাগটি নেন এবং অর্কের সাথে দেখা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এখানে অর্কের সততার প্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **উদ্দীপক-১ :** হিমেশ দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে সে মাঝে-মধ্যেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ধর্মীয় শিক্ষক বিকাশ বাবু হিমেশের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সে পেটের পীড়া বিশেষ করে অজীর্ণ, অম্বল ও আমাশয়ে ভুগছে। তাছাড়া তার হজম শক্তিও কম। তখন বিকাশবাবু তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের সময় হিমেশের দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখায়।

উদ্দীপক-২ : এক সময় পরেশের হাত-পা কাঁপত ও পায়ে শক্তি কম পেত। পরেশের বিষয়টি জানতে পেরে একজন যোগসাধক তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের ফলে পরেশ এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে। সে এখন অনেক বেশি হাসি-খুশি থাকে।

ক. প্রহ্লাদ কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল? ১
খ. সমাজের প্রথম স্তর সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. হিমেশ যে আসনটি অনুশীলন করে তার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটির কোনো প্রভাব আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

খ সমাজের প্রথম স্তর হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা সততা, সত্যপ্রিয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতায় মণ্ডিত ধর্মপথ অনুসরণ

করলে, পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকবে। আর প্রতিটি পরিবার যদি ধর্মপথে চলে, তাহলে সমাজও ধর্মপথে চলবে। সুতরাং ধর্মপথ অনুসরণ-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ হিমেশ অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলন করে। এ অনুশীলন পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো−

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

ঘ পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসন অনুশীলনের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নিম্নে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো−

১. বৃক্ষাসন অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে।
৪. উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কনুই, বগল ইত্যাদি স্থানের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।
৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বৃক্ষাসন অনুশীলনে পায়ে বাতের ব্যথা থাকে না।
৯. যাদের হাত-পা কাঁপে এবং পা দুর্বল; এ আসন অনুশীলনে তাদের খুব উপকার হয়।
১০. রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার জন্য বা অন্য কোনো কারণে ধমনিতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে তা রোধ হয়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

সুতরাং বলা যায়, বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুধীর বাবু একজন চাকুরীজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। অন্যদিকে রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়েই কোনো মতে বেঁচে থাকেন।

ক. অবতারবাদ কী? ১
খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আশ্রমের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাখাল বাবুর পালনকৃত আশ্রমটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

<u>১১নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক অবতার সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা তাকে অবতারবাদ বলে।

খ একেশ্বরবাদ একটি ধর্মীয় ধারণা, যার অর্থ হলো শুধু একজন ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিভিন্ন অবতার ও দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এ বিশ্বাসকেই বলা হয় একেশ্বরবাদ। অবতার ও দেব-দেবীরা এক পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ আছে, দেব-দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য লাভ করে তা এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ মাত্র।

গ উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে।

আশ্রম ধর্ম অনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে ফিরে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে মানুষ। এ পর্যায়ে তাকে বিয়ের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণসহ পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা পণ্য যেমন− খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে তাই মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেবাকর্ম অনুশীলন করে। এসব কাজের মাধ্যমে সমাজের প্রতি তারা কর্তব্য পালন করে। এ কাজগুলো মানুষ গার্হস্থ্য আশ্রমেই করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুধীর বাবু একজন চাকুরিজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে গার্হস্থ্য আশ্রমের মিল রয়েছে।

ঘ রাখাল বাবুর পালনকৃত আশ্রমটি হলো সন্ন্যাস আশ্রম। আমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধু দুপুরবেলায় আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ'।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়েই কোনো মতে বেঁচে থাকেন। যা সন্ন্যাস আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রাখাল বাবুর আশ্রমটি হলো সন্ন্যাস আশ্রম।

যশোর বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **কার্তিক এর বাহন কী?**
ⓚ কাক ⓧ কবুতর ⓖ ময়ূর ⓘ সিংহ

২. **সৎসঙ্গের মূলনীতিগুলো হলো –**
i. যজন ii. যাজন iii. সদাচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মানালী এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ইদানিং সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে গিয়ে তেড়ে আসে।

৩. **মানালীর অবস্থা কীসের ইঙ্গিত দেয়?**
ⓚ মাদকাসক্ত ⓧ মিতব্যয়ী ⓖ কর্তব্যনিষ্ঠা ⓘ হীনমন্যতা

৪. **মানালীর এই অবস্থার কুফলগুলো হলো –**
i. বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়
ii. মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে
iii. পুণ্য সঞ্চয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫. **সনাতন তথা হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি কী?**
ⓚ দেব দেবীর আরাধনা করা ⓧ জাগতিক কল্যাণ ও পারমার্থিক মঙ্গল
ⓖ পূজা অর্চনা করা ⓘ একাকী জীবনযাপন করা

৬. **প্রহ্লাদকে দেয়া হলো –**
ⓚ দুধ মিশ্রিত অন্ন ⓧ ঘৃত মিশ্রিত অন্ন
ⓖ বিষ মিশ্রিত অন্ন ⓘ মধু মিশ্রিত অন্ন

৭. **অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় ধাপের পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন কোন্ মুনি?**
ⓚ মহর্ষি দুর্বাসা ⓧ মহর্ষি বশিষ্ঠ
ⓖ দেবর্ষি নারদ ⓘ মহর্ষি পতঞ্জলি

৮. **অলকের দাদু সতত প্রসন্নচিত্ত। তিনি নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির।তিনি –**
ⓚ যোগী পুরুষ ⓧ নির্লোভ ব্যক্তি ⓖ বৈষ্ণব ⓘ পুরোহিত

৯. **ভগবান বিষ্ণু কীরূপে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন?**
ⓚ বরাহ ⓧ নৃসিংহ ⓖ মৎস্য ⓘ কূর্ম

১০. **ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক মতবাদগুলো হলো –**
i. অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ
ii. ভেদবাদ ও অভেদবাদ iii. ভেদাভেদবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১১. **কোন্ আসনে যাদের হাত-পা কাঁপে, পা দুর্বল– তাঁদের খুব উপকার হয়?**
ⓚ বৃক্ষাসন ⓧ অর্ধকূর্মাসন ⓖ গরুড়াসন ⓘ হলাসন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দুর্গাপূজায় বিনোদ মামার বাড়িতে গিয়ে দাদুকে দেখে বাক্য দ্বারা 'প্রণাম করি' বলে আনত হলো।

১২. **বিনোদের আচরণ কোনটি নির্দেশ করে?**
ⓚ নমস্কার ⓧ অষ্টাঙ্গঁ প্রণাম ⓖ পঞ্চাঙ্গ প্রণাম ⓘ অভিবাদন

১৩. **সন্ধি পূজা কখন হয়?**
ⓚ ষষ্ঠী-সপ্তমী ⓧ সপ্তমী-অষ্টমী ⓖ অষ্টমী-নবমী ⓘ নবমী-দশমী

১৪. **ভাতৃদ্বিতীয়া কোন তিথিতে পালন করা হয়?**
ⓚ শুক্লা পঞ্চমী ⓧ শুক্লা দ্বিতীয়া ⓖ অমাবস্যা ⓘ শুক্লা দ্বাদশী

১৫. **কত পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান?**
ⓚ পঞ্চম ⓧ ষষ্ঠ ⓖ সপ্তম ⓘ অষ্টম

১৬. **দেবী দুর্গাকে কেন শিবা বলা হয়?**
ⓚ তিনি সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন ⓧ তিনি গৌরী
ⓖ তিনি শিবের শক্তি ⓘ তিনি অসাধ্য সাধন করেন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অয়ন তাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে একটি নিম গাছ রোপণ করেন। তার ছোট ভাই নিম গাছ লাগানোর উপকারিতা জানতে চাইলে সে বলে নিম গাছ থাকলে বাড়ির লোকজন এবং ফলজ বৃক্ষগুলো রোগ মুক্ত থাকে।

১৭. **কোন দেবী নিমপাতা বহন করেন?**
ⓚ কালী ⓧ শীতলা ⓖ মনসা ⓘ দুর্গা

১৮. **উক্ত দেবীর দু'হাতে রয়েছে –**
i. পূর্ণকুম্ভ
ii. পদ্মফুল -
iii. সম্মার্জনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯. **হলাসন অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হয়?**
ⓚ ৩০ সেকেন্ড ⓧ ৩৫ সেকেন্ড ⓖ ৪০ সেকেন্ড ⓘ ৪৫ সেকেন্ড

২০. **মানুষের অসুর প্রকৃতির বিনাশ ঘটে –**
ⓚ ধর্ম পালন করলে ⓧ ধর্ম পালন না করলে
ⓖ অধর্মের কাজ করলে ⓘ উপরের সবগুলো

২১. **নামযজ্ঞে কয় ঘন্টায় এক প্রহর ধরা হয়?**
ⓚ দুই ⓧ তিন ⓖ চার ⓘ পাঁচ

২২. **'অশৌচ' নির্দেশ করে –**
i. শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব
ii. শোকে আচ্ছন্ন হওয়া
iii. চিত্তে সাধন-ভজনে অনুপযোগী হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩. **"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"– এই বাণীটি কে করেছেন?**
ⓚ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ⓧ শিব ⓖ ত্রিনয়না ⓘ কালী

২৪. **কালীর দুইটি রূপ হলো –**
ⓚ রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী ⓧ ভদ্রকালী ও মা তারা
ⓖ অম্বিকা ও কালিকা ⓘ মহাকালী ও দক্ষিণাকালী

২৫. **নমস্কার কত প্রকার?**
ⓚ তিন ⓧ চার ⓖ পাঁচ ⓘ আট

২৬. **দেবী দুর্গার বামপাশের হাতের অস্ত্রগুলো –**
i. খেটক, পূর্ণচাপ ii. পাশ, অঙ্কুশ iii. বাণ, খড়গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৭. **হিরণ্যকশিপুর মুষ্টির আঘাতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল –**
i. স্বর্গ ii. মর্ত্য iii. পাতাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓧ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮. **কোন কুঠারটি কাঠুরিয়া নিজের বলল?**
ⓚ রূপার ⓧ সোনার ⓖ লোহার ⓘ পিতলের

২৯. **মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা কার কর্তব্য?**
ⓚ সমাজের ⓧ পরিবারের ⓖ প্রতিবেশীর ⓘ রাষ্ট্রের

৩০. **বিবাহের মূল পর্ব কোনটি?**
ⓚ গায়ে হলুদ ⓧ মালাবদল ⓖ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ⓘ সম্প্রদান

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। লাবণ্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারে। গাড়ি, বাড়িসহ সকলকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। অপরদিকে তারই বান্ধবী নীলা কাজ করলেও ধন-সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ-লালসা নেই। সে শুধু ঈশ্বরকে পেতে চায়।

ক. একেশ্বরবাদ কী? ১

খ. জ্ঞানযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. লাবণ্য কোন প্রকারের কর্ম করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লাবণ্য ও নীলা উভয়ের পক্ষে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

২। হেমন্তকাল ধান কাটায় মেতে ওঠে কৃষকেরা। ঘরে ঘরে নতুন ধানের ভাত ও নানা রকম পিঠা-পায়েসের আয়োজন করে উৎসবে মেতে ওঠে। অপরদিকে বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিনে মিষ্টি বিতরণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. রাখীবন্ধন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে হেমন্তকালের যে উৎসবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'বর্ষবরণ' বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩। বিমল ও শ্যামল দুজনেই স্কুলের ছাত্র। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। বিমল নম্র ও ভদ্র। সে নিয়মিত পূজা করে, বড়দের সম্মান করে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। অপরদিকে শ্যামল দুষ্ট ও উচ্ছৃংঙ্খল স্বভাবের। সে ধর্ম কর্মে অমনোযোগী, বড়দের অসম্মান করে। শ্যামলের মা বিমলের এমন নৈতিকতার কারণ জানতে চাইলে বিমলের মা বলে নিয়মিত ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠান পালনের কারণে আমার ছেলে এমন বিনয়ী ও শান্ত।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. ধর্মানুষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।" উক্তিটি বিমল ও শ্যামলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। বিজয় বাবু উচ্চ শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক। তিনি লক্ষ করেন তার এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে আহ্বান করেন। অপরদিকে, সুরেশ বাবু সৎসঙ্গে-র অনুসারী। তিনি মনে করেন ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ। ভালোবাসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে শান্তি স্থাপন করা যায়।

ক. বেদ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'স্মৃতিশ্রাস্ত্র' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিজয় বাবুর চিন্তা-চেতনা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবু অনুসারিত সংঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ– মূল্যায়ন কর। ৪

৫। ধীরেন বাবু একজন গরীব কৃষক। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা থিতিতে বিভিন্ন মহামারী থেকে যেমন ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে তার প্রতিবেশী রাঁধাকান্ত বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক দেবতার পূজা করেন।

ক. যজমান কাকে বলে? ১

খ. 'বোধন' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ধীরেন বাবু যে দেবীর পূজা করেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাঁধাকান্ত বাবু যে পূজাটি করে সে পূজার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৬। এক ব্যক্তি টেক্সিযোগে অফিসে যাওয়ার পথে টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ একটি ব্যাগ টেক্সিতে ফেলে যায়। ড্রাইভার তা দেখতে পেয়ে ব্যাগের কাগজপত্র থেকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা বের করে তার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। অন্যদিকে কেশব পাড়ার সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে। ছোটদেরকে ভালোবাসে এবং বড়দেরকে সম্মান করে। পরিবারের সকল গুরুজনকেও সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ড্রাইভারের চরিত্রে কোন ধর্মীয় গুণটি ফুটে উঠেছে? তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কেশবের চারিত্রিক ধর্মীয় গুরুত্ব পঠিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৭। রাজেন ও নৃপেন নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। রাজেন পেটের পীড়ার সমস্যা কমানোর জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। অপরদিকে নৃপেন শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অন্য একটি আসন অনুশীলন করে।

ক. আসন অর্থ কী? ১

খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাজেন তার পেটের পীড়ার সমস্যা কমাতে কোন আসনটি এবং কীভাবে অনুশীলন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নৃপেনের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বছরের বিশেষ একটি দিনে কন্যা শিশুকে পুরোহিত দ্বারা ভক্তবৃন্দ পূজার্চনার মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। অন্যদিকে অপর্ণা রায়ের পরিবারে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি সমস্ত প্রকার রোগ-শোক থেকে পরিত্রাণের জন্য এক বিশেষ দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে বাড়িতে পূজা করেন।

ক. পূজা কাকে বলে? ১

খ. একং সদ্ বিপ্রা বহুদা বদন্তি– কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. অপর্ণা রায়ের অনুসৃত পথ দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

৯। কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবু নামে এক অত্যাচারী মানুষ ছিল। তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। কিন্তু তার ছেলে সৈকত ঈশ্বরের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি। তার বিশ্বাস ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন এবং ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা।

ক. শিষ্টাচার কী? ১

খ. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবুর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "সৈকত" যেন 'প্রহ্লাদের' যোগ্য প্রতিনিধি'– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। অনাদি রায় তার বাবার মৃত্যুতে শোকাহত। বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং দ্রব্য সামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। অপরদিকে সোনেকার লেখাপড়া শেষ। সোনেকার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চান। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে নতুন কাপড়, স্বর্ণালংকার দ্বারা সজ্জিত করেন। নিকট আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের উপস্থিতিতে উপযুক্ত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেন। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল সোনেকার জীবনের বিশেষ দিন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. পণপ্রথা অধর্ম– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনাদি রায়ের পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোনেকার জীবনে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র সজল কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। খবর নিয়ে জানা যায় যে, সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে অর্থ যোগাড় করার জন্য সে চুরি এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এজন্য, তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে সজলকে মাদক দ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন।

ক. ধর্মপথ কী? ১

খ. মাদক গ্রহণ কেন অধর্ম? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সজলের এ অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়গুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. "অসৎ সঙ্গের প্রভাবে মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	N	৩	K	৪	K	৫	L	৬	M	৭	N	৮	K	৯	L	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	M	১৪	L	১৫	M
	১৬	M	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	K	২১	L	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	L	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ লাবণ্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারে। গাড়ি, বাড়িসহ সকলকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। অপরদিকে তারই বান্ধবী নীলা কাজ করলেও ধন-সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ-লালসা নেই। সে শুধু ঈশ্বরকে পেতে চায়।

ক. একেশ্বরবাদ কী? ১

খ. জ্ঞানযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. লাবণ্য কোন প্রকারের কর্ম করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. লাবণ্য ও নীলা উভয়ের পক্ষে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়'– এই বিশ্বাসই একেশ্বরবাদ।

খ আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্বকে অনুশীলনের মাধ্যমে পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতিকে জ্ঞানযোগ বলে। মোক্ষলাভের একটি উপায় হলো জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্রষ্টাকে অনুভব করতে পারেন। অর্থাৎ জ্ঞানযোগের মাধ্যমে পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ করা যায়।

গ লাবণ্য সকাম কর্ম করে।

জীবন, জীবিকা ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষকে নানা কর্ম করতে হয়। কর্ম দুই প্রকার। যথা : সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো কর্মফলের আশায় কর্ম করা হলে তাকে সকাম কর্ম বলে। অর্থাৎ কামনা-বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা। কর্মের ফল আমিই ভোগ করব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লাবণ্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারে। গাড়ি, বাড়িসহ সকলকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। যা সকাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, লাবণ্য সকাম কর্ম করে।

ঘ লাবণ্য ও নীলা উভয়ের পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

যা কিছু করা হয় তাকেই বলে কর্ম। আমরা প্রতিনিয়ত জীবনধারণের জন্য যে-কাজ করি তার সকলই কর্ম। কর্ম দু'রকম– সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো ফলের আশায় কর্ম করা হয় তখন তাকে বলে সকাম কর্ম। অর্থাৎ, কামনা বাসনা যুক্ত কর্ম। এই কর্মে কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অভিমান থাকে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে; এমন বোধ হয় আমি কর্ম করছি, আমি কর্মের কর্তা, কর্মের ফলও আমিই ভোগ করব। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন রকম। এখানে কর্তা কর্ম করেন কোনো রকম ফলের আশা না নিয়ে। তিনি মনে করেন কর্মের কর্তা আমি নই, কর্মফলও আমার নয়। নিষ্কাম কর্মের ফল কর্মকর্তাকে স্পর্শ করে না। এই নিষ্কাম কর্মই যোগ সাধনার ক্ষেত্রে কর্মযোগ। সকাম কর্মে বন্ধন হয়; আর নিষ্কাম কর্মে মোক্ষলাভ হয়। কর্মকে যোগে পরিণত করে তা অনুশীলন করলে অভীষ্ট মোক্ষলাভ সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লাবণ্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, সে যেন অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারে। গাড়ি, বাড়িসহ সকলকে নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। অপরদিকে তারই বান্ধবী নীলা কাজ করলেও ধন-সম্পদের প্রতি তার কোনো লোভ-লালসা নেই। সে শুধু ঈশ্বরকে পেতে চায়। এখানে লাবণ্য সকাম কর্ম করে, যা দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। আর নীলা নিষ্কাম কর্ম করে, যা দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব।

সুতরাং বলা যায়, লাবণ্য ও নীলা উভয়ের পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ হেমন্তকাল ধান কাটায় মেতে ওঠে কৃষকেরা। ঘরে ঘরে নতুন ধানের ভাত ও নানা রকম পিঠা-পায়েসের আয়োজন করে উৎসবে মেতে ওঠে। অপরদিকে বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিনে মিষ্টি বিতরণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. রাখীবন্ধন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে হেমন্তকালের যে উৎসবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'বর্ষবরণ' বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামক পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। যা ভাইবোনদের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে। এই দিনটি রাখীপূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

গ উদ্দীপকে হেমন্তকালের নবান্ন উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহাসিক সর্বজনীন উৎসব। সব ধর্মের মানুষই এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। নবান্ন শব্দের আক্ষরিক অর্থ নতুন ভাত। অগ্রহায়ণ মাসে ওঠা নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তারই নাম নবান্ন উৎসব। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর পূজা দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হেমন্তকালে ধান কাটায় মেতে ওঠে কৃষকেরা। ঘরে ঘরে নতুন ধানের ভাত ও নানা রকম পিঠা-পায়েসের আয়োজন করে উৎসবে মেতে ওঠে। যা নবান্ন উৎসবের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নবান্ন উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ঘ 'বর্ষবরণ' বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব– উক্তিটি যথার্থ। আমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার

এক মহা উৎসব। এ দিনটি আমাদের সামনে হাজির হয় নতুনের বার্তা ও আশার আলো নিয়ে, তাই জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে এ দিনটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ ও বহু জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি শান্তির দেশ। এখানে প্রতিটি সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব। এগুলোর অধিকাংশই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আনন্দ অনুষঙ্গ বলে স্বীকৃত। কিন্তু পহেলা বৈশাখই একমাত্র উৎসব যা কোনো ধর্মের বা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা গোটা জাতির তথা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড বাঙালি জাতির উৎসব। বাংলাদেশের প্রতিটি বাঙালি বর্ষবরণের উৎসবে নিজেকে অখণ্ড সত্তারূপে ভাবে। ফলে এ উৎসবের মধ্যদিয়ে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ বিমল ও শ্যামল দুজনেই স্কুলের ছাত্র। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। বিমল নম্র ও ভদ্র। সে নিয়মিত পূজা করে, বড়দের সম্মান করে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। অপরদিকে শ্যামল দুষ্ট ও উচ্ছৃংঙ্খল স্বভাবের। সে ধর্ম কর্মে অমনোযোগী, বড়দের অসম্মান করে। শ্যামলের মা বিমলের এমন নৈতিকতার কারণ জানতে চাইলে বিমলের মা বলে নিয়মিত ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠান পালনের কারণে আমার ছেলে এমন বিনয়ী ও শান্ত।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. ধর্মানুষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।" উক্তিটি বিমল ও শ্যামলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করার জন্য যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান চর্চিত হয় তাই ধর্মাচার।

খ ঈশ্বর এবং দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় তাই ধর্মানুষ্ঠান।

আমরা যেসব অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধি অনুসরণ করে পালন করে থাকি তাকেই ধর্মানুষ্ঠান বলে। ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে দোলযাত্রা, রথযাত্রা, নামযজ্ঞসহ সকল প্রকার পূজা।

গ উদ্দীপকে বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হলো–

ধর্মাচার এবং ধর্মানুষ্ঠানের কারণেই উদ্দীপকের বিমল ও শ্যামলের আচার-ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে। ধর্মাচার এবং ধর্মানুষ্ঠান মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে গড়ে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুশীলন করতে হয়। কেননা ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে। এছাড়াও ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মাচার হচ্ছে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা আচার যার মাধ্যমে আমাদের মঙ্গল হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমল নম্র ও ভদ্র। সে নিয়মিত পূজা করে, বড়দের সম্মান করে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। এ ক্ষেত্রে বিমল নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

অন্যদিকে শ্যামল দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। সে ধর্মকর্মে অমনোযোগী, বড়দের অসম্মান করে। সে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে না। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন না করার কারণে সে দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের।

ঘ "ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।"– উক্তিটি যথার্থ।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের এ নীতি অনুসরণ করতে হলে ধর্মাচার অনুসরণ করতে হয়। আবার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মাচার তেমন ফলপ্রসূ হয় না। ধর্মাচারের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমল ও শ্যামল দুজনেই স্কুলের ছাত্র। তারা একে অপরের প্রতিবেশী। বিমল নম্র ও ভদ্র। সে নিয়মিত পূজা করে, বড়দের সম্মান করে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। অপরদিকে শ্যামল দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। সে ধর্ম কর্মে অমনোযোগী, বড়দের অসম্মান করে। এ ক্ষেত্রে বিমল নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে বলে সে নম্র, ভদ্র ও বড়দের সম্মান করে। আর শ্যামল নিয়মিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে না বলে সে দুষ্ট, অভদ্র ও বড়দের অসম্মান করে। সুতরাং বলা যায়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ বিজয় বাবু উচ্চ শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক। তিনি লক্ষ করেন তার এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে আহ্বান করেন। অপরদিকে, সুরেশ বাবু সৎসঙ্গে-র অনুসারী। তিনি মনে করেন ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ। ভালোবাসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে শান্তি স্থাপন করা যায়।

ক. বেদ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'স্মৃতিশাস্ত্র' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বিজয় বাবুর চিন্তা-চেতনা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবু অনুসারিত সংঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ– মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান।

খ বৈদিক শিক্ষার কর্ম ও জ্ঞান-এ দুই মতের সংযোগ স্থাপন করে সৃষ্টি হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

স্মৃতিশাস্ত্র থেকে জানা যায় মোক্ষলাভের জন্য কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। হিন্দুদের জীবনচর্চার আশ্রম বিভাগে জানা গেছে, প্রথম পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা ও সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরের পঁচিশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রমে ধর্ম সংযুক্ত অর্থ, কাম, সেবা আচরণীয়। পরে বানপ্রস্থ আশ্রমে মুনিবৃত্তি অবলম্বন এবং সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্মচিন্তায় নিমজ্জন। এখানে প্রথম দুই আশ্রমে কর্মযোগ এবং শেষের দুই আশ্রমে জ্ঞানযোগের পরিচয় মেলে। স্মৃতিশাস্ত্র হিন্দুসমাজ পরিচালনার বিধি-বিধানও সন্নিবেশিত রয়েছে। এভাবে হিন্দুধর্মের জাগতিক এবং পারমার্থিক চিন্তার ক্রমশ বিকাশ ঘটতে থাকে।

গ বিজয় বাবুর চিন্তাচেতনা পাঠ্যবইয়ের সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করে।

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মে তথা বাংলাদেশের হিন্দুধর্মে এক বিশেষ চিন্তাচেতনার বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজন সনাতন তথা হিন্দুধর্মের প্রচলিত পূজা-পার্বণ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা মনে করেন, যুক্তিসংগত নির্দেশ ছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধিবিধান সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে 'যুক্তিহীনবিচারেণ

ধর্মহানি : প্রজায়তে'-যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি ঘটে। এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সব উপাস্য যে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ, হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি এক ব্রহ্মের উপাসনার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এভাবে তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে সাধনার আহ্বান জানালেন। স্থাপন করলেন 'ব্রাহ্মসমাজ'।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিজয় বাবু উচ্চ শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক। তিনি লক্ষ করেন তার এলাকায় বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে হিন্দুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই তিনি হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্রহ্মকে আহ্বান করেন। যা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, বিজয় বাবুর চিন্তাচেতনা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবু অনুসারিত সংঘ খুবই গুরুত্বপূর্ণ– উক্তিটি যথার্থ।

আত্মিক উন্নয়নে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অবদান অপরিসীম। মানুষ যাতে সৎ পথে থাকে ও সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনার হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'সৎসঙ্গ' আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তার অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে দলে লোক তাকে গুরু মেনে এই সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ধর্মের সাথে কর্মের সংযোগ ঘটান। সৎসঙ্গের আদর্শ হচ্ছে– ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনসূত্র। ভালোবাসাই মহামূল্য যা দিয়ে শান্তি কেনা যায়। এই সঙ্গের পাঁচটি মূলনীতি হচ্ছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। আর এ সঙ্ঘের মূল স্তম্ভ হিসেবে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও সুবিবাহ নীতিগুলো অনুশীলিত হচ্ছে। এমনিভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করে জীবন গঠনই সৎসঙ্গীদের আদর্শ। তার ছড়া, কবিতা, প্রার্থনা, গীত, সংকীর্তন গান এগুলো বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সৎসঙ্গ চায় আদর্শ মানুষ, আদর্শ গৃহী, আদর্শ ধর্মযাজক। তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নন্দিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে সুকেশ বাবু সৎসঙ্গের অনুসারী। তিনি মনে করেন ধর্ম কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় বরং বিজ্ঞানসিদ্ধ। ভালোবাসাই একমাত্র উপায় যা দিয়ে শান্তি স্থাপন করা যায়। যা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই সৎসঙ্গের সংস্পর্শে এসে হাজার হাজার মানুষ আদর্শ জীবন গড়ে তুলেছে।

সুতরাং বলা যায়, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুকেশ বাবু অনুসারিত সৎসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ধীরেন বাবু একজন গরীব কৃষক। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা থিতিতে বিভিন্ন মহামারী থেকে যেমন ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে তার প্রতিবেশী রাঁধাকান্ত বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক দেবতার পূজা করেন।

ক. যজমান কাকে বলে? ১

খ. 'বোধন' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ধীরেন বাবু যে দেবীর পূজা করেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাঁধাকান্ত বাবু যে পূজাটি করে সে পূজার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ বোধন দুর্গাপূজার অন্যতম একটি আচার।

বোধন কথার অর্থ. ঘুম ভাঙানো বা জাগানো। দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠীর দিনে সন্ধ্যাকালে বোধনের মাধ্যমে দেবীকে জাগানো হয়। অর্থাৎ শারদীয় দুর্গোৎসবের শুরুতে বোধনের মাধ্যমে দক্ষিণায়নের নিদ্রিত দেবীর নিদ্রা ভাঙানোর জন্য বন্দনা পূজা করা হয়।

গ ধীরেন বাবু কালী দেবীর পূজা করেন। আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারীর (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ধীরেন বাবু একজন গরীব কৃষক। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে বিভিন্ন মহামারী থেকে যেমন ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। যা কালী পূজার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, ধীরেন বাবু কালী দেবীর পূজা করেন।

ঘ রাঁধাকান্ত বাবু কার্ত্তিক পূজা করেন। এ পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

১. কথায় বলে কার্ত্তিকের মতো চেহারা। অর্থাৎ কার্ত্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।
২. কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।
৩. কার্ত্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেও স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্ত্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।
৪. আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ এক ব্যক্তি টেক্সিযোগে অফিসে যাওয়ার পথে টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ একটি ব্যাগ টেক্সিতে ফেলে যায়। ড্রাইভার তা দেখতে পেয়ে ব্যাগের কাগজপত্র থেকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা বের করে তার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। অন্যদিকে কেশব পাড়ার সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে। ছোটদেরকে ভালোবাসে এবং বড়দেরকে সম্মান করে। পরিবারের সকল গুরুজনকেও সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ড্রাইভারের চরিত্রে কোন ধর্মীয় গুণটি ফুটে উঠেছে? তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কেশবের চারিত্রিক ধর্মীয় গুরুত্ব পঠিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার বিবেচনা শক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

খ 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ' শ্লোকের অর্থ– জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই অবস্থান করেন। অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। তাই সকল জীবই ব্রহ্মর বহিঃপ্রকাশ। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। তিনি যখন জীবের দেহে আত্মারূপে অবস্থান তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে।

গ ড্রাইভারের চরিত্রে সততা নামক ধর্মীয় গুণটি ফুটে উঠেছে।
সবসময় সত্য কথা বলা এবং সৎপথে চলাকেই বলে সততা। আবার অন্য কারও জিনিস অন্যায়াভাবে গ্রহণ না করাও সততা। অন্য কাউকে ঠকানো বা না জানিয়ে তার জিনিস নেওয়া থেকে বিরত থাকা হচ্ছে সততা। সততা মানুষের চরিত্রের একটি বড় নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।
উদ্দীপকের ড্রাইভার সততার পরিচয় দিয়েছে। সে অন্যের ফেলে যাওয়া টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অন্যায়ভাবে না নিয়ে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার এ কাজে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে কেশবের চরিত্রে শিষ্টাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে। সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।
শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের জন্য অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ গুণটি অর্জন করে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তি কাউকে হেয় করে না, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব এ সকল বিষয় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার কাছে সকলেই সমানরূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। পিতা-মাতা, পরিবারের লোকজন যেমন তার প্রিয় তেমনি আত্মীয় নয় এমন লোকও তার কাছে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।
উদ্দীপকে কেশব পাড়ার সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে। ছোটদেরকে ভালোবাসে এবং বড়দেরকে সম্মান করে। পরিবারের সকল গুরুজনকেও সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তাই কেশবের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৭ রাজেন ও নৃপেন নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। রাজেন পেটের পীড়ার সমস্যা কমানোর জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। অপরদিকে নৃপেন শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অন্য একটি আসন অনুশীলন করে।

ক. আসন অর্থ কী? ১
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাজেন তার পেটের পীড়ার সমস্যা কমাতে কোন আসনটি এবং কীভাবে অনুশীলন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নৃপেনের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আসন অর্থ স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকা।

খ প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া।
বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিতরের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াকে যোগে প্রত্যাহার বলে। দৃঢ় সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করা যায়। ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে চিত্তে বিষয় আসক্তি নষ্ট হয়। এমতাবস্থায় চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। সংযমপূর্বক সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধি লাভকে যোগ বলা হয়। আর যোগসাধনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলোকে বাহ্যিক বিষয়বস্তু থেকে প্রত্যাহার করতে পারে।

গ রাজেন পেটের পীড়ার সমস্যা কমাতে যে আসনটি অনুশীলন করে তা হলো হলাসন।
'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গলের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটি অনুশীলনের সময় পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।
শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শাবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিনবার অনুশীলন করতে হবে। এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় থাকে। কোষ্ঠাবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপাসহ পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। এগুলো ছাড়াও আসনটি অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ঘ নৃপেনের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসনের ইতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসাপরী। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

১. বৃক্ষাসন অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে।
৪. উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কনুই, বগল ইত্যাদি স্থানের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।
৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বৃক্ষাসন অনুশীলনে পায়ে বাতের ব্যথা থাকে না।
৯. যাদের হাত-পা কাঁপে এবং পা দুর্বল; এ আসন অনুশীলনে তাদের খুব উপকার হয়।
১০. রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার জন্য বা অন্য কোনো কারণে ধমনিতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে তা রোধ হয়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বছরের বিশেষ একটি দিনে কন্যা শিশুকে পুরোহিত দ্বারা ভক্তবৃন্দ পূজার্চনার মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। অন্যদিকে অপর্ণা রায়ের পরিবারে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি সমস্ত প্রকার রোগ-শোক থেকে পরিত্রাণের জন্য এক বিশেষ দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে বাড়িতে পূজা করেন।

ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. একং সদ্ বিপ্রা বহুদা বদন্তি– কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অপর্ণা রায়ের অনুসৃত পথ দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেব-দেবীর সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

খ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' কথাটির অর্থ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু নামে বর্ণনা করেছেন।
ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার প্রকাশ। শুধু বিপ্রগণ তাদের বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেছেন।

গ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাটি হলো কুমারী পূজা।
অষ্টমী পূজার দিন কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানত রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বছরের বিশেষ একটি দিনে কন্যা শিশুকে পুরোহিত দ্বারা ভক্তবৃন্দ পূজা অর্চনার মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। যা পাঠ্যবইয়ের কুমারী পূজার সাথে মিল রয়েছে।
তাই বলা যায়, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কুমারী পূজা করা হয়।

ঘ অপর্ণা রায়ের অনুসৃত পথ তথা শীতলা দেবীর পূজার দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হলো−
শীতলা দেবী রোগ, তাপ, শোক দূর করেন এবং তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। শীতলা পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্যে হলো রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করা। শীতলা পূজা করলে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে সকলকে শীতল করেন। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হই। উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা প্রকার রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ ও সুখী সমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য।
তাই বলা যায়, শীতলা পূজার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৯ কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবু নামে এক অত্যাচারী মানুষ ছিল। তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। কিন্তু তার ছেলে সৈকত ঈশ্বরের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি। তার বিশ্বাস ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন এবং ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা।

ক. শিষ্টাচার কী? ১
খ. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবুর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "সৈকত" যেন 'প্রহ্লাদের' যোগ্য প্রতিনিধি'− উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

খ কোনটা ভালো কাজ বা কল্যাণকর কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ, অকল্যাণকর কাজ, তা বিচার করার যে বোধ বা বিবেচনা শক্তি, তাকেই বলে নৈতিক মূল্যবোধ। আবার ভালো কাজ করা ধর্ম এবং মন্দ কাজ করা অধর্ম। অন্যকথায়, নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে, যে কাজকে ন্যায় আচরণীয় ও কল্যাণকর মনে করে, তা মেনে চললে ধর্ম হয় এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়।

গ কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবুর সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।
উপরের আলোচনায় দেখা যায়, হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, ধীরেন বাবুর মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, ধীরেন বাবুর চরিত্রটি পাঠ্যবইয়ের হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "সৈকত" যেন প্রহ্লাদের যোগ্য প্রতিনিধি− উক্তিটি যথার্থ।
মনুসংহিতায় বলা আছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মের জয় হয়। অর্ধমের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কালিকাপুর গ্রামে ধীরেন বাবু নামে এক অত্যাচারী মানুষ ছিল। তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। কিন্তু তার ছেলে সৈকত ঈশ্বরের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি। তার, বিশ্বাস ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেন এবং ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা। যা পাঠ্যবইয়ের প্রহ্লাদের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, 'সৈকত' যেন 'প্রহ্লাদের' যোগ্য প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶ ১০ অনাদি রায় তার বাবার মৃত্যুতে শোকাহত। বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং দ্রব্য সামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। অপরদিকে সোনেকার লেখাপড়া শেষ। সোনেকার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চান। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে নতুন কাপড়, স্বর্ণালংকার দ্বারা সজ্জিত করেন। নিকট আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের উপস্থিতিতে উপযুক্ত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেন। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল সোনেকার জীবনের বিশেষ দিন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. পণপ্রথা অধর্ম− ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনাদি রায়ের পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সোনেকার জীবনে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহের পাঠ শেষে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে সমাবর্তন বলে।

খ কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

গ অনাদি রায়ের বাবার মৃত্যুর পর আদ্যশ্রাদ্ধ পালন করেন।
শ্রাদ্ধের শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করতে হয়। তারপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করতে হয়। পরে পিড়দান করে আদ্য একোদ্দিস্ট শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হয়। নারীরাও অশৌচ এবং চতুর্থী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, অনাদি রায় তার বাবার মৃত্যুতে শোকাহত। বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। যা পাঠ্যবইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, অনাদি রায়ের পিতার মৃত্যুর পর ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

ঘ উদ্দীপকে সোনেকার জীবনের বিশেষ দিনের তথা বিবাহের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।
হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।
এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

প্রশ্ন ▸ ১১ দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র সজল কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। খবর নিয়ে জানা যায় যে, সে অসৎ সঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে অর্থ যোগাড় করার জন্য সে চুরি এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এজন্য, তার বাবা-মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে সজলকে মাদক দ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন।

ক. ধর্মপথ কী? ১
খ. মাদক গ্রহণ কেন অধর্ম? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সজলের এ অবস্থার প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়গুলো পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩
ঘ. "অসৎ সঙ্গের প্রভাবে মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মপথ হচ্ছে ন্যায়ের পথ, সত্যের পথ এবং অহিংসার পথ।

খ মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিসাধন করে– এসব কারণে মাদক গ্রহণ অধর্ম।
মাদকদ্রব্য গ্রহণে শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে মানুষ নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে অনেকে অসৎ উপায় অবলম্বন করে। মাদক গ্রহণকারীরা পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। এসব অন্যায়ের কারণে মাদক গ্রহণ অধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সজলের মাদকাসক্তি প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।
মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য সজলের পরিবারের সকল সদস্যকে বোঝাতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। তাই কোনোভাবেই দেহকে অপবিত্র করা যাবে না। হিন্দু ধর্মানুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপসমূহের অন্যতম। এ সব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করে মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।
সজলকে শুধু শাসন নয়, সচেতনও করতে হবে। তাকে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে জীবন পবিত্র হয়। তাই বলা যায়, এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সজলের মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সম্ভব।

ঘ 'অসৎ সন্দেহ প্রভাবে মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে'– উক্তিটি যথার্থ।
আমরা জানি, মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকদ্রব্য মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দেখে অনেকেই এর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কেননা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গী-সাথিদের অত্যধিক প্রভাব রয়েছে।
মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমান সমাজের অনেক তরুণ অসৎ সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ঘৃণ্য বিষয়টির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত মানুষের জীবনে সঙ্গীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। একটি প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' এ কারণে কেউ যদি বন্ধু হিসেবে খারাপ চরিত্রের কাউকে বেছে নেয় তবে আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রকট আকার ধারণ করে। কেউ মাদকাসক্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করলে তারও মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা বেড়ে যায়। অনেক সময় মাদকাসক্ত সঙ্গীকে দেখে কৌতূহলবশত তার বন্ধুরা মাদক গ্রহণ করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত আসক্তিতে পরিণত হয়। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে অসৎ সঙ্গীদের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর ফলে একজন অন্যজনকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যার দৃষ্টান্ত আমরা সজলের জীবনে দেখতে পাই।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. দীপাবলী উৎসব কী নামে পরিচিত?
ক নীলপূজা খ দেওয়ালি গ সর্বমঙ্গলা ঘ ঠাকুরানি

২. 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'– এ কথা বলা হয়েছে কোন গ্রন্থে?
ক গীতায় খ রামায়ণে
গ পুরাণে ঘ শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃতে

৩. মাদকাসক্তির কারণে শিথিল হয়ে পড়ে –
i. পারিবারিক বন্ধন ii. সামাজিক বন্ধন
iii. বৈবাহিক বন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. রেণুকা নদী বর্তমানে কী নামে পরিচিত?
ক গঙ্গা খ যাদুকাটা গ পুনর্ভবা ঘ গোমতী

৫. সাধারণত মৃতদেহের মুখাগ্নি করেন কে?
ক স্ত্রী খ জ্যেষ্ঠপুত্র গ বাবা ঘ ছোটপুত্র

৬. নৈতিক মূল্যবোধ কীসের মানদন্ড?
ক ধর্মের খ বিচারের গ ধার্মিকের ঘ অধার্মিকের

৭. সনাতন ধর্মকে নবীন বলা হয়েছে কেন?
ক যুগ বদলেছে বলে খ যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে বলে
গ যুগের সাথে মেলেনি বলে ঘ নতুন সৃষ্টি বলে

৮. সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী কে?
ক লক্ষ্মী খ সরস্বতী গ দুর্গা ঘ শীতলা

৯. "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ক শ্রী শ্রী চণ্ডী খ শ্রী শ্রী গীতা গ রামায়ণ ঘ পুরাণ

১০. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'– এর অর্থ হলো আমরা ধর্ম পালন করি –
i. চিরমুক্তির জন্য
ii. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য
iii. জ্ঞান অর্জনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সদ্য বিবাহিত আশীষ তার শাশুড়ির নিমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠ মাসের এক বিশেষ তিথিতে শ্বশুরালয়ে বেড়াতে যায়। অন্যদিকে তার শাশুড়ি এ উপলক্ষ্যে সেখানে বিশেষ অনুষ্ঠান ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে।

১১. আশীসের শ্বশুরালয়ে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়?
ক জামাইষষ্ঠী খ রাখীবন্ধন
গ গৃহপ্রবেশ ঘ ভাইফোঁটা

১২. উক্ত অনুষ্ঠানে তার শাশুড়ির করণীয় –
ক হাতে পবিত্র সুতো বেঁধে দেওয়া
খ নতুন বস্ত্র প্রদান করা
গ নারায়ণ দেবতার পূজা করা
ঘ নতুন ধানের চাল দিয়ে পিঠা তৈরি করা

১৩. 'অস্তেয়' শব্দটির দ্বারা কী বোঝায়?
ক গ্রহণ না করা খ চুরি না করা
গ বেদ অধ্যয়ন না করা ঘ পূজাপার্বণ না করা

১৪. ধর্মানুষ্ঠান করতে গেলে যা প্রয়োজন –
ক নিত্যাচার খ সদাচার গ শিষ্টাচার ঘ ধর্মাচার

১৫. 'নবপত্রিকা' বলতে কী বোঝায়?
ক নয় ধরনের গাছ ও লতার সমাহার
খ নয় ধরনের মূল ও পাতার সমাহার
গ নয় ধরনের কাগজের সমাহার
ঘ নতুন নতুন পোশাক-পরিচ্ছদের সমাহার

১৬. ব্রাহ্মসমাজ কে স্থাপন করেন?
ক রাজা রামমোহন রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ বিবেকানন্দ ঘ শঙ্করাচার্য

১৭. "মোক্ষলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নাই" কে বলেছেন?
ক শ্রীচৈতন্য খ নিত্যানন্দ গ শ্রীকৃষ্ণ ঘ বলরাম

১৮. অর্ধকূর্মাসন করলে মস্তিস্কের কী ধরনের উপকার হয়?
ক গরম হয় খ অস্থির হয় গ চঞ্চল হয় ঘ শান্ত হয়

১৯. শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান কোথায়?
ক গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি খ সুনামগঞ্জের তাহিরপুর
গ নারায়ণগঞ্জের লাফালবন্দ ঘ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড

২০. একজন সংযমী সাধক অনুশীলন করবেন –
i. অহিংসা ii. ব্রহ্মচর্য iii. সন্ন্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. বৈষ্ণবীয় উৎসব কোনটি?
ক বর্ষবরণ খ হাতেখড়ি গ দোলযাত্রা ঘ দীপাবলি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে শত শত ভক্ত চাকাযুক্ত একটি যান টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আনন্দ উৎসব করছেন। অন্যদিকে এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দিরে কয়েক প্রহরব্যাপী নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। যা মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে।

২২. ভক্তগণ কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন?
ক নবান্ন খ দোলযাত্রা গ বর্ষবরণ ঘ রথযাত্রা

২৩. মন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানের সামাজিক তাৎপর্য –
i. জাতিভেদ ও বর্ণভেদ দূরীভূত হয় ii. ভক্তগণ অন্তরে আনন্দ অনুভব করে
iii. মনের প্রসারতা বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. আধ্যাত্মিক কামধেণু কী?
ক মন খ আসন গ যোগ ঘ ব্রহ্মচার্য

২৫. কোন তিথিতে সন্ধিপূজা করা হয়?
ক ষষ্ঠী-সপ্তমী খ সপ্তমী-অষ্টমী গ অষ্টমী-নবমী ঘ নবমী-দশমী

২৬. বিবাহের মূলপর্ব কোনটি?
ক মালাবদল খ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ গ গাত্রহরিদ্রা ঘ সম্প্রদান

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিপন নিয়মিত দীর্ঘসময় শ্বাসবন্ধ রাখে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে কিন্তু রিপন নিয়মিত একটি আসন অনুশীলন করার মাধ্যমে সে আগের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্থবোধ করে।

২৭. শিপন যোগ সাধনার কোন ধাপটি অনুশীলন করে?
ক প্রত্যাহার খ প্রাণায়াম গ ধারণা ঘ ধ্যান

২৮. রিপনের কাজের মাধ্যমে –
i. শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়
ii. সকল রোগ-ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়
iii. নিজেকে সাধনার উপযোগী হিসেবে পড়ে তোলা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. মানুষ কখন বিপথগামী হয়?
ক অর্থের লোভে খ পাপ কাজ করে
গ সঙ্গদোষে ঘ স্বার্থের কারণে

৩০. বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় কেন?
ক অমঙ্গলকে দূর করার জন্য খ ভগবানকে ভক্তের কাছে আনার জন্য
গ দুঃখযন্ত্রণা দূর করার জন্য ঘ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন করার জন্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুবল ঘোষ তার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করার জন্য এক সাধুর শরণাপন্ন হন। সাধু তখন তাকে বলেন, "জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা।" মুক্তিলাভের জন্য যোগসাধনার ৮টি স্তর অনুশীলন করতে পারো। যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। সুবলঘোষ মন দিয়ে সাধুর বাক্য শ্রবণ করে এবং তা পালন করার চেষ্টা করেন।

ক. 'যোগ' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. আসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে কোনো দুটি স্তরের বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি"– উদ্দীপকে সাধুর উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২। রামবাবুর বাবা মারা গেলে সে হিন্দু ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে তার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। এমতাবস্থায়, তাদের পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

ক. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. মৃতদেহের সৎকার করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রামবাবুর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রামবাবুর অশৌচ পালনের তাৎপর্য" – বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। রমা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তার একমাত্র ভাইয়ের হাতে পবিত্রসূতা বেঁধে দেয়। এই সুতা ভাইবোনের আজীবন ভালবাসার প্রতীক বহন করে। অন্যদিকে রীনা তার ভাইকে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। তারা উভয়ই মনে করে "আত্মিক বন্ধনই মানুষকে সুখ ও নিরাপত্তা দিতে পারে।"

ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? ১

খ. "ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়" কেন? ২

গ. রমার সুতা বাঁধা ও রীনার চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার মধ্যে কোন ধর্মাচারের মিল আছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "আত্মিক বন্ধনই মানুষকে সুখ নিরাপত্তা দিতে পারে।" – রমা ও রীনার উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪। গনেশ সাহার একমাত্র মেয়ে জয়া সাহা। তার বিয়ের বয়স হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি সৎ ও বিদ্বান ছেলের খোঁজ করছেন। এমতাবস্থায় একই গ্রামের উৎপল সাহা নামে এক ডাক্তার ছেলের সাথে জয়ার বিয়ের দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে যায়। উক্ত বিয়েতে উৎপল কোনো পণ গ্রহণ করে নাই। তিনি মনে করেন পণ প্রথা অধর্ম। এজন্য তিনি এলাকায় প্রশংসিত হন। বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে জয়া সাহা ও উৎপল সাহা সাতপাকে বাঁধা পড়েন।

ক. পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন কততম মাসে করতে হয়? ১

খ. দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উৎপল ও জয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "পণ প্রথা অধর্ম উৎপল সাহার ধারণাটি যথার্থ" উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৫। কৌশিক তার বাবার সাথে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গ্রামের বাড়িতে এসে পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গাপূজা দর্শন করল। কৌশিক পূজা মন্ডপে প্রত্যেকদিন ধ্যান, পূজা, আরতী, ভোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করল। দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে পূজার সমাপ্তি ঘটল।

ক. বেদের উপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে? ১

খ. দেবী কালীর আর এক নাম চামুন্ডী বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। তন্ময় ইদানিং অস্থির ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। সে বাড়ির আসবাবপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভেঙে ফেলে। আবার কখনও কখনও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি মারোদ্যত হয়। তন্ময়ের এ রকম আচরণে তার পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা দ্রুত তন্ময়কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে তন্ময় মাদকাসক্ত। তখন ডাক্তার তন্ময়ের চিকিৎসা দেন এবং তার পরিবারকে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক. "শব্দকোষ" গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১

খ. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' – উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে ডাক্তার কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন তন্ময় মাদকাসক্ত? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তন্ময়কে মাদকাসক্তির জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সজীবের বয়স এখন চার বছর। সে বড় হয়ে তার দাদুকে দেখেনি। তাই একদিন সজীব বাবার কাছে দাদু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তার বাবা বললেন যে, তোমার দাদু এখন আশ্রম জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে জীবন ধারণ করছেন।

ক. "একেশ্বরবাদ" কাকে বলে? ১

খ. "ভক্তিতেই মুক্তি" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সজীবের দাদু কোন আশ্রম ধর্ম অতিবাহিত করছে– তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সজীবের দাদুর সন্ন্যাস গ্রহণ যুক্তিযুক্ত? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৮। অমল ও কমল দুই ভাই। কমল প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকে। এতে তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে অমলের শরীর স্বাস্থ্য খুবই ভালো। সে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে, যে আসনটি অনুশীলন করে সে আসনে, দেহ বৃক্ষের মত দেখায়। এই আসনটি করার ফলে অমলের শরীর সর্বদা সুস্থ থাকে।

ক. "যম" অর্থ কী? ১

খ. "ধ্যান" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অমলের অনুশীলনকৃত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত আসনটি অনুশীলন করলে কমল কী উপকার পাবে বলে তুমি মনে কর? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। একদিন রীমা তার মায়ের সাথে মন্দিরে যায়। সেখানে সে দেখতে পায় ১০-১২ জন লোক বিভিন্ন সুরে, ছন্দের তালে তালে কৃষ্ণনাম ও রামনাম করছে। অনেক দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তরা এই নামকীর্তন শ্রবণের জন্য একত্রিত হয়েছে। সে তখন বুঝতে পারে ধর্মাচারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

ক. 'নবান্ন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রথযাত্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রীমার দেখা ধর্মানুষ্ঠানটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের অনুষ্ঠানের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ধর্মাচারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়– উদ্দীপকের উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১০। মলয় হাঁপানি রোগে ভুগছে। হঠাৎ ক্লাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে, শ্রেণিশিক্ষক তাকে একটি আসন অনুশীলন করার পরামর্শ দেন। হাঁটু গেড়ে বসে, প্রণাম করার ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে এই আসন করতে হয়। মলয় নিয়মিত এই আসন চর্চা করে এখন সুস্থ আছে।

ক. ঈশ্বর প্রণিধান কী? ১

খ. প্রাণায়াম কেন অনুশীলন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত আসনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মলয় যে আসনটি অনুশীলন করে তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। তাপস ঘোষ একজন বিত্তবান ও অত্যাচারী ব্যক্তি। তার কাছে ঈশ্বর বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তার ছেলে গৌতম ছিল হরিভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই বোঝে না। তার বাবা তাকে অনেকবার মারার চেষ্টা করলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ছিল, "ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী"

ক. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরে স্থান কার? ১

খ. ধার্মিকের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. গৌতমের বিশ্বাস "ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী"– উক্তিটির যতার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	N	৩	N	৪	L	৫	L	৬	L	৭	L	৮	K	৯	L	১০	K	১১	K	১২	L	১৩	L	১৪	N	১৫	K
	১৬	K	১৭	M	১৮	N	১৯	L	২০	K	২১	M	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সুবল ঘোষ তার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করার জন্য এক সাধুর শরণাপন্ন হন। সাধু তখন তাকে বলেন, "জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগসাধনা।" মুক্তিলাভের জন্য যোগসাধনার ৮টি স্তর অনুশীলন করতে পারো। যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। সুবলঘোষ মন দিয়ে সাধুর বাক্য শ্রবণ করে এবং তা পালন করার চেষ্টা করেন।

ক. 'যোগ' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. আসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে কোনো দুটি স্তরের বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি"– উদ্দীপকে সাধুর উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একের সঙ্গে অপরের সংযোগকে সংক্ষেপে যোগ বলা হয়।

খ দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন– পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত যোগসাধনার ৮টি স্তরের মধ্যে যেকোনো দুটি স্তর বর্ণনা করা হলো–

যম : 'যম' শব্দটি মূলত সংযম অর্থ প্রকাশক। মুক্তিলাভের জন্য সাধক দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে সংযমী হবেন। তাকে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ– এ পাঁচটি বিষয়ের অনুশীলন করতে হবে।

আসন : দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থানকে বলে আসন। যোগ সাধনায় আসন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসন রয়েছে অনেক প্রকারের, যেমন– পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন ইত্যাদি।

ঘ 'যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি'– উদ্দীপকে সাধুর উক্তিটি যথার্থ।

যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি। ধারণা মনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর সুযোগ করে দেয়, আর ধ্যানে সে সুযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। সমাধিতে এসে যোগীর ধ্যানলব্ধ চিত্তে স্থিরতা আরো গভীর হয়। সমাধিতে যোগীর চিত্ত আরাধ্য বস্তুতে সম্পূর্ণভাবে নীল হয়ে যায়। সে সময় যোগীর চিত্তটি স্থির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উন্নীত হয়। তখন ধ্যান-কর্তা, ধ্যানের বিষয় এবং ধ্যান প্রক্রিয়া এই তিনটি মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে যায়। এই একাকার অবস্থায় ধ্যানীর নিজস্ব কোনো অনুভূতি থাকে না; আরাধ্য বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এটাই সমাধির চরম অবস্থা।

সুতরাং বলা যায়, 'যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি'।

প্রশ্ন ▶ ০২ রামবাবুর বাবা মারা গেলে সে হিন্দু ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে তার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। এমতাবস্থায়, তাদের পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

ক. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. মৃতদেহের সৎকার করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রামবাবুর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রামবাবুর অশৌচ পালনের তাৎপর্য" – বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

খ দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেলে মৃতদেহ ক্রমে পচে যায় বলে মৃতদেহের সৎকার করার প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে মৃতদেহকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয় এবং মৃতব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে রামবাবুর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মীয় শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল।

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। অর্থাৎ শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাই হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এ সময় কতগুলো বিধিবিধান পালন করে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুতে মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড়, মালা, চন্দন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপর শরীরের সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন ও পিণ্ডদান করা হয়। সর্বশেষে আম বা চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহকে শয়ন করানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করে মৃতদেহের চারপাশে জ্যেষ্ঠপুত্র সাত অথবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মস্তকে অগ্নি প্রদান করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রামবাবুর বাবা মারা গেলে সে হিন্দু ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসারে তার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাই বলা যায়, রামবাবুর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মীয় শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল।

ঘ রামবাবুর অশৌচ পালনের তাৎপর্য অপরিসীম।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে।

এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ রমা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তার একমাত্র ভাইয়ের হাতে পবিত্র সূতা বেঁধে দেয়। এই সুতা ভাইবোনের আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে। অন্যদিকে রীনা তার ভাইকে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। তারা উভয়ই মনে করে "আত্মিক বন্ধনই মানুষকে সুখ ও নিরাপত্তা দিতে পারে।"

ক. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়? ১

খ. "ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়" কেন? ২

গ. রমার সুতা বাঁধা ও রীনার চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার মধ্যে কোন ধর্মাচারের মিল আছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "আত্মিক বন্ধনই মানুষকে সুখ নিরাপত্তা দিতে পারে।" – রমা ও রীনার উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ "ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক খুবই নিবিড়"। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-সমস্ত মাঙ্গালিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার। অপরদিকে ঈশ্বর, দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি, প্রশংসা করে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তা-ই ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচার ও পূজা-পার্বণ পরস্পর সম্পর্কিত। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত। আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয়। পূজা এক প্রকার ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু পূজার সজ্গে মিশে আছে নানারকম ধর্মাচার। ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচারও পালন করতে হয়।

গ রমার সুতা বাঁধা 'রাখীবন্ধন' ও রীনার চন্দনের ফোঁটা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারের সাথে মিল রয়েছে।

হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। রাখীবন্ধনের দিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে রাখীবন্ধন। অপরদিকে, ভাইকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার কামনায় বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে। এ অনুষ্ঠানের নাম ভাইফোঁটা। দেখা যায়, রাখীবন্ধন ও ভাইফোঁটা উভয় লোকাচারের মধ্যেই ভাই-বোনের মাঙ্গালিক ক্রিয়া নিহিত রয়েছে। এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। যা উদ্দীপকে বর্ণিত রমা ও রীনার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, রমার সুতা বাঁধা রাখীবন্ধন এবং রীনার চন্দনের ফোঁটা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ "আত্মিক বন্ধনই মানুষকে সুখ ও নিরাপত্তা দিতে পারে।"– রমা ও রীনার উক্তিটি যথার্থ।

ভাইফোঁটা এমন একটি মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে বোনেরা ভাইদের মজ্গল কামনা করে। ভাইকে যাতে কোনো প্রকার বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে এ জন্য বোনেরা এ দিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। এটা মূলত ভাইদের মজ্গল কামনার একটি অনুষ্ঠান। বর্তমান সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনগুলো ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাপক। এর ফলে ভাই-বোনের বন্ধন দৃঢ় হয়। পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবেশের উন্নতি ঘটে।

আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান শুধু পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধর্মাচারটি পালনের মাধ্যমে ভাই ও বোনদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে। পারিবারিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া এটি ধর্মীয় দিক থেকে একটি মাঙ্গালিক কর্ম। যে ব্যক্তি অন্যের মজ্গল কামনা করেন, ঈশ্বর তার মজ্গল করেন।

তাই বলা যায়, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ধর্মাচারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ গনেশ সাহার একমাত্র মেয়ে জয়া সাহা। তার বিয়ের বয়স হয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি সৎ ও বিদ্বান ছেলের খোঁজ করছেন। এমতাবস্থায় একই গ্রামের উৎপল সাহা নামে এক ডাক্তার ছেলের সাথে জয়ার বিয়ের দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে যায়। উক্ত বিয়েতে উৎপল কোনো পণ গ্রহণ করে নাই। তিনি মনে করেন পণ প্রথা অধর্ম। এজন্য তিনি এলাকায় প্রশংসিত হন। বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে জয়া সাহা ও উৎপল সাহা সাতপাকে বাঁধা পড়েন।

ক. পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন কততম মাসে করতে হয়? ১

খ. দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উৎপল ও জয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "পণ প্রথা অধর্ম উৎপল সাহার ধারণাটি যথার্থ" উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুত্রসন্তানের ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন করা হয়।

খ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে-দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা স্বামী সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং স্ত্রী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার।

গ উদ্দীপকের উৎপল ও জয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা করা হলো–

হিন্দু বিবাহের কিছু বিধিবিধান শাস্ত্রীয়, কিছু অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচার। হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে সাক্ষী রেখে মজ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় যজ্ঞ এবং কতগুলো লোকাচারের মাধ্যমে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন– আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন, সপ্তপদীগমন, বাসি বিয়ে, অষ্টমজ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অঞ্চলভেদে লোকাচার।

ঘ "পণ প্রথা অধর্ম উৎপল সাহার ধারণাটি যথার্থ" উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

নারীরা আমাদেরই মা। আমাদেরই বোন। মা-বোনদের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা নিজেদেরই নিজেকে অমর্যাদা করার শামিল হবে। মানুষ হিসেবে নারীকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমরা নিজেরাই কলঙ্কিত হব। তাই আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ প্রথার মূলোৎপাটন করতে হবে। তাহলেই আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ কৌশিক তার বাবার সাথে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গ্রামের বাড়িতে এসে পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গাপূজা দর্শন করল। কৌশিক পূজা মন্ডপে প্রত্যেক দিন ধ্যান, পূজা, আরতী, ভোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করল। দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে পূজার সমাপ্তি ঘটল।

ক. বেদের উপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে? ১
খ. দেবী কালীর আর এক নাম চামুন্ডী বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের ওপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে।

খ ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন তার দুইটি রূপের উদয় হয়। একটি অম্বিকা অন্যটি কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চন্ড ও মুন্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুন্ডা।

গ উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

দুর্গাপূজা বছরে দু'বার হয়– আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয় দুর্গাপূজা ও চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী পূজা করা হয়ে থাকে। আশ্বিনের ৬ষ্ঠী তিথিতে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। সপ্তমী পূজায় মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পরদিন মহা অষ্টমী পূজা। এই দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই দিনে বিধিসম্মতভাবে অষ্টমীবিহিত পূজা করে দেবী দুর্গার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। পরদিন নবমী পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বেলে সন্ধিপূজা হয়। এর পরদিন বিজয়া দশমী। দশমী তিথিতে দশমীবিহিত দুর্গাপূজা করা হয় এবং বিসর্জনের মাধ্যমে পূজা সমাপ্ত হয়।

ঘ উদ্দীপকে কৌশিকের দেখা দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রধান আচারের মধ্যে আছে–

১. দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো।
২. সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৩. পরস্পর আলিঙ্গন করা এবং মিষ্টিমুখের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধকরণ।
৪. আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন।
৫. বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান-দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা।
৬. আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান প্রভৃতি।
৭. বিসর্জনের দিন বা পরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ তন্ময় ইদানিং অস্থির ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। সে বাড়ির আসবাবপত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভেঙে ফেলে। আবার কখনও কখনও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি মারোদ্যত হয়। তন্ময়ের এ রকম আচরণে তার পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা দ্রুত তন্ময়কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে তন্ময় মাদকাসক্ত। তখন ডাক্তার তন্ময়ের চিকিৎসা দেন এবং তার পরিবারকে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক. "শব্দকোষ" গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১
খ. 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' – উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে ডাক্তার কীভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন তন্ময় মাদকাসক্ত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তন্ময়কে মাদকাসক্তির জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক "শব্দকোষ" গ্রন্থটির রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

গ উদ্দীপকে ডাক্তার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিলেন তন্ময় মাদকাসক্ত।

আমরা জানি, মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক এবং অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয়। তিনি আর প্রকৃতিস্থ থাকেন না, সুস্থ থাকেন না। আর অসুস্থ দেহ ও মনে তিনি যে আচরণ করেন, তাতে অনৈতিকতা প্রকাশ পায়।

ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন, কোডিন (ফেনসিডিল) ইত্যাদি মাদক। এগুলো গ্রহণ করা একবার শুরু হলে তা নেশায় পরিণত হয় আর সহজে ছাড়া যায় না। মাদকাসক্ত মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন। তার আচরণ কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তন্ময় ইদানিং অস্থির ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। সে বাড়ির আসবাবপত্র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভেঙে ফেলে। আবার কখনও কখনও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি মারোদ্যত হয়। তন্ময়ের এ রকম আচরণে তার পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে তন্ময় মাদকাসক্ত।

ঘ উদ্দীপকের তন্ময়কে মাদকাসক্তির জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

একমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় বিধিবিধানই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে। কেননা পারিবারিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানদের কেবল শাসন নয় ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারকে এমন শিক্ষা পোষণ করতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য ধূমপান ও মাদক গ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে রাখতে পারে। কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এই দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।

প্রশ্ন ▸ ০৭ সজীবের বয়স এখন চার বছর। সে বড় হয়ে তার দাদুকে দেখেনি। তাই একদিন সজীব বাবার কাছে দাদু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তার বাবা বললেন যে, তোমার দাদু এখন আশ্রম জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে জীবন ধারণ করছেন।

ক. "একেশ্বরবাদ" কাকে বলে? ১

খ. "ভক্তিতেই মুক্তি" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সজীবের দাদু কোন আশ্রম ধর্ম অতিবাহিত করছে– তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সজীবের দাদুর সন্ন্যাস গ্রহণ যুক্তিযুক্ত? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়– এই বিশ্বাসই একেশ্বরবাদ।

খ ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা ভক্তিযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি।

গ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সজীবের দাদু সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম অতিবাহিত করছে।

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধুমাত্র দুপুরবেলায় আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ'।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সীজবের বয়স এখন চার বছর। সে বড় হয়ে তার দাদুকে দেখেনি। তাই একদিন সজীব বাবার কাছে দাদু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তার বাবা বললেন যে, তোমার দাদু এখন আশ্রম জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে জীবনধারণ করছেন। যা সন্ন্যাস আশ্রমের বৈশিস্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সজীবের দাদু সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম অতিবাহিত করছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, সজীবের দাদুর সন্ন্যাস গ্রহণ যুক্তিযুক্ত।

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনে ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০৮ অমল ও কমল দুই ভাই। কমল প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকে। এতে তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে অমলের শরীর স্বাস্থ্য খুবই ভালো। সে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে, যে আসনটি অনুশীলন করে সে আসনে, দেহ বৃক্ষের মত দেখায়। এই আসনটি করার ফলে অমলের শরীর সর্বদা সুস্থ থাকে।

ক. "যম" অর্থ কী? ১

খ. "ধ্যান" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অমলের অনুশীলনকৃত আসনের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত আসনটি অনুশীলন করলে কমল কী উপকার পাবে বলে তুমি মনে কর? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যম' অর্থ সংযম।

খ ধারণা ও ধ্যানের সম্পর্ক পারস্পরিক গভীর। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য মনকে কোনো বিষয়ের ওপর স্থির রেখে উক্ত বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে।

গ অমলের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন।
যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :
বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম ঊরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা ঊরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে।

ঘ উক্ত আসনটি তথা বৃক্ষাসনটি অনুশীলন করলে কমলের শরীর ও মন ভালো থাকবে।
বৃক্ষাসন অনুশীলনকালে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে বৃক্ষাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলন করার ফলে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে। পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে। উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কোমর ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ও গ্রন্থি সবল ও নমনীয় হয়। পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনো দিন বাত হতে পারে না। যাদের হাত-পা কাঁপে, বিশেষ করে পা দুর্বল তাদের জন্য বৃক্ষাসন অনুশীলন খুবই সহায়ক। অনেকের রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে পায়ের ধমনিতে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে। নিয়মিত বৃক্ষাসন অনুশীলনে তা রোধ করা যায়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ০৯ একদিন রীমা তার মায়ের সাথে মন্দিরে যায়। সেখানে সে দেখতে পায় ১০-১২ জন লোক বিভিন্ন সুরে, ছন্দের তালে তালে কৃষ্ণনাম ও রামনাম করছে। অনেক দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তরা এই নামকীর্তন শ্রবণের জন্য একত্রিত হয়েছে। সে তখন বুঝতে পারে ধর্মাচারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

ক. 'নবান্ন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. রথযাত্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রীমার দেখা ধর্মানুষ্ঠানটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের অনুষ্ঠানের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ধর্মাচারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়– উদ্দীপকের উক্তিটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'নবান্ন' শব্দের অর্থ নতুন ভাত।

খ রথযাত্রা ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্যকে কমিয়ে সাম্যের শিক্ষা দেয় এবং রথের সময় ভক্তের কাছে নেমে আসেন স্বয়ং ভগবান। রথমেলাও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

গ উদ্দীপকে রীমার দেখা ধর্মানুষ্ঠানের সাথে পাঠ্যপুস্তকের নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য রয়েছে।
নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, একদিন রীমা তার মায়ের সাথে মন্দিরে যায়। সেখানে সে দেখতে পায় ১০-১২ জন লোক বিভিন্ন সুরে, ছন্দের তালে কৃষ্ণনাম ও রামনাম করছে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এ নামকীর্তন শ্রবণের জন্য একত্রিত হয়েছে। যা পাঠ্যপুস্তকের নামযজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ 'ধর্মাচারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।" উক্তিটি যথার্থ।
যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবারসহ সমাজের নানা শ্রেণি পেশার লোক অংশগ্রহণ করে। এতে নিজেদের মধ্যকার নানা দ্বন্দ্ব পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে মিটে যায়। এছাড়া এ সকল অনুষ্ঠানে সকলে ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায়। এতে সামাজিক বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।
ধর্মীয় এ সকল আনুষ্ঠানিকতা মানুষকে ভদ্র-নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এছাড়া ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মজবুত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ মলয় হাঁপানি রোগে ভুগছে। হঠাৎ ক্লাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে, শ্রেণিশিক্ষক তাকে একটি আসন অনুশীলন করার পরামর্শ দেন। হাঁটু গেড়ে বসে, প্রণাম করার ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে এই আসন করতে হয়। মলয় নিয়মিত এই আসন চর্চা করে এখন সুস্থ আছে।

ক. ঈশ্বর প্রণিধান কী? ১
খ. প্রাণায়াম কেন অনুশীলন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত আসনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মলয় যে আসনটি অনুশীলন করে তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রণিধান অর্থ অর্পণ। সমস্ত কর্ম ও ইচ্ছা ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

খ প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাস বিস্তারিত অর্থাৎ দীর্ঘতর করা হয়। কারণ, যোগীর আয়ু দিনগণনায় স্থির হয় না, স্থির হয় শ্বাস গণনায়। কতবার তিনি শ্বাস গ্রহণ করলেন তা দিয়েই তাঁর আয়ু পরিমাপ করা হয়। যত বেশি তিনি শ্বাস গ্রহণ করবেন তত বেশি তাঁর আয়ুক্ষয় হবে। সেই

কারণে তিনি ধীরে ধীরে গভীরভাবে ও ছন্দোবদ্ধভাবে শ্বাস গ্রহণ করেন। এইরকম ছন্দোবদ্ধভাবে শ্বাস গ্রহণ করলে শ্বসনতন্ত্র বলিষ্ঠ হয়, স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে এবং কামনাবাসনা হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আসনটি হলো অর্ধকূর্মাসন।
কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।
হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

ঘ মলয় অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলন করে। এ আসনটির প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।
অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।
উপরে উল্লিখিত উপকারিতাগুলো ছাড়াও অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত এ আসন অনুশীলন করব।

প্রশ্ন ▶ ১১ তাপস ঘোষ একজন বিত্তবান ও অত্যাচারী ব্যক্তি। তার কাছে ঈশ্বর বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তার ছেলে গৌতম ছিল হরিভক্ত। সে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই বোঝে না। তার বাবা তাকে অনেকবার মারার চেষ্টা করলেও সে বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস ছিল, "ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী"

ক. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরে স্থান কার? ১
খ. ধার্মিকের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. গৌতমের বিশ্বাস "ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী"– উক্তিটির যতার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান।

খ ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ অনুসারে ধর্মের পথে চলেন। ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ যার মধ্যে প্রকাশ পায় তিনিই ধার্মিক। তিনি বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের আহ্বানকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধৈর্য হারান না। তিনি মানুষকে ক্ষমা করেন। তিনি দম্ভ দ্বারা পরিচালিত হন না।

গ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে তাপস ঘোষ চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।
উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাপস ঘোষের মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, তাপস ঘোষ চরিত্রটি পাঠ্যবইয়ের হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ গৌতমের বিশ্বাস "ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী"– উক্তিটি যথার্থ।
মনুসংহিতায় বলা আছে, ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মই ধর্মনষ্টকারীকে বিনাশ করে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মের জয় হয়। অর্ধমের ঘটে পরাজয়। ধার্মিক সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু পরিণামে ধর্মের জয় হয়। ধার্মিক শান্তি পান।
উদ্দীপকে গৌতম ধার্মিক এবং ঈশ্বরভক্ত হওয়ার কারণে পিতার রোষানলে পড়েন। পিতা তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার কৃপায় গৌতম প্রাণে বেঁচে যায়। ঠিক একইভাবে পিতৃরোষ থেকে রক্ষা পায় গল্পের প্রহ্লাদ। প্রতিবার তাকে ভগবান শ্রীহরি রক্ষা করেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ধার্মিক ব্যক্তিকে ঈশ্বর সর্বদা রক্ষা করেন। তাই বলা যায়, ধর্মের জয় অবশ্যসম্ভাবী।

বরিশাল বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **বিষ্ণু বেদ উদ্ধার করেন কোন রূপে?**
ক মৎস্য খ কূর্ম গ বরাহ ঘ নৃসিংহ

২. **কত বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য শুরু করতে হয়?**
ক তিন খ চার গ পাঁচ ঘ ছয়

৩. **পণাতীর্থ কোথায় অবস্থিত?**
ক সীতাকুণ্ড খ লাঙ্গলবন্দ গ হিমাইতপুর ঘ তাহিরপুর

৪. **'বৈসাবি' পালন করা হয় কখন?**
ক ফাল্গুন মাসের শেষ দিন খ চৈত্র মাসের শেষ দিন
গ বৈশাখ মাসের শেষ দিন ঘ জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ দিন

৫. **'মেড়া' পুড়ানো হয় কেন?**
ক অন্ধকার দূর করার জন্য খ মঙ্গল শক্তিকে আহ্বান করার জন্য
গ মনের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য ঘ ভগবানকে কাছে পাওয়ার জন্য

৬. **শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রমা তার ভাইয়ের হাতে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দিল। রমা যেটা করলো তাকে কী বলে?**
ক রাখীবন্ধন খ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গ দীপাবলি ঘ হাতেখড়ি

৭. **পুত্রের অন্নপ্রাশন হয় কোন মাসে?**
ক দশম খ অষ্টম গ ষষ্ঠ ঘ পঞ্চম

৮. **ধর্ম মেনে চলা উচিত, কারণ ধর্ম—**
i. অকল্যাণকর কাজ সাধন করে
ii. সত্য ও সুন্দর জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করে
iii. মানুষের সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের তথ্যের আলোকে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সমরেশ বাবু প্রতিবেশীদের নিয়ে একটি লোকাচার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে ভূমিদেবতার পূজা করা হয়। অন্যদিকে ভবতোষ বাবু বিশ্বাস করেন সমবেত উপাসনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করা সম্ভব। তার উদ্দেশ্য হলো নিজে ভালো মানুষ হওয়া এবং অপরকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করা।

৯. **সমরেশ বাবু যে লোকাচারটি পালন করে তার নাম কী?**
ক সংক্রান্তি খ গৃহপ্রবেশ গ জামাইষষ্ঠী ঘ রাখীবন্ধন

১০. **ভবতোষ বাবু যে মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে তার বৈশিষ্ট্য—**
i. জগতের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা
ii. সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা
iii. সবাই হরি নামে মেতে থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ প্রচলিত?**
ক ব্রাহ্ম খ আর্য গ প্রজাপাত্য ঘ দৈব

১২. **নবপত্রিক কী?**
ক ফুলের সমাহার খ ফলের সমাহার
গ পাতার সমাহার ঘ গাছের সমাহার

১৩. **সার্থককে পড়াশোনার জন্য গুরুর নিকট পাঠানো হয় সেখানে সে মন দিয়ে পড়াশোনা করে। সার্থকের কার্যক্রম মানবজীবনের কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত?**
ক ব্রহ্মচর্য খ গার্হস্থ্য গ বানপ্রস্থ ঘ সন্ন্যাস

১৪. **লৌকিক দেবী কে?**
ক সরস্বতী খ শীতলা গ অদিতি ঘ ঊষা

১৫. **আত্মাকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করে সমাধি লাভকে বলা হয়—**
ক ভক্তি খ পূজা গ শ্রদ্ধা ঘ যোগ

☐ গায়েত্রী দেবী বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সে একটি আসন অনুশীলন করে উপকার পায়।

১৬. **গায়েত্রী দেবী কোন আসনটি অনুশীলন করে উপকার পায়?**
ক বৃক্ষাসন খ গরুড়াসন গ হলাসন ঘ অর্ধকূর্মাসন

১৭. **নমস্কারের মাহাত্ম্য নিচের কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে?**
ক নৃসিংহ পুরাণে খ মনসা পুরাণে গ কালিকা পুরাণে ঘ বিষ্ণু পুরাণে

১৮. **জলদেবতা প্রথমে কীসের কুঠার নিয়ে আসে?**
ক তামার খ লোহার গ রূপার ঘ সোনার

☐ **নিচের অংশটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পম্পা এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করে। অন্যদিকে অখিলের বাবার দেহত্যাগ করলে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে দাহ করতে নিয়ে যায়।

১৯. **পম্পাকে ঘিরে বিবাহের কোন পর্বটি ইঙ্গিত করা হয়েছে?**
ক মালাবদল খ সাতপাকে বাঁধা গ সম্প্রদান ঘ গায়ে হলুদ

২০. **অখিলের কর্মকাণ্ডের ফলে—**
i. মন পবিত্র হয়
ii. মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয়
iii. সামাজিক বন্ধনে বাধা প্রাপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **হিরণ্যক শিপু কোন যুগের রাজা ছিলেন?**
ক দ্বাপর খ কলি গ সত্য ঘ ত্রেতা

২২. **বাবুল প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে মনের ইচ্ছাকে অনুগত রেখে সকল কাজ সমাধা করে এবং মনকে লক্ষ্যবস্তুতে স্থির রাখে। বাবুল অষ্টাঙ্গযোগের কোন ধাপটি অনুসরণ করে?**
ক নিয়ম খ প্রাণায়াম গ প্রত্যাহার ঘ ধারণা

২৩. **পূজা শব্দের অর্থ কী?**
ক প্রশংসা করা খ উপাসনা করা গ সন্তুষ্ট করা ঘ মাথা নত করা

২৪. **কোন অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়?**
ক দোলযাত্রা খ বর্ষবরণ গ দীপাবলি ঘ হাতেখড়ি

২৫. **কত পুরুষ পর্যন্ত জননাশৌচ ও মরণাশৌচ পালনের বিধান আছে?**
ক সপ্তম পুরুষ খ ষষ্ঠ পুরুষ গ পঞ্চম পুরুষ ঘ চতুর্থ পুরুষ

২৬. **অভীক খুব ভালো ছেলে। সে কারও মনে কষ্ট দেয় না। সবাইকে খুব ভালোবাসে। অভীকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?**
ক ব্রহ্মচর্য খ অহিংসা গ নিয়ম ঘ অপরিগ্রহ

২৭. **ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?**
ক ৮টি খ ৯টি গ ১০টি ঘ ১১টি

২৮. **তৃণা দেবী এক বিশেষ পূজার শেষে প্রতিবেশীদের সাথে মিষ্টি মুখ করে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। তৃণা দেবীর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির মধ্যে কীসের প্রকাশ ঘটে?**
ক সপ্তমী পূজা খ অষ্টমী পূজা গ নবমী পূজা ঘ দশমী পূজা

☐ **নিচের তথ্যের আলোকে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অধরা বিশেষ ঋতুতে কোন একমাসে প্রতিবেশীদের সাথে রংয়ের গুড়া মেখে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অন্যদিকে মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে ভক্তগণ উৎসবের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি গাড়ি টানছে।

২৯. **উদ্দীপকের অধরা কোন অনুষ্ঠানটি পালন করে?**
ক বর্ষবরণ খ দোলযাত্রা
গ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ঘ জামাইষষ্ঠী

৩০. **মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির সামাজিক গুরুত্ব—**
i. ভগবানই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন
ii. ভক্তের কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের বন্ধন শিথিল হয়
iii. জাতি, বর্ণ বিভেদ ভুলে এক সাথে কাজ করার অনুপ্রেরণা জাগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আনন্দ বাবু একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণসহ সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন। অপরদিকে তরুন বাবু বেশ কিছুদিন হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সংসারের মায়া ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। শুধু তিনি মধ্যহ্ন ভোজের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন এবং সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. দেবদেবী কাকে বলে? ১

খ. লেখাপড়া শেখানো হয় কোন আশ্রমে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনন্দ বাবুর কার্যকলাপ মানব জীবনের কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত? পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তরুন বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কী ঈশ্বর লাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। সুব্রতর বাবা দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর হঠাৎ একদিন মারা যায়। পাড়া প্রতিবেশীরা তার বাবার মৃত দেহকে সৎকারের উদ্দেশ্যে কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করে। অন্যদিকে সুজয়ের মা মারা যাওয়ার পর সে বেশ কিছুদিন ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে। প্রতিদিন তার মায়ের উদ্দেশ্যে জল ও দুধ নিবেদন করে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. সুব্রতর বাবার উদ্দেশ্যে সম্পন্নকৃত প্রক্রিয়াটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুজয় যে কাজটি সম্পন্ন করেছে উক্ত কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। প্রলয় বিশস্ততার সাথে একটি কারখানায় চাকরি করেন। কারখানার মালিক তাকে বিশ্বাস করে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে। গরীব হলেও সে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। অপরদিকে অমিয় একটি অমায়িক ছেলে। সে পরিবারসহ বড় এবং ছোটদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা ঠিকভাবে পালন করে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. প্রলয়ের মধ্যে যে নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অমিয়র কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪। আরতী দেবী খুবই ধর্মপরায়ণ। তিনি ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করেন। তার গভীর বিশ্বাস ভক্তি সহকারে ভগবানকে ডাকলে তিনি ভক্তকে দেখা দেন এবং তার মঙ্গল করেন। অন্যদিকে বিমল বাবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে চান। তিনি অনুভব করেন বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা বিরাজমান। এই চেতনাই হচ্ছে জীবাত্মা বা পরমাত্মার অংশ।

ক. রেচক কাকে বলে? ১

খ. যোগের সর্বোচ্চ স্তরটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরতীদেবী কোন সাধনপথ অবলম্বন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমল বাবুর সাধন পথের মাধ্যমে কী মোক্ষলাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। ঋতুদের বাড়িতে প্রতিবছর কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঋতু ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় তার কপালে চন্দন মাখিয়ে দেয়। অন্যদিকে অসীমের গ্রামের লোকেরা মিলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চাকাওয়ালা গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়ির ভিতরে থাকে তিনটি বিশেষ মূর্তি। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে গাড়িটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে পর্বটি পালিত হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. ঋতুদের বাড়িতে যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের আলোক তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অসীমের দেখা ধর্মাচারটির পারিবারিক ও সামাজিক গরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। পবন বাবু একজন অসুর প্রকৃতির লোক। তিনি ভগবানের নাম শুনলে রেগে যান এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন। কিন্তু তার পরম আপন জন খুবই ঈশ্বর ভক্ত। সেজন্য তাকে বিভিন্নভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। অন্যদিকে সুবীর খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশার জগতে প্রবেশ করে। নেশার টাকা যোগাড় করতে সে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে এতে পরিবারের সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" কথাটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. পবন বাবুর চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুবীরকে নেশার জগত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মাধবীদের বাড়িতে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সকল ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে রং মাখায়। এটি মূলত বৈষ্ণবদেব উৎসব। অন্যদিকে রাখিদের গ্রামে বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিবছর নাম গানের আয়োজন করা হয়। এটি কয়েক প্রহর ব্যাপী চলে। দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে দূরদূরান্ত থেকে বহুলোক এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১
খ. বাংলা বছরের প্রথম দিন পালিত উৎসবটির ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মাধবীদের বাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাখিদের গ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সমাজিক গুরত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অনুরাধাদের বাড়ি ও অনুরাধাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি মূলত তাকে ঘিরেই। এটি ছিল অনুরাধার জীবনে একটি বিশেষ দিন। অপরদিকে প্রিতমের বাবা হঠাৎ করে মারা গেছে। তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
খ. পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে ফেরার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. অনুরাধাদের বাড়িতে পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রিতমের সম্পন্নকৃত অনুষ্ঠানটির ধারণা ও বিধান পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। অভি একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে–

(১) শিরদাঁড়ার উপকার হয়
(২) পেটের ভিতরের অংশগুলো সবল হয়
(৩) মাথা ঠান্ডা থাকে
(৪) পরিপাক ভালো হয়
(৫) শ্বাসকষ্টের উপকার হয়।

অন্যদিকে উত্তম প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে–

(১) ডায়াবেটিস হয় না
(২) পেটের চর্বি কমিয়ে দেয়
(৩) কাঁধ নরম হয়
(৪) বৃক্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
(৫) গ্যাসের সমস্যা দূর হয়।

ক. অহিংসা কাকে বলে? ১
খ. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অভির অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উত্তমের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মিনতিদের এলাকার মানুষ রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় একজন দেবীর পূজা করে। এই দেবীর পূজায় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে শোভনদের বাড়িতে প্রতিবছর একজন দেবীর পূজা করা হয় যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করেছেন। তিনি মৃত্যুর দেবীরূপেও পরিচিত। সাধারণত অমাবস্যা রাতে এই দেবীর পূজা করা হয়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কাকে মহিষমর্দিনী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিনতিদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় উক্ত পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শোভনদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় উক্ত পূজার সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মীরা মায়ের সাথে পূজা দেখতে যায়। মন্দিরে গিয়ে দেখল এক দেবীর মূর্তি যিনি দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন। তার আর এক নাম মহামায়া। যিনি সকলের দুর্গতি নাশ করেন। অন্যদিকে তপতীর দীর্ঘ দিন কোনো সন্তান হয় না। তাই সন্তান লাভের জন্য একজন বিশেষ দেবতার পূজার মাধ্যমে নতুন সন্তান লাভ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করে।

ক. যজমান কাকে বলে? ১
খ. বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মীরা যে দেবীর মূর্তি দর্শন করেছে উক্ত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তপতী যে দেবতার পূজা করেন উক্ত পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	M	৩	N	৪	L	৫	M	৬	K	৭	M	৮	M	৯	L	১০	K	১১	K	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	N
	১৬	M	১৭	K	১৮	N	১৯	L	২০	K	২১	M	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ আনন্দ বাবু একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণসহ সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন। অপরদিকে তরুন বাবু বেশ কিছুদিন হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সংসারের মায়া ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। শুধু তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন এবং সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. দেব-দেবী কাকে বলে? ১

খ. লেখাপড়া শেখানো হয় কোন আশ্রমে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনন্দ বাবুর কার্যকলাপ মানব জীবনের কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত? পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তরুন বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কী ঈশ্বর লাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে ঈশ্বর যখন আকার দেন, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে।

খ লেখাপড়া শেখানো হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে।

প্রতিটি আশ্রমেই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম রয়েছে। মানুষ পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে থেকে শিষ্যকে গুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনের অভ্যস্ত হতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে।

গ আনন্দ বাবুর কার্যকলাপ মানব জীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। নিচে এ আশ্রম সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে– পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে আনন্দ বাবু তার পরিবারের ভরণপোষণসহ সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকেন। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, আনন্দ বাবুর কার্যকলাপ মানবজীবনের গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের তরুণ বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। তরুণ বাবু সংসারের মায়া ত্যাগ করে বনে জঙ্গোলে ঘুরে বেড়ান। তিনি শুধু মধ্যাহ্ন ভোজের খাবার লোকালয় থেকে সংগ্রহ করেন এবং সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। এখানে আনন্দ বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। এর পক্ষে আমার যুক্তি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণে শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করবেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তার স্ত্রীও থাকবেন না। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। মাত্র দুপুরবেলার আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে ও দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের সব স্মৃতি পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। এর ফলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। শাস্ত্রবচনে জানা যায়, 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে–

কর্মফলের বাসনা না করে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। শুধু গৃহাদি কর্ম বা শরীর ধারণের উপকরণ সংগ্রহে কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়।

পরিশেষে বলা যায়, জীবনে ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▸ ০২ সুব্রতর বাবা দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর হঠাৎ একদিন মারা যায়। পাড়া প্রতিবেশীরা তার বাবার মৃত দেহকে সৎকারের উদ্দেশ্যে কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে যাত্রা করে। অন্যদিকে সুজয়ের মা মারা যাওয়ার পর সে বেশ কিছুদিন ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে। প্রতিদিন তার মায়ের উদ্দেশ্যে জল ও দুধ নিবেদন করে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. সুব্রতর বাবার উদ্দেশ্যে সম্পন্নকৃত প্রক্রিয়াটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুজয় যে কাজটি সম্পন্ন করেছে উক্ত কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

খ 'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।' (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)
"তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।" এই মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর একাত্মতার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে গাঁথা। আমৃত্যু তারা সুখে-দুঃখে একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

গ সুব্রত তার বাবার উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল। নিচে সুব্রতর বাবার মৃতদেহ সৎকারের প্রক্রিয়াটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–
'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। অর্থাৎ শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাই হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এ সময় কতগুলো বিধিবিধান পালন করে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুতে মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।
স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড়, মালা, চন্দন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপর শরীরের সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন ও পিন্ডদান করা হয়। সর্বশেষে আম বা চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহকে শয়ন করানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করে মৃতদেহের চারপাশে জ্যেষ্ঠপুত্র সাত অথবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মস্তকে অগ্নি প্রদান করেন।
উদ্দীপকে সুব্রতও শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তার পিতাকে সৎকার করেছিল।

ঘ সুজয় অশৌচ কাজটি সম্পন্ন করেছে। নিচে এ কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–
অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাঁদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ প্রলয় বিশস্ততার সাথে একটি কারখানায় চাকরি করেন। কারখানার মালিক তাকে বিশ্বাস করে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে। গরীব হলেও সে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। অপরদিকে অমিয় একটি অমায়িক ছেলে। সে পরিবারসহ বড় এবং ছোটদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা ঠিকভাবে পালন করে।

ক. নৈতিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণটির ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. প্রলয়ের মধ্যে যে নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অমিয়র কর্মকান্ডের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা বিচার করার বিবেচনা শক্তিকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

খ কোন বিষয়ে দেব ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

গ প্রলয়ের মধ্যে সততা গুণটি প্রকাশ পেয়েছে। এ গুণটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–
লোভ ও মিথ্যা সততার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভোগ-বিলাস, বিবেচনাহীন জৈবিক কামনা মানুষকে অসৎ পথে পরিচালিত করে। পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে মানুষ ভুল পথে পা বাড়ায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ বিবেকহীন অমানুষে পরিণত হয়। অপরদিকে মিথ্যা হলো মানবজীবনের তথা মনুষ্যত্বের অন্তরায়। মিথ্যা মানুষকে অমানুষে পরিণত হয়। একটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে গিয়ে মানুষকে অসংখ্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মিথ্যা সততার পথে প্রধান বাধা। তাই এসব বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রেখে সত্যের এবং সততার চর্চা করতে হবে।
উদ্দীপকে প্রলয় বিশ্বস্ততার সাথে একটি কারখানায় চাকরি করেন। কারখানার মালিক তাকে বিশ্বাস করে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে। গরীব হলেও সে কখনও বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। তার এ সততা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি তার মতো সততার আদর্শে দীক্ষিত হয়ে জেগে ওঠে তাহলে এসমাজের চেহারাটা পাল্টে যাবে। প্রলয়ের মতো মানুষই এ সমাজের অগ্রসেনানী। কারণ তাদের একমাত্র আদর্শ সততা।

ঘ অমিয়র কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচার শিক্ষার প্রতিফলন পতিভাত হয়েছে। নিচে অমিয়র কর্মকান্ডের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো–
শিষ্টাচার আদর্শ জীবনের জন্য অপরিহার্য। নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ গুণটি অর্জন করে মানুষ পশু থেকে আলাদা হতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তি কাউকে হেয় করে না, তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। সমাজে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব এ সকল বিষয় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার কাছে সকলেই সমানরূপে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। পিতা-মাতা, পরিবারের লোকজন যেমন তার প্রিয় তেমনি আত্মীয় নয় এমন লোকও তার কাছে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত।
অনুচ্ছেদের অমিয় শিষ্টাচারের গুণে উদ্ভাসিত। পিতা-মাতাকে সে যেমন শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তেমনি সমাজের অন্য সকলের প্রতিও তার আচরণ এমনই। এমনকি সে তার সহপাঠীদের প্রতিও খুব মমতাশীল। তাদেরকে সে শুভেচ্ছা জানায়, ছোটোদেরও অমিয় আদর করে। তার আচরণ থেকে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়।
তাই অমিয়র দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ আরতী দেবী খুবই ধর্মপরায়ণ। তিনি ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করেন। তার গভীর বিশ্বাস ভক্তি সহকারে ভগবানকে ডাকলে তিনি ভক্তকে দেখা দেন এবং তার মঙ্গল করেন। অন্যদিকে বিমল বাবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে চান। তিনি অনুভব করেন বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা বিরাজমান। এই চেতনাই হচ্ছে জীবাত্মা বা পরমাত্মার অংশ।

ক. রেচক কাকে বলে? ১

খ. যোগের সর্বোচ্চ স্তরটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরতীদেবী কোন সাধনপথ অবলম্বন করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিমল বাবুর সাধন পথের মাধ্যমে কী মোক্ষলাভ সম্ভব? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্বাস ত্যাগকে রেচক বলে।

খ যোগের সর্বোচ্চ স্তরটি হলো সমাধি।

সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করতে পারলে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ ঘটে, সাধকের অন্বেষণের শেষ হয়। ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

গ আরতী দেবী ভক্তিযোগ সাধনপথ অবলম্বন করেছে। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

ভক্তিকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের যে আরাধনা করা হয় তাকে ভক্তিযোগ বলে। অর্থাৎ ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সাথে যোগসূত্র রচনা করাই ভক্তিযোগ। ভক্তির মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন। ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগের প্রধান কথা। ভক্তির মূলে রয়েছে গভীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আরতী দেবী খুবই ধর্মপরায়ণ। তিনি ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করেন। তার গভীর বিশ্বাস ভক্তি সহকারে ভগবানকে ডাকলে তিনি ভক্তকে দেখা দেন এবং তার মঙ্গল করেন। যা ভক্তি যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আরতী দেবী ভক্তিযোগ সাধনপথ অবলম্বন করেছে।

ঘ বিমল বাবুর সাধনপথ তথা জ্ঞানযোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা সম্ভব।

জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের পথে স্রষ্টাকে জানার যে সাধনা তাকে বলে জ্ঞানযোগ। জ্ঞান জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির উর্ধ্বে স্রষ্টাকে অন্তরে অনুভব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা অবস্থান করছে। জগতের সবকিছু সেই পরম চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময়। এই চৈতন্যই আত্মা বা জীবাত্মা।

জ্ঞান আরও উপলব্ধি করেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জীবাত্মা রয়েছে, তা বিশ্ব আত্মা বা পরমাত্মা। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমাত্মার অবস্থান ধরা পড়ে বিশ্ব চরাচরের মধ্যে। তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সেই পরমতত্ত্ব ধরা পড়ে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের মায়া শক্তি দ্বারা জীব আচ্ছন্ন থাকে। তার নিকট আত্মতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তবে ঈশ্বর-অনুগ্রহে যখন মায়ার প্রভাব কেটে যায় তখন জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে। এভাবে তার সর্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে, বাসনা শুদ্ধ হয়, সুন্দর হয় তার আচরণ। তখন সাধকের অহংকার থাকে না, হিংসা থাকে না। গুরুসেবা, দেহ-মনে পবিত্র থাকা, জ্ঞানের বিষয়ে জানার আগ্রহ, ক্ষমা-এ সকল গুণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মোক্ষলাভ। আর মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে জ্ঞানযোগ। সুতরাং বলা যায়, বিমল বাবুর সাধনপথের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ঋতুদের বাড়িতে প্রতিবছর কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঋতু ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় তার কপালে চন্দন মাখিয়ে দেয়। অন্যদিকে অসীমের গ্রামের লোকেরা মিলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চাকাওয়ালা গাড়ি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। গাড়ির ভিতরে থাকে তিনটি বিশেষ মূর্তি। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে গাড়িটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে? ১

খ. শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে পর্বটি পালিত হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. ঋতুদের বাড়িতে যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের আলোক তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অসীমের দেখা ধর্মাচারটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার।

খ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাখীবন্ধন পর্বটি পালন করা হয়।

'রাখী' কথাটি রক্ষা শব্দ থেকে উৎপন্ন। হিন্দু ধর্মাচারের মধ্যে রাখীবন্ধন অন্যতম। এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। ভাই-বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক বহন করে এই রাখীবন্ধন। নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় ও অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখী পরানো হয় এবং এতে ভাই-বোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ পর্বটি পালন করা হয় বিধায় এ দিনটি রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।

গ ঋতুদের বাড়িতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো–

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা পালন করা হয়। এ দিনটি বড়ই পবিত্র। পুরাণে উল্লেখ আছে, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমের মঙ্গল কামনায় পূজা করেন। তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে যমবেদ অমরত্ব লাভ করেন। এ কল্যাণব্রত স্মরণে রেখে বর্তমানকালের বোনেরাও দিনটি পালন করে। ভাইকে যাতে কোনো প্রকার বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে এ জন্য বোনেরা এ দিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। ভাইকে ফল, মিষ্টি, পায়েস, লুচি প্রভৃতি উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঋতুদের বাড়িতে প্রতিবছর কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঋতু ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় তার কপালে চন্দন মাখিয়ে দেয়। যা মূলত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ঋতুদের বাড়িতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে অসীমের দেখা ধর্মাচারটি হলো রথযাত্রা। এর পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয় তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে, অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষাও দেয়। এছাড়া রথের মেলা একদিকে যেমন উৎসবের অংশ তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ পবন বাবু একজন অসুর প্রকৃতির লোক। তিনি ভগবানের নাম শুনলে রেগে যান এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন। কিন্তু তার পরম আপন জন খুবই ঈশ্বর ভক্ত। সেজন্য তাকে বিভিন্নভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। অন্যদিকে সুবীর খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশার জগতে প্রবেশ করে। নেশার টাকা যোগাড় করতে সে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে এতে পরিবারের সবাই তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ক. স্মৃতিশাস্ত্র কাকে বলে? ১

খ. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" কথাটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. পবন বাবুর চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুবীরকে নেশার জগত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

খ আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ আমরা ধর্ম পালন করি নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণের জন্য। আমরা জানি, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত বারবার জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসতে হবে। ভোগ করতে হবে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর যন্ত্রণা। আর মোক্ষলাভ করলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিশে যাবে। একেই বলে ব্রহ্মলগ্ন হওয়া। এরই অপর নাম মোক্ষলাভ।

গ পবন বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের মিল রয়েছে।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন হরিবিদ্বেষী। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন হরিভক্ত। তার নাম প্রহ্লাদ। অনেক চেষ্টা করেও রাজা হিরণ্যকাশিপু পুত্র প্রহ্লাদের হৃদয় থেকে হরিভক্তি দূর করতে পারেন না। পরে তাকে হত্যা করার নানা চেষ্টা করা হয়। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে, হাতির পায়ের নিচে ফেলে, বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়ে। কোনোভাবেই প্রহ্লাদকে হত্যা করা যায় না। শ্রীহরি তাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন। পরবর্তী সময় শ্রীহরি নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পবন বাবু একজন অসুর প্রকৃতির লোক। তিনি ভগবানের নাম শুনলে রেগে যান এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন। কিন্তু তার পরম আপন জন খুবই ঈশ্বর ভক্ত। সেজন্য তাকে বিভিন্নভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। যা মূলত হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, পবন বাবুর চরিত্রের সাথে হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ সুধিরকে নেশার জগৎ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারিবারিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর। পারিবারিক, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। সুতরাং এ দেহ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মন্দির। তাকে কোনোভাবেই অপবিত্র করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপসমূহের অন্যতম। কেবল মাদকাসক্তই পাপী নন, যাঁরা তাঁর সঙ্গ করেন, তাঁরাও পাপী। কারণ মাদকাসক্তের পাপ তাঁদেরও স্পর্শ করে।

মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাও একটি পারিবারিক কর্তব্য। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতা-মাতার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ রাখা প্রয়োজন সন্তানেরা কেমন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনটা অতিবাহিত করছে। সন্তানদের কেবল শাসন নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে। আমরা ধর্মীয় কল্যাণ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মহত্তর সাধনায় লিপ্ত থাকব।

পারিবারিক ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত। তবে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে কেবল শাসনের আকারে নয়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মাধবীদের বাড়িতে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সকল ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে রং মাখায়। এটি মূলত বৈষ্ণবদেব উৎসব। অন্যদিকে রাখিদের গ্রামে বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতিবছর নাম গানের আয়োজন করা হয়। এটি কয়েক প্রহর ব্যাপী চলে। দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে দূরদূরান্ত থেকে বহুলোক এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

ক. সংক্রান্তি কাকে বলে? ১

খ. বাংলা বছরের প্রথম দিন পালিত উৎসবটির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. মাধবীদের বাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাখিদের গ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সমাজিক গুরত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার যে উৎসব তাকে বর্ষবরণ উৎসব বলে। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।

গ মাধবীদের বাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি হলো দোলযাত্রা। নিচে এ অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গালকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাধবীদের বাড়িতে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সকল ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে রং মাখায়। এটি মূলত বৈষ্ণবদের উৎসব। এটি দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মাধবীদের বাড়িতে দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে রাখিদের গ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির তথা নামযজ্ঞের পারিবারক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহু দূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবারসহ সমাজের নানা শ্রেণি পেশার লোক অংশগ্রহণ করে। এতে নিজেদের মধ্যকার নানা দ্বন্দ্ব পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে মিটে যায়। এছাড়া এ সকল অনুষ্ঠানে সকলে ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায়। এতে সামাজিক বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। ধর্মীয় এ সকল আনুষ্ঠানিকতা মানুষকে ভদ্র-নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এছাড়া ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মজবুত হয়।

সুতরাং বলা যায়, রাখিদের গ্রামে আয়োজিত নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অনুরাধাদের বাড়ি ও অনুরাধাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি মূলত তাকে ঘিরেই। এটি ছিল অনুরাধার জীবনে একটি বিশেষ দিন। অপরদিকে প্রিতমের বাবা হঠাৎ করে মারা গেছে। তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১

খ. পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে ফেরার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. অনুরাধাদের বাড়িতে পালনকৃত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রিতমের সম্পন্নকৃত অনুষ্ঠানটির ধারণা ও বিধান পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

খ পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষকমহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

গ অনুরাধাদের বাড়িতে পালনকৃত অনুষ্ঠানটি তথা বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।

এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

ঘ প্রিতমের সম্পন্নকৃত অনুষ্ঠানটি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। এর বিধান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

শ্রদ্ধার সাথে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা দান করা হয়, তাকে শ্রাদ্ধ বলে। শাস্ত্র অনুসারে মহর্ষি নিমি হলেন শ্রাদ্ধের প্রবর্তক। বস্তুত যার যেমন সামর্থ্য সে অনুসারে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই হলো শ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোলো বিভিন্ন দানের বিধান আছে। শ্রাদ্ধের সময় মৃত ব্যক্তির আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি তার (মৃতব্যক্তির) নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী আয়োজন করা হয়।

কারণ এখানে আড়ম্বরের চেয়ে শ্রদ্ধাই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রাদ্ধের মূলকথা হলো, শ্রদ্ধার সাথে দান। পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন নিয়মরীতি, রয়েছে আনুষ্ঠানিকতার বৈচিত্র্য। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রতি

শ্রদ্ধা প্রদর্শন। শ্রাদ্ধের সাথে শ্রদ্ধা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে আড়ম্বরের সাথে যা-ই দান করা হোক না কেন, তাকে শ্রাদ্ধ বলা যাবে না। শ্রদ্ধা থাকলে আড়ম্বর না থাকলেও শ্রাদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধের জন্য শ্রদ্ধাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রিতমের বাবা হঠাৎ করে মারা গেছে। তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। যা আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রিতমের সম্পন্নকৃত অনুষ্ঠানটি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। এটি বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ অভি একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে–

১. শিরদাঁড়ার উপকার হয়
২. পেটের ভিতরের অংশগুলো সবল হয়
৩. মাথা ঠান্ডা থাকে
৪. পরিপাক ভালো হয়
৫. শ্বাসকষ্টের উপকার হয়।

অন্যদিকে উত্তম প্রতিদিন একটি আসন অনুশীলন করে। যার ফলে–

১. ডায়াবেটিস হয় না
২. পেটের চর্বি কমিয়ে দেয়
৩. কাঁধ নরম হয়
৪. বৃক্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
৫. গ্যাসের সমস্যা দূর হয়।

ক. অহিংসা কাকে বলে? ১
খ. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অভির অনুশীলনকৃত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উত্তমের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো প্রাণীকে মন, কথা এবং কর্ম দ্বারা কষ্ট না দেওয়াকে অহিংসা বলে।

খ শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার। যেমন– রেচক, পূরক এবং কুম্ভক। শ্বাস ত্যাগ করে সেটি বাইরে স্থির রাখার নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণের নাম পূরক। নিয়মিত গতিরোধ করে শ্বাস ভিতরে ধরে রাখার নাম কুম্ভক। এই প্রাণায়াম যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রাণায়ামে যেমন সুফল পাওয়া যায় তেমনি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করতে হয়।

গ অভির অনুশীলনকৃত আসনটি হলো অর্ধকূর্মাসন। এ আসনটি অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো–

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে। হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

ঘ উত্তমের অনুশীলনকৃত আসনটি তথা হলাসন নিয়মিত অনুশীলনে শারীরিক সমস্যা দূরীভূত হয় এবং সুস্থ, সুন্দর, জীনযাপন করা যায়।

নিয়মিত হলাসন অনুশীলনে মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে, মেরুদণ্ডের স্থিতি স্থাপকতা বজায় থাকে, স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দু'পাশে পেশি সতেজ ও সক্রিয় হয়। পিঠে ব্যথা থাকলে তা দূর হয়, কাঁধ শক্ত হয়ে গেলে হলাসন চর্চা করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ডায়াবেটিকস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বৃক্কের ও পেটের বিভিন্ন সমস্যার থেকে মুক্তি হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, হলাসন চর্চার মাধ্যমে দেহের সুস্থতা অর্জন করা যায় এবং এতে উপকারিতা পাওয়া রয়েছে। এর ফলে শরীর সুস্থ থাকবে পাশাপাশি মন সতেজ থাকবে এবং সকল কাজ কর্মে বাড়তি উৎসাহ পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক নিয়মে হলাসন চর্চা করে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন ও আত্মিক প্রশান্তি অনুভব সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১০ মিনতিদের এলাকার মানুষ রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় একজন দেবীর পূজা করে। এই দেবীর পূজায় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে শোভনদের বাড়িতে প্রতিবছর একজন দেবীর পূজা করা হয় যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করেছেন। তিনি মৃত্যুর দেবীরূপেও পরিচিত। সাধারণত অমাবস্যা রাতে এই দেবীর পূজা করা হয়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কাকে মহিষমর্দিনী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিনতিদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় উক্ত পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শোভনদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় উক্ত পূজার সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন– মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি।

খ দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয়।

একবার মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। তখন দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী দুর্গা। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এজন্য দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয়।

গ মিনতিদের বাড়িতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। নিচে শীতলা পূজা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো–

সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

পূজার প্রণাম মন্ত্র : ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।

সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস-হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

উপরিউক্ত নিয়মানুযায়ী শীতলা দেবীর পূজা করা হয়।

ঘ শোভনদের বাড়িতে কালী দেবীর পূজা করা হয়। উক্ত পূজার সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

কালী মুন্ডমালা পরিহিতা। তিনি মর্ত্যের অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে প্রতি বছর ভক্তরা মিলিত হয়ে তার পূজার আয়োজন করে যেন পৃথিবীতে পুনরায় অশুভশক্তির বিস্তার না ঘটে। কালীপূজার মাধ্যমে দেবী কালীর আদর্শ আমাদের মন ও মননে নৈতিকতাবোধের জাগরণ ঘটায় কারণ কালী সকলের দেবী। কালীপূজা গৃহে বা মন্দিরে উভয় স্থানেই করা যায়। এ পূজার সময় সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে যা মানবসমাজের ঐক্যের প্রতীক। দেবী কালী অশুভ, কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা দূর করার জন্য সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন যা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে থাকে। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয় যা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তৈরি করে এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যেই কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

প্রশ্ন ▸ ১১ মীরা মায়ের সাথে পূজা দেখতে যায়। মন্দিরে গিয়ে দেখল এক দেবীর মূর্তি যিনি দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন। তার আর এক নাম মহামায়া। যিনি সকলের দুর্গতি নাশ করেন। অন্যদিকে তপতীর দীর্ঘ দিন কোনো সন্তান হয় না। তাই সন্তান লাভের জন্য একজন বিশেষ দেবতার পূজার মাধ্যমে নতুন সন্তান লাভ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করে।

ক. যজমান কাকে বলে? ১

খ. বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. মীরা যে দেবীর মূর্তি দর্শন করেছে উক্ত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তপতী যে দেবতার পূজা করেন উক্ত পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ বেদে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, আদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।

গ মীরা দুর্গা দেবীর মূর্তি দর্শন করেছে। দুর্গা পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

দেবী দুর্গা দশভুজা। তাঁর দশটি ভুজ বা হাত বলেই তাঁর এই নাম। তাঁর দশটি হাত তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপরে অবস্থিত চোখ - জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। সিংহ শক্তির ধারক। দুর্গা দেবীর গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশদিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকে পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু (কুঠার)। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

ঘ তপতী কার্তিক দেবতার পূজা করেন। উক্ত পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

দেবতা কার্তিক অসীম শক্তিধর। তার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব ও নিম্নরূপ–

১. কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা। অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।

২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।

৩. কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেও স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।

৪. আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধ সোচ্চার হওয়া উচিত।

সিলেট বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. যাগযজ্ঞের অনুশীলন করে আর্যগণ কোন দুইটি বস্তুর প্রার্থনা জানাতেন?
ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা খ ধন ও যশ গ বল ও বিক্রম ঘ শ্রী ও ধী

২. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম কী?
ক কর্মযোগ খ অভ্যাসযোগী গ ভক্তিযোগ ঘ জ্ঞানযোগ

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রতন স্যার শিক্ষার্থীদের যোগ সাধন সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, "শিক্ষা লাভের সময় পবিত্র সংযত জীবনযাপন করবে। কারণ এ সময় দৈহিক শক্তি, মনোবল ও বুদ্ধি বিকশিত হয়। তাই যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।"

৩. উদ্দীপকের রতন স্যার শিক্ষার্থীদের উপদেশ দানে কোন যোগের কথা বলেছেন?
ক অস্তেয় খ ব্রহ্মচর্য গ অপরিগ্রহ ঘ সন্তোষ

৪. রতন স্যার শিক্ষার্থীদের কাছে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরার কারণ যোগের মাধ্যমে –
i. জীবাত্মা পরমব্রহ্মে একাত্ম হয়
ii. পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালোবাসা জন্মে
iii. মানব জীবনের মুখ্য লক্ষ্য সফল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় কোন সংস্কারের মাধ্যমে?
ক সীমন্তোন্নয়ন খ উপনয়ন গ সমাবর্তন ঘ বিবাহ

৬. "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়,
পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়,
সমন্বয় ও শান্তি"– বাণীটি কার?
ক স্বামী প্রণবানন্দ খ স্বামী বিবেকানন্দ
গ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘ হরিচাঁদ ঠাকুর

৭. 'ব্রাহ্ম সমাজ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক অদ্বৈত প্রভু খ শঙ্করাচার্য
গ শ্রী নিত্যানন্দ ঘ রাজা রামমোহন রায়

৮. পঞ্চাঙ্গ প্রণামের কথা কোন গ্রন্থে আছে?
ক নৃসিংহ পুরাণ খ ঋগবেদ গ তন্ত্রসার ঘ শব্দকোষ

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তমা প্রতি বছর কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে উপবাস থেকে ভাইয়ের মঙ্গলার্থে দীর্ঘায়ু কামনা করে।

৯. তমা কোন তিথিতে উপবাস করেন?
ক দ্বিতীয়া খ তৃতীয়া গ ষষ্ঠী ঘ সপ্তমী

১০. উক্ত ধর্মানুষ্ঠানটি সকলের মধ্যে –
i. ভ্রাতৃত্বের চেতনা জাগ্রত করে ii. সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করে
iii. জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. কনক বাবু দুইবেলা নিয়মিত পশু পাখিকে খাবার দেন। কনক বাবুর কাজটি কোন যজ্ঞ?
ক দৈবযজ্ঞ খ ভূতযজ্ঞ গ নৃযজ্ঞ ঘ ঋষিযজ্ঞ

১২. বাবা লোকনাথের নৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল –
ক সততা খ অস্পৃশ্যতা গ সংস্কার ঘ ভক্তি

১৩. নির্মল বাবু তার সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করলেন। নির্মল বাবুর পূজিত দেবীর নাম –
ক সরস্বতী খ লক্ষ্মী গ শীতলা ঘ ষষ্ঠী

১৪. মহামারীর সময় কোন পূজা করা হয়?
ক দুর্গা খ কালী গ লক্ষ্মী ঘ শীতলা

১৫. শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর কয়টি লক্ষণের উল্লেখ আছে?
ক ১০টি খ ১৫টি গ ২০টি ঘ ২৫টি

১৬. পুত্রের কোন মাসে অন্নপ্রাশন দেওয়া হয়?
ক পঞ্চম মাসে খ ষষ্ঠ মাসে গ সপ্তম মাসে ঘ অষ্টম মাসে

১৭. "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ" এই উক্তি দ্বারা আমাদের সমাজে কী হয়েছে?
i. চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে ii. চারটি কর্মের সৃষ্টি হয়েছে
iii. চারটি গুণের সৃষ্টি হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১৮. কমল বাবু বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বক্ষস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় ব্যবহার করে ঈশ্বরকে প্রণাম জানালেন। কমল বাবুর প্রণামটি হলো –
ক অভিবাদন খ পঞ্চাঙ্গ গ অষ্টাঙ্গ ঘ নমস্কার

১৯. কীভাবে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব?
i. দীপাবলীর মাধ্যমে ii. রাখীবন্ধনের মাধ্যমে
iii. ভাতৃদ্বিতীয়ার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিমান বাবু শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগের কারণে একটি বিশেষ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করেন। এতে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন।

২০. বিমান বাবু অষ্টাঙ্গ যোগের কোন যোগটি অনুশীলন করেন?
ক আসন খ প্রাণায়াম গ প্রত্যাহার ঘ ধ্যান

২১. বিমান বাবু উক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের দ্বারা আর কী উপকার লাভ করেন?
i. অন্তিমে ঈশ্বর লাভ ii. চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ান্তর থেকে প্রত্যাহার
iii. আয়ুক্ষয় রোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. দেবতারা কার গুণ ও শক্তির প্রকাশ?
ক ঈশ্বর খ ব্রহ্মা গ বিষ্ণু ঘ শিব

২৩. কোন দেবীকে ত্রিনয়না বলা হয়েছে?
ক সরস্বতী খ লক্ষ্মী গ শীতলা ঘ দুর্গা

২৪. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ কোনটি?
ক সদাচার খ বেদ গ স্মৃতিশাস্ত্র ঘ বিবেকের বাণী

২৫. রথযাত্রার তাৎপর্য হলো –
i. অভেদ ধর্মজাতি ii. সুন্দর-সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা
iii. মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য কী?
ক আদর্শ শ্রমিক তৈরি খ আদর্শ কৃষক তৈরি
গ আদর্শ শিক্ষক তৈরি ঘ আদর্শ মানুষ তৈরি

২৭. হিন্দু ধর্মের দুইটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো –
ক পৌরাণিক ও পারমার্থিক খ ব্যবহারিক ও পৌরাণিক
গ পারমার্থিক ও লৌকিক ঘ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুলালের বাড়ির সামনে একটি মন্দির আছে। সেখানে দুর্গা পূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আর একটি পূজা হয়।

২৮. দুলালের বাড়ির সামনে কোন মন্দির রয়েছে?
ক কৃষ্ণ মন্দির খ দুর্গা মন্দির গ শিব মন্দির ঘ কালি মন্দির

২৯. কোন তিথিতে উক্ত পূজা করা হয়?
i. পূর্ণিমা তিথিতে ii. অমাবস্যা তিথিতে iii. চতুর্দশী তিথিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. 'ভারত সেবা সংঘ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক স্বামী স্বরূপানন্দ খ স্বামী প্রণবানন্দ
গ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঘ লোকনাথ ব্রহ্মচারী

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৩
(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট　　　　পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বিমল বাবু তার পরিবার দেখাশুনা করেন। অতিথি সেবা, মা-বাবার দেখাশুনা করেন। তিনি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন। অপরদিকে তার বড় ভাই দেবব্রত জাগতিক চিন্তা ত্যাগ করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি মনে করেন জাগতিক চিন্তা না করে ঈশ্বর সাধনায় মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই সে শুধু ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১
খ. কোন আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিমল বাবুর কাজগুলো কোন আশ্রমের পর্যায় পড়ে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দেবব্রতের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

২। (i) মৈত্রী পহেলা বৈশাখের দিন সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল এক মিলন মেলা।
(ii) অনন্যা প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

ক. কোন তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়? ১
খ. দোলযাত্রা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনন্যা কিভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদ্‌যাপন করবে। তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে মৈত্রীয় পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। গোপাল ও গৌতম দুই বন্ধু। গোপাল কৃষ্ণ ভক্ত। সে গ্রামের এক ধর্ম বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্যের বক্তব্য শুনল। তিনি বললেন হিন্দু ধর্মে একটা যুগে ধর্মগ্রন্থ গীতা ও ভক্তিবাদ সমৃদ্ধ ছিল। অন্যদিকে গৌতম শিব উপাসক। তিনি মনে করেন শৈব উপাসনায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এক সময় দুজনে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে "যত মত তত পথ" উভয় মতের লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ।

ক. বেদ কী? ১
খ. বৈদিক যুগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. "প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য" হিন্দু ধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুগের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "যত মত তত পথ," উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৪। অজয় বাবু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র নিখিল প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরে পুরোহিতের উপদেশে নিখিল নির্দিষ্ট সময় অশৌচ পালন করে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। সবাই উপস্থিত থেকে নিখিলকে তার পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সহযোগিতা করে।

ক. আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? ১
খ. অশৌচ পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নিখিল কীভাবে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্য শ্রাদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে"– উক্তিটি নিখিলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। অসীমের গ্রামে আষাঢ় মাসে বিশেষ তিথিতে গ্রামবাসী মিলে একটি চাকাওয়ালা গাড়ি সাজিয়ে তিনজন দেবতার প্রতিমা বসিয়ে রশি বেঁধে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। এবং সবাই মিলে ধুমধাম করে নয় দিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নয় দিন ব্যাপী মেলা বসে।

ক. রথ কী? ১
খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে অসীমের গ্রামবাসী মিলে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে? উক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সামাজিক জীবনে অসীমের গ্রামের পালনকৃত অনুষ্ঠানের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। (i) এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান কামনা করে ভক্তিভরে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিনে এক দেবতার পূজার আয়োজন করে।
(ii) পলাশপুর গ্রামে হঠাৎ বসন্ত রোগ দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এক দেবীর পূজা ও আরাধনা করেন। গ্রামবাসী ধীরে ধীরে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পায়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. বৈদিক পূজা অর্চনা কীভাবে করা হতো? তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হিন্দু সমাজকে কীভাবে দেব-দেবীর পূজায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তা প্রথম উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দ্বিতীয় উদ্দীপকে বর্ণিত পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। তন্দ্রা ও মিনতি দুই বোন। দুজনই অসুস্থ। তন্দ্রার শরীর খুবই দুর্বল। হাত-পা কাঁপে। কিছু সময় চলাফেরা করলে পায়ে জোর পায় না, এ কারণে মাঝে মাঝে ঠিকমত দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে না। তার বোন মিনতি ডায়াবেটিস ও কোষ্ঠবদ্ধতায় আক্রান্ত। তাদের দুজনার সমস্যা দেখে তাদের কাকা ভিন্ন ভিন্ন দুটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। দুজনেই মন দিয়ে আসন অনুশীলন করে।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১
খ. ব্রহ্মচর্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে তন্দ্রার আসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মিনতি যে আসনটি অনুশীলন করে তার গুরুত্ব পঠিত বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। অনিতার বাবা বিদ্বান ও সদাচারী দেখে আশিকের সাথে বিবাহ ঠিক করেন। অনিতার বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ির সবাই মিলে অনিতাকে আশীর্বাদ করে। গালে, কপালে হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয় এবং সবাই মিষ্টি মুখ করে। বিয়ের দিন তার বাবা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতে ধুমধাম করে অনিতাকে আশিকের হাতে সম্প্রদান করে। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে বিবাহ কার্যসম্পন্ন করেন।

ক. অনুপ্রাশন কী? ১
খ. অশৌচ বলতে কী বোঝ? ২
গ. অনিতার বিয়েতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অনিতার বিবাহ সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। আশিষদের বাড়িতে দুর্গাউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে গ্রামের সবাই একত্রিত হয়। পূজা শেষে বিজয়া দশমীর দিনে নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। আশিষের স্ত্রী সকল মহিলাদের সিঁদুর পরায় ও মিষ্টি বিতরণ করে। উলুধ্বনির মাধ্যমে তারা বিশ্বের সকল মানব ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। সবশেষে সিঁদুর খেলা ও প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে দুর্গাউৎসব শেষ হয়।

ক. ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক কে? ১
খ. কুমারী পূজা কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা তুমি কীভাবে পালন করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বিশ্বের সকল মানব জাতি ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করাই দুর্গাপূজার মূল উদ্দেশ্য।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। বিজয় বাবু ছিলেন গ্রামের মাতব্বর। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তার অত্যাচারে সবাই ভীত। তিনি কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানত না। কিন্তু তার পুত্র সৌমেনের ঈশ্বরের প্রতি ছিল অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস। যেখানেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত সেখানেই যেত। কিন্তু তার পিতা সৌমেনের এই আচরণ মানতে পারত না। এ জন্য তাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু সৌমেন সব বাধা উপেক্ষা করে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট থাকত। তার বিশ্বাস "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।"

ক. হিন্দু ধর্মের মূলে কে? ১
খ. ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় – কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বিজয় বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মেধাবী ছাত্র শুভ এস.এস.সি পাস করার পর কলেজে ভর্তি হয়। কিছুদিন পরে সে কুসঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে বিভিন্ন রকম খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। শুভর মা-বাবা তাকে বুঝিয়ে স্বাভাবিক জীবনে আনতে সক্ষম হন। শুভ তার ভুল বুঝতে পেরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

ক. শিষ্টাচার কী? ১
খ. মাদকাসক্তের কুফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'শুভর' মাদকাসক্ত অবস্থার প্রতিকারের উপায়গুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাদকাসক্তির প্রভাব পঠিত বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	N	২	M	৩	L	৪	N	৫	N	৬	L	৭	N	৮	N	৯	K	১০	N	১১	L	১২	K	১৩	N	১৪	L	১৫	M
	১৬	L	১৭	K	১৮	L	১৯	M	২০	L	২১	N	২২	K	২৩	N	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	N	২৮	N	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ বিমল বাবু তার পরিবার দেখাশুনা করেন। অতিথি সেবা, মা-বাবার দেখাশুনা করেন। তিনি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন। অপরদিকে তার বড় ভাই দেবব্রত জাগতিক চিন্তা ত্যাগ করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি মনে করেন জাগতিক চিন্তা না করে ঈশ্বর সাধনায় মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই সে শুধু ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ক. অবতার কাকে বলে? ১

খ. কোন আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিমল বাবুর কাজগুলো কোন আশ্রমের পর্যায় পড়ে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দেবব্রতের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কি মোক্ষলাভ সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীতে যখন অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে যায় তখন ভগবান স্বয়ং বা তাঁর কোনো রূপধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে তাকে অবতার বলে।

খ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করা যায়।

প্রতিটি আশ্রমেই সুনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম রয়েছে। মানুষ পাঁচ বছর বয়স হলেই তাকে গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য জীবন শুরু করতে হয়। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে হয়। এটাই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এ আশ্রমে থেকে শিষ্যকে গুরুর নির্দেশে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্মসংযম, পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুর নির্দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে।

গ বিমল বাবুর কাজগুলো গার্হস্থ্য আশ্রমের পর্যায়ে পড়ে।

বিবাহের মাধ্যমে সন্তানসন্ততি লাভ এবং তাদের ভরণপোষণসহ পারিবারিক জীবনে প্রতিদিন পাঁচটি যজ্ঞকর্মের অনুশীলন করতে হবে। এ পাঁচটি যজ্ঞ হচ্ছে− পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে মাতাপিতার মাধ্যমে। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষায় বড় হতে থাকে। এই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা-যত্ন কর্মগুলো সন্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে একজন সন্তান পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির দান গ্রহণ করতে হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যই সমাজের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন চাহিদা যেমন− খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। সামাজিক চাহিদার কারণে মানুষ মঠ, মন্দির, উপাসনালয়, বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করে। এটিকেই বলা হয় গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম। ব্রহ্মচর্য শেষে বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্গত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিমল বাবু তার পরিবার দেখাশুনা করেন। অতিথি সেবা, মা-বাবার দেখাশুনা করেন। তিনি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের কাজগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, বিমল বাবুর কাজগুলো গার্হস্থ্য আশ্রমের পর্যায়ে পড়ে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে দেবব্রতের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হলো−

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধুমাত্র দুপুরবেলায় আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ'।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দেবব্রত জাগতিক চিন্তা ত্যাগ করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি মনে করেন জাগতিক চিন্তা না করে ঈশ্বর সাধনায় মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই সে শুধু ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। যা সন্ন্যাস আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে। আর ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাস আশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, দেবব্রতের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০২ (i) মৈত্রী পহেলা বৈশাখের দিন সকালে পূজার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে গ্রামের সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল এক মিলন মেলা।

(ii) অনন্যা প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস থেকে তার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

ক. কোন তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়? ১

খ. দোলযাত্রা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অনন্যা কিভাবে উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মাচারটি উদ্‌যাপন করবে। তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে মৈত্রীয় পালনকৃত ধর্মাচারটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়।

খ দোলযাত্রা হলো ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর আর কুমকুমে রাঙিয়ে যে পূজা করা হয় তার নাম।

দোলযাত্রা উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে বিভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায়। এটাই দোলযাত্রার সর্বজনীনতা, যা অনেক গুরুত্ব বহন করে।

গ অনন্যা ধর্মীয় রীতি অনুসারে উদ্দীপকে বর্ণিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানটি উদযাপন করবে।

ভাইকে যাতে কোনো বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য বোনদের সতত কামনা! এদিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা

দেওয়া হয়। বাঁ হাতের কড়ে অথবা অনামিকা আঙুল দিয়ে চন্দনের (ঘি, কাজল বা দধিও হতে পারে) ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে বলা হয়–

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।'

এজন্য এ অনুষ্ঠানের এক নাম 'ভাইফোঁটা'।

ভাইকে ফল, মিষ্টি, পায়েস, লুচি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

অনন্যা উপরিউক্ত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানটি উদযাপন করবে।

ঘ পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে মৈত্রীর পালনকৃত নববর্ষ ধর্মাচারটির প্রভাব অপরিসীম।

বর্ষবরণ উৎসব আমাদের আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে উৎসারিত সর্বজনীন লোকজ উৎসব। বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হয়। এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এ দিনে ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব সকলে মিলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। এ উপলক্ষ্যে মেলা, ব্যবসায়ীদের হালখাতা, গ্রামীণ খেলাধুলা, গান-বাজনা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বৈশাখি মেলা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্ষবরণ উদ্‌যাপনের বিষয়টি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপক সর্বজনীনতা পেয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সদস্যরাও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এটি পালন করে।

সুতরাং বলা যায়, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে মৈত্রীর পালনকৃত নববর্ষ ধর্মাচারটি প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৩ গোপাল ও গৌতম দুই বন্ধু। গোপাল কৃষ্ণ ভক্ত। সে গ্রামের এক ধর্ম বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্যের বক্তব্য শুনল। তিনি বললেন হিন্দু ধর্মে একটা যুগে ধর্মগ্রন্থ গীতা ও ভক্তিবাদ সমৃদ্ধ ছিল। অন্যদিকে গৌতম শিব উপাসক। তিনি মনে করেন শৈব উপাসনায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এক সময় দুজনে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে "যত মত তত পথ" উভয় মতের লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ।

ক. বেদ কী? ১
খ. বৈদিক যুগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. "প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য" হিন্দু ধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুগের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "যত মত তত পথ," উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ।

খ বৈদিক যুগ হলো হিন্দুধর্মের বিকাশমান যুগ।

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের রয়েছে চারটি ভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে বেদের কর্মকাণ্ড, আবার আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ দুটি নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদের সংহিতা অংশে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তব-স্তুতি রয়েছে। বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে বেদগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট লাভের প্রার্থনা করা হতো। বেদ-মন্ত্রগুলো রহস্যময়।

গ 'প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য' হিন্দু ধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তার সাথে পাঠ্যবইয়ের পৌরাণিক যুগের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত, অদ্বৈত আচার্য তার বক্তৃতায় বলেন, হিন্দুধর্মের একটি যুগে বিশেষ ধর্মগ্রন্থ গীতাও ভক্তিবাদে সমৃদ্ধ ছিল। অদ্বৈত আচার্য মূলত পৌরাণিক যুগের কথা বলেছেন। কেননা এই যুগে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা ভক্তিবাদে সমৃদ্ধ ছিল।

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের চিন্তাজগতে ভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বেদ ও উপনিষদের মধ্যেও ভক্তিবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে পৌরাণিক যুগে এসে ভক্তিবাদের প্রাধান্য সনাতন ধর্মকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। আর ভক্তিপথে ঈশ্বর আরাধনার বিশেষ আহ্বান আছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। এ ধর্মগ্রন্থে ধর্মীয় সাধন প্রক্রিয়ায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষিত ও সমন্বিত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে অদ্বৈত আচার্য হিন্দুধর্মের যে যুগের কথা বলেছেন তার সাথে পাঠ্যবইয়ের পৌরাণিক যুগেরই মিল রয়েছে।

ঘ 'যত মত তত পথ'– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো–

শাস্ত্রবচনে উল্লেখ রয়েছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অর্থাৎ দেব-দেবী ঈশ্বরের এক বা একাধিক শক্তি বা গুণের প্রকাশ। বস্তুত হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতাদর্শের অনুসারীরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সাধনা করে থাকেন। তবে সব সাধনপথেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। কেননা, সব মতের লক্ষ্য একটাই, ঈশ্বরলাভ করা। ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। তাই উদ্দীপকের সজিব ও তন্ময়ের মতাদর্শ ভিন্ন হলেও ধর্মপথের মূল লক্ষ্য হলো ঈশ্বরলাভ।

মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত, তত পথ'। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন মত যেমন রয়েছে তেমনি তাকে পাওয়ার পথও বিভিন্ন। এ কারণে আমাদের সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ মানুষকে সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার শিক্ষা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, পথ মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো নিষ্ঠা। নিষ্ঠার সাথে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ অজয় বাবু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র নিখিল প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরে পুরোহিতের উপদেশে নিখিল নির্দিষ্ট সময় অশৌচ পালন করে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। সবাই উপস্থিত থেকে নিখিলকে তার পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সহযোগিতা করে।

ক. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? ১
খ. অশৌচ পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নিখিল কীভাবে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্য শ্রাদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে"– উক্তিটি নিখিলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

খ আমাদের আপনজনের মৃত্যু আমরা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না। শোক আমাদের বিষাদগ্রস্ত ও বিচলিত করে। এতে আমাদের মন সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। অশৌচ পালনের প্রধান সুবিধা হলো এর ফলে আমাদের মন শান্ত হয় এবং প্রার্থনা ও সাধন-ভজনের উপযোগী হয়ে ওঠে। অশৌচ পালনের আরেকটি প্রধান সুবিধা হলো, এতে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করা হয়।

গ নিখিল শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল। আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। অর্থাৎ শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাই হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এ সময় কতগুলো বিধিবিধান পালন করে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুরুতে মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড়, মালা, চন্দন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপর শরীরের সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন ও পিণ্ডদান করা হয়। সর্বশেষে আম বা চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহকে শয়ন করানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করে মৃতদেহের চারপাশে জ্যেষ্ঠপুত্র সাত অথবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মস্তকে অগ্নি প্রদান করেন।

উদ্দীপকে নিখিলও শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল।

ঘ "সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।" উক্তিটি নিখিলের জীবনের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো−

যখন কেউ মারা যায় তখন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসে। সকলে মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সকল মানুষ পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সকলেই মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি কামনা করেন। সকলে সমব্যথী হন। পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনদের একটি মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের নিখিল উপলব্ধি করতে পারে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সৌহাদ্য সম্প্রীতির বন্ধন কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ। তার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দিন গৌরব সামাজিক বন্ধন ও পারস্পরিক মেলামেশার গুরুত্ব উপলব্দি করতে পারে। গৌরব বুঝতে পারে এ কাজের মধ্য দিয়ে একজনের প্রতি আরেকজনের ভালোবাসা বেড়ে যায়। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

তাই উদ্দীপকে ও পাঠ্যবইয়ের সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায় "পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যাশ্রাদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।"

প্রশ্ন ▶ ০৫ অসীমের গ্রামে আষাঢ় মাসে বিশেষ তিথিতে গ্রামবাসী মিলে একটি চাকাওয়ালা গাড়ি সাজিয়ে তিনজন দেবতার প্রতিমা বসিয়ে রশি বেঁধে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায়। এবং সবাই মিলে ধুমধাম করে নয় দিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নয় দিন ব্যাপী মেলা বসে।

ক. রথ কী? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে অসীমের গ্রামবাসী মিলে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে? উক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. সামাজিক জীবনে অসীমের গ্রামের পালনকৃত অনুষ্ঠানের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান।

খ যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে সেগুলোই ধর্মাচার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পালিত যেসব মাঙ্গালিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোই ধর্মাচার। ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচার।

গ উদ্দীপকে অসীমের গ্রামবাসী মিলে রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা হলো−

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম। আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়। রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। যেখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অসীমের গ্রামে আষাঢ় মাসে বিশেষ তিথিতে গ্রামবাসী মিলে একটি চাকাওয়ালা গাড়ি সাজিয়ে তিনজন দেবতার প্রতিমা বসিয়ে রশি বেঁধে টেনে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যায় এবং সবাই মিলে ধুমধাম করে নয় দিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নয় দিন ব্যাপী মেলা বসে।

উক্ত অনুষ্ঠানের সাথে রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, অসীমের গ্রামবাসী মিলে রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঘ সামাজিক জীবনে রথযাত্রা অনুষ্ঠানটির প্রভাব অপরিসীম।

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রথযাত্রা অন্যতম পর্ব। এটি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলেও বর্তমানে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা শুরু হয়।

রথ হলো চাকাওয়ালা একটি যান। এখানে তিন জন দেবতা-জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তগণ এ তিন দেবতার যানটিকে একটি নির্দিষ্ট দেবালয় বা মন্দির থেকে রশি দিয়ে টেনে অন্য একটি নির্দিষ্ট মন্দির বা বারোয়ারি তলায় নিয়ে রেখে আসে। এরপর ঠিক নবম দিনে, অর্থাৎ একাদশীর দিন সে স্থান থেকে টেনে পুনরায় পূর্বের নির্দিষ্ট মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পর্বটির নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা সাম্যের শিক্ষাও দেয়। এছাড়া রথের মেলা একদিকে যেমন উৎসবের অংশ তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ (i) এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান কামনা করে ভক্তিভরে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিনে এক দেবতার পূজার আয়োজন করে।

(ii) পলাশপুর গ্রামে হঠাৎ বসন্ত রোগ দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এক দেবীর পূজা ও আরাধনা করেন। গ্রামবাসী ধীরে ধীরে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পায়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. বৈদিক পূজা অর্চনা কীভাবে করা হতো? তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হিন্দু সমাজকে কীভাবে দেব-দেবীর পূজায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তা প্রথম উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয় উদ্দীপকে বর্ণিত পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন− মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি।

খ বৈদিক পূজাপদ্ধতি ছিল যোগ বা হোমভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা রীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করা হতো। অগ্নিকে বলা হয়েছে তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তময়, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক।

বৈদিক ঋষিরা- বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডকে একটি বৃহৎ যজ্ঞ বলে মনে করতেন। তাই তাদের যজ্ঞকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর সান্নিধ্য লাভ করতেন।

গ হিন্দু সমাজকে কার্তিক দেবের মাহাত্ম্য প্রচার ও দেবের শিক্ষার মাধ্যমে দেব-দেবীর পূজার উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রথম উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করা হলো–

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। অসহায় ভক্তগণ তার কাছে কিছু চাইলে তিনি তাদের নিরাশ করেন না। এজন্য নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তান পাওয়ায় আশায় কার্তিকের নিকট প্রার্থনা করেন। কার্তিক তার ভক্তদের উপর সন্তুষ্ট হলে তিনি তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত পালন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করা সম্ভব।

উদ্দীপকে এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান কামনা করে ভক্তিভরে কার্তিক মাসের মাসের সংক্রান্তি দিনে এক দেবতার পূজার আয়োজন করে। এখানে কার্তিক দেবতার পূজার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঘ দ্বিতীয় উদ্দীপকে শীতলা পূজার কথা বর্ণিত হয়েছে। নিচে শীতলা পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পলাশপুর গ্রামে হঠাৎ বসন্ত রোগ দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এক দেবীর পূজা ও আরাধনা করেন। গ্রামবাসী ধীরে ধীরে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পায়। এখানে শীতলা পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শীতলা দেবী রোগ, তাপ, শোক দূর করেন এবং তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। শীতলা পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্যে হলো রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করা। শীতলা পূজা করলে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে সকলকে শীতল করেন। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা সেবামূলক কাজে উদ্‌বুদ্ধ হই। উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা প্রকার রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ ও সুখী সমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭ তন্দ্রা ও মিনতি দুই বোন। দুজনই অসুস্থ। তন্দ্রার শরীর খুবই দুর্বল। হাত-পা কাঁপে। কিছু সময় চলাফেরা করলে পায়ে জোর পায় না, এ কারণে মাঝে মাঝে ঠিকমত দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে না। তার বোন মিনতি ডায়াবেটিস ও কোষ্ঠবদ্ধতায় আক্রান্ত। তাদের দুজনার সমস্যা দেখে তাদের কাকা ভিন্ন ভিন্ন দুটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। দুজনেই মন দিয়ে আসন অনুশীলন করে।

ক. যোগসাধনা কাকে বলে? ১
খ. ব্রহ্মচর্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে তন্দ্রার আসন অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মিনতি যে আসনটি অনুশীলন করে তার গুরুত্ব পঠিত বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগকে যোগসাধনা বলা হয়।

খ ব্রহ্মচর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং পবিত্র সংযত জীবনযাপন। জীবনে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করলে দেহে শক্তি পাওয়া যায়, মনে সাহস পাওয়া যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়। ব্রহ্মচর্যে যোগীর জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, তখন তাঁর ঈশ্বরদর্শন সহজ হয়।

গ উদ্দীপকে তন্দ্রা বৃক্ষাসন অনুশীলন করে। যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :

বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম উরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা উঁরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে।

ঘ মিনতি অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলন করে। এর গুরুত্ব পঠিত বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এ আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসন অনুশীলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এ আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীর অনেক শিথিল হয়। মেরুদণ্ড সতেজ হয়। পেটের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো সবল ও সক্রিয় হয়। আসন অনুশীলনকারী অনেক বেশি প্রাণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করে। মস্তিষ্ক শান্ত হয়, যকৃৎ ভালো থাকে। অজীর্ণ, অম্বল, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ইত্যাদি দূর হয় এবং হজমশক্তি বাড়ে।

অর্ধকূর্মাসন অনুশীলন করলে হাঁপানি আর ডায়াবেটিসে উপকার হয়। পায়ের পেশির ব্যথা ও হাড়ের বাত সারে। কাঁধের পেশির ব্যথা ভালো হয়। পেট ও উরুর পেশি সবল হয়। মন অনেক ধীর, স্থির ও শান্ত হয় এবং মানুষ সুখ ও দুঃখ সমানভাবে নিতে পারে। ভাবাবেগ, ভয়ভীতি আর ক্রোধ আলগা হয়। আসনকারীকে আস্তে আস্তে মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন হয়।

উপরে উল্লিখিত উপকারিতাগুলো ছাড়াও অর্ধকূর্মাসন অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত এ আসন অনুশীলন করব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ অনিতার বাবা বিদ্বান ও সদাচারী দেখে আশিকের সাথে বিবাহ ঠিক করেন। অনিতার বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ির সবাই মিলে অনিতাকে আশীর্বাদ করে। গালে, কপালে হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয় এবং সবাই মিষ্টি মুখ করে। বিয়ের দিন তার বাবা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতে ধুমধাম করে অনিতাকে আশিকের হাতে সম্প্রদান করে। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে বিবাহ কার্যসম্পন্ন করেন।

ক. অন্নপ্রাশন কী? ১
খ. অশৌচ বলতে কী বোঝ? ২
গ. অনিতার বিয়েতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অনিতার বিবাহ সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

খ 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আকুল হয়। আমাদের চিত্ত সাধন ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই।

গ অনিতার বিয়েতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো–
গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গায়ে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।
এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ঘ অনিতার বিবাহ সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা রয়েছে।
মানুষের জীবনের মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানকে হিন্দুধর্মে দশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিবাহ তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিবাহের মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়ের স্থিতি নির্ভর করে। বিবাহের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবন চলা শুরু হয়। বৈবাহিক জীবনের সততা, সাধুতা আর প্রশান্তির ওপর পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। এজন্য বিবাহের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয়।
যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনায় বলা হয়, দেবতা যেন বৈবাহিক জীবনে কল্যাণ দান করেন। সম্প্রদান পর্বের পরে বিবাহ আসরে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতার আগুনে আহুতি দিতে হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈবাহিক জীবন যেমন কল্যাণের হয়, তেমনি সকল কুপ্রভাব থেকেও মানুষ মুক্ত হতে পারে। যার ফলশ্রুতিতে পারিবারিক জীবনে প্রশান্তি আসে। তাই বলা যায়, বিবাহে যজ্ঞানুষ্ঠানের যথার্থ যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ আশিষদের বাড়িতে দুর্গাউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে গ্রামের সবাই একত্রিত হয়। পূজা শেষে বিজয়া দশমীর দিনে নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। আশিষের স্ত্রী সকল মহিলাদের সিঁদুর পরায় ও মিষ্টি বিতরণ করে। উলুধ্বনির মাধ্যমে তারা বিশ্বের সকল মানব ও পরিবারের মঙ্গাল কামনা করে। সবশেষে সিঁদুর খেলা ও প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে দুর্গাউৎসব শেষ হয়।

ক. ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক কে? ১
খ. কুমারী পূজা কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা তুমি কীভাবে পালন করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বিশ্বের সকল মানব জাতি ও পরিবারের মঙ্গাল কামনা করাই দুর্গাপূজার মূল উদ্দেশ্য।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক হলেন দেবী দুর্গা।

খ কুমারী পূজা করা হয় কারণ কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়।
কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় এবং পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

গ বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও প্রধান প্রধান আচারের মধ্যে আছে–

১. দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো।
২. সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান এবং পরস্পরের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৩. পরস্পর আলিঙ্গান করে এবং মিষ্টিমুখের মাধ্যমে একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন।
৪. আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গো মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন করেন।
৫. বাড়িতে ফিরে ছেলেমেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান-দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেন।
৬. আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বা অর্থ ও উপহার প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করেন।
৭. বিসর্জনের দিন বা পরের দিন কোনো কোনো অঞ্চলে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ "বিশ্বের সকল মানব জাতি ও পরিবারের মঙ্গাল কামনা করাই দুর্গাপূজার মূল উদ্দেশ্য।" উক্তিটি যথার্থ।
দুর্গা পূজা মূলত আমাদের সকলকে সৌহার্দ্য, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। দেবী দুর্গা যেন আমাদের লুপ্ত সাহস ও হৃদয়ের গ্লানীকে দূর করতে সাহায্য করেন। কারণ দেবী দুর্গা নিজে সকল অশুভ শক্তির বিনাশকারী। তার কৃপা ও আশীর্বাদেই সকল শোক শক্তিতে পরিণত হয়। তাইতো দুঃখ ভারাক্রান্ত অর্জুনের হৃদয়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জাগ্রত হয়। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় অর্জুন তার হৃত মনোবল ফিরে পায়। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় দেবী দুর্গা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে দূর করতে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করেন।
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিশ্বের সকল জাতি ও পরিবারের মঙ্গাল কামনা করাই দুর্গপূজার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিজয় বাবু ছিলেন গ্রামের মাতব্বর। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তার অত্যাচারে সবাই ভীত। তিনি কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানত না। কিন্তু তার পুত্র সৌমেনের ঈশ্বরের প্রতি ছিল অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস। যেখানেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত সেখানেই যেত। কিন্তু তার পিতা সৌমেনের এই আচরণ মানতে পারত না। এ জন্য তাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু সৌমেন সব বাধা উপেক্ষা করে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট থাকত। তার বিশ্বাস "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।"

ক. হিন্দু ধর্মের মূলে কে? ১
খ. ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় – কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বিজয় বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দুধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান।

খ হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলিত হলেও মূলত এক পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা হচ্ছে। সুতরাং অবতার ও দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়- এ বিশ্বাসকে বলা হয় একেশ্বরবাদ। এভাবে একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একেশ্বরবাদী বলা যায়।

গ উদ্দীপকের বিজয় বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের হিরণ্যকশিপু চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যযুগে দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। দৈত্যরা চিরকাল দেবতাদের প্রতি রুষ্ট ছিল। কিন্তু দেবতাবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন হরিভক্ত প্রহ্লাদ। দম্ভ ও কর্তৃত্বের জোরে হিরণ্যকশিপু নিজের হরিভক্ত পুত্রকে বারংবার মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে এই পাপকার্যে সফল হয়নি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজন নিজেকে সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী মনে করে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নেই বলে সে হরিভক্ত আপনজনকে বারবার মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সফল হয়নি।

উপরের আলোচনা শেষে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু চরিত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, বিজয় বাবুর মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, বিজয় বাবুর চরিত্রটি পাঠ্যবইয়ের হিরন্যকশিপু চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।" উক্তিটি যথার্থ।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন হরিবিদ্বেষী। কিন্তু তার পুত্র ছিলেন হরিভক্ত। তার নাম প্রহ্লাদ। অনেক চেষ্টা করেও রাজা হিরণ্যকাশিপু পুত্র প্রহ্লাদের হৃদয় থেকে হরিভক্তি দূর করতে পারেন না। পরে তাকে হত্যা করার নানা চেষ্টা করা হয়। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, বিষধর সর্পের প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে, হাতির পায়ের নিচে ফেলে, বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়ে। কোনোভাবেই প্রহ্লাদকে হত্যা করা যায় না। শ্রীহরি তাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন। পরবর্তী সময় শ্রীহরি নৃসিংহ অবতার রূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

উদ্দীপকের সৌমেন ধার্মিক এবং ঈশ্বরভক্ত হওয়ার কারণে পিতার রোষানলে পড়েন। পিতা তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার কৃপায় সৌমেন প্রাণে বেঁচে যায়। ঠিক একইভাবে পিতৃরোষ থেকে রক্ষা পায় গল্পের প্রহ্লাদ। প্রতিবার তাকে ভগবান শ্রীহরি রক্ষা করেন। ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তাই উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, "ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।"

প্রশ্ন ▶ ১১ মেধাবী ছাত্র শুভ এস.এস.সি পাস করার পর কলেজে ভর্তি হয়। কিছুদিন পরে সে কুসঙ্গে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে বিভিন্ন রকম খারাপ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। শুভর মা-বাবা তাকে বুঝিয়ে স্বাভাবিক জীবনে আনতে সক্ষম হন। শুভ তার ভুল বুঝতে পেরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

ক. শিষ্টাচার কী? ১
খ. মাদকাসক্তের কুফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'শুভর' মাদকাসক্ত অবস্থার প্রতিকারের উপায়গুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাদকাসক্তির প্রভাব পঠিত বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নম্র, ভদ্র ও শিষ্ট আচরণই হলো শিষ্টাচার।

খ মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তি নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাদকের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে অনেকে অসৎ উপায় অবলম্বন করে। এর ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

গ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে শুভর মাদকাসক্তি প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পারিবারিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য শুভর পরিবারের সকল সদস্যকে বোঝাতে হবে যে আমাদের দেহে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। তাই কোনোভাবেই দেহকে অপবিত্র করা যাবে না। হিন্দু ধর্মানুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপসমূহের অন্যতম। এ সব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করে মাদকাসক্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শুভকে শুধু শাসন নয়, সচেতনও করতে হবে। তাকে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে জীবন পবিত্র হয়। তাই বলা যায়, এ সব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শুভর মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সম্ভব।

ঘ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাদকাসক্তির নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য কেনার অর্থ জোগাড় করতে নৈতিকতা বোধ হারিয়ে অন্যায় কাজ করতেও দ্বিধা করে না। এর ফলে সমাজে অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। সমাজজীবনে অশান্তি বিরাজ করে।

মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি মানুষের মানবিক গুণাবলি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে। তার আচরণ কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক। ক্রমে অসুস্থ হয়ে গিয়ে সে পরিবার ও সমাজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্ম অনুসারে, মাদকাসক্তি মহাপাপ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে সে পরবর্তী জন্মে শূকর হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং আমাদের সবার শপথ নেওয়া উচিত "ধূমপান, মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ, চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।"

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. **মিতুল তার ঠাকুর দাদাকে আসতে দেখে হাত জোড় করে মাথায় রেখে সম্মান জানায়। মিতুলের আচরণের মিল আছে কোন প্রথাটির সাথে?**
ক) সততার খ) পঞ্চাঙ্গ প্রণামের
গ) নমস্কারের ঘ) অভিবাদনের

২. **দেবী দুর্গার বাম চোখ কী নির্দেশ করে?**
ক) চন্দ্র খ) সূর্য গ) নক্ষত্র ঘ) অগ্নি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রথিন কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি ধর্মাচার পালন করে। অনুষ্ঠানে নারায়ণ দেবতার সাথে বাস্তু দেবতার পূজা করে। অপরদিকে বলাই বাবু হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান কাটা হলে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এ উৎসবে বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরি করে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন।

৩. **রথিন যে ধর্মাচারটি পালন করে, তার নাম কী?**
ক) দীপাবলি খ) গৃহপ্রবেশ গ) হাতেখড়ি ঘ) বর্ষবরণ

৪. **বলাই বাবুর উৎসবটি পালনের তাৎপর্য –**
i. মনের অজ্ঞানতা দূর হয়
ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটানো
iii. ধনসম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. **প্রকৃত পক্ষে কীসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়?**
ক) মহালয়ার মাধ্যমে খ) নবপত্রিকার পূজার মাধ্যমে
গ) কুমারী পূজার মাধ্যমে ঘ) সর্বজনীন পূজার মাধ্যমে

৬. **'নিয়ম' এর অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি?**
ক) অপরিগ্রহ খ) তপস্যা গ) সত্য ঘ) অস্তেয়

৭. **পুণ্যভূমি দর্শনের মাধ্যমে –**
i. জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায় ii. পরকালে শান্তি পাওয়া যায়
iii. সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. **সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও কী নামে পরিচিত?**
ক) 'সুখরাত্রি' খ) 'হাতেখড়ি' গ) 'বৈসাবি' ঘ) 'সাকরাইন'

৯. **ধার্মিক ব্যক্তি –**
i. ত্যাগ করে শান্তি পান ii. জগতের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন
iii. সব সময় সকল ক্ষেত্রে অতৃপ্ত থাকেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. **কার্তিকের জন্ম হয়েছিল কেন?**
ক) তারকাসুরকে বধ করার জন্য খ) মহিষাসুরকে বধ করার জন্য
গ) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করার জন্য
ঘ) বানাসুরকে বধ করার জন্য

১১. **মনকে কোনো বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ রাখার নাম কী?**
ক) সমাধি খ) ধ্যান গ) ধারণা ঘ) নিয়ম

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
প্রণয় বাবু হিন্দু সমাজে সকল বর্ণের মানুষকে হরিনামে মেতে থাকার আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন হরিনামই পৃথিবীকে মঙ্গলময় করতে পারে। অন্যদিকে দুলাল বাবু সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করেন। তিনি সকল কর্মের ফল ভগবানের পায়ে সপে দেন।

১২. **প্রণয় বাবুর মধ্যে কোন মহাপুরুষের আদর্শ ফুটে উঠেছে?**
ক) শ্রীচৈতন্য খ) হরিচাঁদ ঠাকুর
গ) ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ঘ) স্বামী স্বরূপানন্দ

১৩. **উদ্দীপকের দুলাল বাবুর কর্মের ফলস্বরূপ –**
i. কর্মকর্তা মনে প্রাণে অনাবিল সুখ অনুভব করেন
ii. কর্মকর্তা নিজের কাজ নিজে করার প্রেরণা পায়
iii. কর্মকর্তার পাপ বিনষ্ট হওয়ার ক্ষমতা জাগ্রত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. **মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কোন প্রকারের?**
ক) ব্রাহ্ম বিবাহ খ) দৈব বিবাহ গ) প্রাজাপত্য বিবাহ ঘ) গান্ধর্ব বিবাহ

১৫. **রাজা হিরণ্যকশিপু কেন নিজ পুত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল?**
ক) পড়াশুনা করতো না বলে খ) ধর্মের প্রতি অনিহা ছিল বলে
গ) এক মনে শ্রী হরিকে ডাকতো বলে ঘ) অসুরদেরকে অসম্মান করতো বলে

১৬. **অয়ন স্কুলে পড়ার সময় শিক্ষকের পরামর্শে কিডনি ভালো রাখার জন্য একটি আসন অনুশীলন করে। ফলে সে উপকৃত হয়। অয়ন শিক্ষকের পরামর্শে কোন আসনটি অনুশীলন করে?**
ক) হলাসন খ) গরুড়াসন গ) অর্ধকূর্মাসন ঘ) বৃক্ষাসন

১৭. **'ওড়াকান্দি' তীর্থস্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক) নোয়াখালী জেলায় খ) সুনামগঞ্জ জেলায়
গ) গোপালগঞ্জ জেলায় ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলায়

১৮. **সৎসঙ্গের আদর্শ হলো –**
i. বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপন করা
ii. নিজের চেষ্টায় সমাজের মঙ্গল কামনা করা
iii. ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষকে শান্তি দান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **শ্বাস গ্রহণকে কী বলে?**
ক) সন্তোষ খ) পূরক গ) রেচক ঘ) কুম্ভক

২০. **কততম মাসে কন্যা সন্তানের অন্নপ্রাশন করা হয়?**
ক) পঞ্চম মাসে খ) ষষ্ঠ মাসে গ) একাদশ মাসে ঘ) দ্বাদশ মাসে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রূপন্তি যোগাসনে বসে মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে স্থির রাখে। অন্যদিকে অর্পণ একটি আসন অনুশীলন করে, যার ফলে প্রথমে পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া রেখে উল্টিয়ে মাথার দিকে রাখে। শরীরের আকৃতি কৃষকের এক ধরনের যন্ত্রের মত দেখায়।

২১. **রূপন্তি অষ্টাঙ্গযোগের কোন ধাপে অবস্থান করছে?**
ক) যম খ) নিয়ম গ) প্রাণায়াম ঘ) ধারণা

২২. **উদ্দীপকে অর্পণের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাবের ফলে –**
i. পিঠের ব্যথা উপশম হয় ii. শিঁড় দাঁড়ার স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে
iii. শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. **হিন্দু বিবাহের মূলপর্ব কোনটি?**
ক) গায়ে হলুদ খ) সম্প্রদান
গ) সাত পাকে বাঁধা ঘ) সিঁথিতে সিঁদুর চিহ্ন

২৪. **লৌকিক দেবতা কোন জন?**
ক) মনসা খ) দুর্গা গ) সরস্বতী ঘ) কালী

২৫. **পরমেশ্বরের আবেশাবতর কোন জন?**
ক) শ্রীচৈতন্য খ) মহেশ্বর গ) শ্রীরামচন্দ্র ঘ) বিষ্ণু

২৬. **হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম পর্ব হলো –**
ক) বর্ষবরণ খ) দোলযাত্রা গ) রথযাত্রা ঘ) নামযজ্ঞ

২৭. **তিলোকের বাবার মৃত্যুতে তিলোক ১২ দিন অশৌচ পালনের মধ্যে দিয়ে শ্রাদ্ধ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিলোককে অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে কোন বর্ণের লোক বলা যায়?**
ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রিয় গ) বৈশ্য ঘ) শূদ্র

২৮. **যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করতে –**
i. মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে
ii. নারীকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে
iii. জীবনমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৯. **ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ কোনটি?**
ক) বিবেকের বাণী খ) সদাচার গ) স্মৃতিশাস্ত্র ঘ) বেদ

৩০. **ভক্তিযোগের মূল কথা কী?**
ক) কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা খ) সকল অপবিত্রতা দূর করা
গ) নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করা ঘ) ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুধীর বাবু একজন চাকুরীজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। অন্যদিকে রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়েই কোনো মতে বেঁচে থাকেন।

ক. অবতারবাদ কী? ১

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আশ্রমের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাখাল বাবুর পালনকৃত আশ্রমটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন।

ক. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? ১

খ. 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুরেশ বাবু কোন মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বিনয় বাবু কি মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৩। পার্থ বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরকে জানার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। তাছাড়া কোনো ধার্মিক ব্যক্তির সাথে দেখা হলেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করেই সংসারের সকল কাজ কর্ম করেন। অন্যদিকে সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। যদিও এটার জন্য সুফলকে বাবামায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হয়।

ক. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? ১

খ. "ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" – বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে তার বোন নমিতা দেবী কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুব আনন্দ করে। পূজা শেষে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. পুণ্যস্থান কাকে বলে? ১

খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নিখিল বাবু কোন ধর্মাচারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নমিতা দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর-পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় গান-বাজনা, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ক. বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কোন জেলায়? ১

খ. রথযাত্রা কীভাবে সাম্যের শিক্ষা দেয়? ২

গ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার কোনো প্রভাব আছে কী? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৬। প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। প্রথমার বাবা এ কথা শোনার সাথে সাথেই বলেন 'এমন ছোট মনের মানুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও একটা প্রাইভেট কার দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য প্রথমার বাবার ছিল। তাছাড়া বিষয়টি তার কাছে অসম্মানজনক কাজ বলে মনে হয়।

ক. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? ১

খ. বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না দেওয়ার কারণ পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭। সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুযায়ী এর পরবর্তী কাজ করা হয়। দাহকার্য সম্পন্ন হলে শ্মশান বন্ধুগণ আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করেন। এরপর তারা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হন। অন্যদিকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচ পালন করে। এর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করে।

ক. আগমশাস্ত্রে প্রবক্তা বলা হয় কাকে? ১

খ. একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল কোন বর্ণের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্যদিকে তীর্থদের বাড়িতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করা হয়। তারা বিশ্বাস করে এই শক্তির পূজা করলে সাপ এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক. যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে কী বলা হয়? ১

খ. সর্বজনীন পূজা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সেঁজুতি কোন শ্রেণির দেবতার পূজা করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সেঁজুতি ও তীর্থ কি একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৯। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের সাথে একদিন দুর্গাপূজা দেখতে যায়। পূজা দেখতে গিয়ে তারা লক্ষ্য করে মন্দিরের মধ্যে কতগুলো গাছের পূজা করছে। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করে। অন্যদিকে শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চণ্ড ও মণ্ডক বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন।

ক. পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে কে অবস্থান করেন? ১

খ. দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয় কেন? ২

গ. শুভজিৎদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটির গুরুত্ব রয়েছে।' পাঠ্যের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০। প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে হৃদয়ও একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলনা তখন সে একটি জায়গায় ধীর স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

ক. হিরণ্যকশিপুকে কীসের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল? ১

খ. মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের কোন প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেছে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১১। **উদ্দীপক-১ :** হিমেশ দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে সে মাঝে-মধ্যেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ধর্মীয় শিক্ষক বিকাশ বাবু হিমেশের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সে পেটের পীড়া বিশেষ করে অজীর্ণ, অম্বল ও আমাশয়ে ভুগছে। তাছাড়া তার হজমশক্তিও কম। তখন বিকাশ বাবু তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের সময় হিমেশের দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখায়।

উদ্দীপক-২ : এক সময় পরেশের হাত-পা কাঁপত ও পায়ে শক্তি কম পেত। পরেশের বিষয়টি জানতে পেরে একজন যোগসাধক তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের ফলে পরেশ এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে। সে এখন অনেক বেশি হাসি-খুশি থাকে।

ক. প্রহ্লাদ কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল? ১

খ. সমাজের প্রথম স্তর সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. হিমেশ যে আসনটি অনুশীলন করে তার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটির কোনো প্রভাব আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	K	৩	L	৪	M	৫	N	৬	L	৭	K	৮	N	৯	K	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	N	১৪	N	১৫	M
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	L	২০	K	২১	N	২২	K	২৩	L	২৪	K	২৫	K	২৬	M	২৭	L	২৮	N	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সুধীর বাবু একজন চাকুরীজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। অন্যদিকে রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়েই কোনো মতে বেঁচে থাকেন।

ক. অবতারবাদ কী? ১

খ. একেশ্বরবাদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আশ্রমের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাখাল বাবুর পালনকৃত আশ্রমটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবতার সম্পর্কে যে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা, তা অবতারবাদ নামে পরিচিত।

খ একেশ্বরবাদ একটি ধর্মীয় ধারণা, যার অর্থ হলো শুধু একজন ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিভিন্ন অবতার ও দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এ বিশ্বাসকেই বলা হয় একেশ্বরবাদ। অবতার ও দেব-দেবীরা এক পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রকাশ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ আছে, দেব-দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য লাভ করে তা এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ মাত্র।

গ উদ্দীপকে সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের গার্হস্থ্য আশ্রমের মিল রয়েছে।

গার্হস্থ্য আশ্রম হচ্ছে মানবজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। এই আশ্রমে মানুষ সংসারের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। এই আশ্রমে মানুষ বিবাহের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লাভ করে এবং তাদের লালনপালন করে। এছাড়া মাতা-পিতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, অতিথিদের সেবা করা, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি গার্হস্থ্য আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুধীর বাবু একজন চাকুরিজীবী। তার দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করে। তিনি খুব অতিথিপরায়ণ। বাড়িতে কোনো অতিথি আসলে তাকে না খেয়ে যেতে দেন না। যা গার্হস্থ্য আশ্রমের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সুধীর বাবুর কর্মকাণ্ডের সাথে গার্হস্থ্য আশ্রমের মিল রয়েছে।

ঘ রাখাল বাবুর আশ্রমটি হলো সন্ন্যাস আশ্রম। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধুমাত্র দুপুরবেলায় আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ'।

উদ্দীপকে রাখাল বাবু সংসারের সবকিছু ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে অবস্থান করেন। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। লোকালয় থেকে তিনি যে খাবার সংগ্রহ করেন তাই খেয়ে কোনমতে বেঁচে থাকেন। যা সন্ন্যাস আশ্রমের সাথে মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, রাখাল বাবু সন্ন্যাস আশ্রম পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন।

ক. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? ১

খ. 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুরেশ বাবু কোন মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বিনয় বাবু কি মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– ঋগবেদে বলা হয়েছে।

খ সনাতন ঐতিহ্য বজায় রাখার কারণে হিন্দুধর্ম প্রাচীন আর এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে তাই নবীন।

হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন এ কারণে যে, সনাতন ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য এখন অব্দি বজায় রেখেছে। আর নবীন এ কারণে যে সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে। এ ধর্মের মূলে রয়েছে ভগবান স্বয়ং। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ ধর্মমতের পরিচয় মেলে। দীর্ঘ যাত্রাপথে ধর্মের মূল তত্ত্বকে ধরে রেখেও নতুন নতুন ধর্মীয় চিন্তা গ্রহণ করে এ ধর্ম ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে।

গ সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন।

হিন্দুধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (পঞ্চদশ শতক) প্রেমভক্তির ধর্ম তথা আন্দোলনটি বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারীদের বিদ্বেষ এবং বর্ণভেদ প্রথা দূর করতে অনেকখানি সমর্থ হয়। প্রেমপূর্ণ ভক্তি দিয়েই পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়। আর ধর্ম আচরণে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নারী, পুরুষ সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।
তাই বলা যায়, সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন।

ঘ হ্যাঁ, বিনয় বাবু মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন।
হরিচাঁদ ঠাকুর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন হিন্দুসমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নি। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।' এই নাম সংকীর্তনই হচ্ছে তার সাধনভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন বলে তার এই সাধনপথের নাম হয় 'মতুয়া' এবং তার অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া' সম্প্রদায়।
হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, 'দল নাই যার, বল নাই তার।' ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যে কেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের হরিচাদ ঠাকুরের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
সুতরাং বলা যায়, বিনয় বাবু মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন।

প্রশ্ন ▸ ০৩ পার্থ বাবু নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরকে জানার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা। তাছাড়া কোনো ধার্মিক ব্যক্তির সাথে দেখা হলেই তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ঈশ্বরে সমর্পণ করেই সংসারের সকল কাজ কর্ম করেন। অন্যদিকে সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। যদিও এটার জন্য সুফলকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হয়।

ক. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? ১
খ. 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'– বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের কোন দিকটি কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

খ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা)- পুণ্য ক্ষয় হলে মানুষ পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না। তাই উপনিষদের ঋষিগণ কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন। তাঁদের বক্তব্য– কর্ম করলেই কর্মফল উৎপন্ন হবে। ঐ কর্মফল ভোগের জন্য কর্মকর্তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হতে হয়। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ আবশ্যক। এটা হচ্ছে সন্ন্যাসবাদীদের মতো।

গ সুফলের মধ্যে কর্মতত্ত্বের অকর্মের দিকটি কাজ করেছে।
জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত আমরা যে কাজগুলো করি তাকেই কর্ম বলে। কর্ম দুই প্রকার। যথা– সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যখন বিশেষ কোনো ফলের আশায় কর্ম করা হয় তখন তাকে সকাম কর্ম বলে। আর কর্তা যখন কোনো রকম ফলের আশা না করে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তখন তাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়ে কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনটি কথা রয়েছে। যথা– কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। শাস্ত্রবিহিত যে সকল কর্ম করতে হয় সেগুলোকে বলে কর্ম। যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিকর্ম। আর কোনো কাজ না করাকে বলা হয় অকর্ম।
উদ্দীপকের সুফলের বাবার প্রচুর ধন-সম্পদ থাকার কারণে সে শুধু খায় আর ঘুরে বেড়ায়। কোনো প্রকার কাজ করে না। এজন্য সে বাবা-মায়ের কাছ থেকে গালমন্দ শোনে। তাই বলা যায়, সুফলের এরূপ কোনো প্রকার কাজ না করাকে গীতায় অকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ 'পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত যোগ তথা জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব।
মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির ঈশ্বর বা মোক্ষলাভ। ঋষিগণ এই মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে তিনটি সাধন পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এগুলো হলো কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এগুলোর যেকোনো একটি নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করে একজন ষাধক মোক্ষলাভ করতে পারেন।
জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি হলো জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা পরম সত্তায় উপনীত হওয়ার পদ্ধতি হলো জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলা হয়েছে। আর জ্ঞানের পথে স্রষ্টাকে জানার যে সাধনা তাকে বলে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী জগৎ ও জীবের প্রকৃতি ও পরিণতি জেনে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে স্রষ্টাকে অন্তরে অনুভব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই চেতনা অবস্থান করছে।
সবকিছু সেই পরম চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময়। একজন জ্ঞান সাধক যখন ঈশ্বর-অনুগ্রহে আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম হয়ে ওঠেন, তখন তার মধ্যে অহংকার, হিংসা থাকে না, দেহ-মন পবিত্র হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানীর বিশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞানী কর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে থাকেন।
আলোচনা শেষে বলা যায়, জ্ঞান পরম পবিত্র, জ্ঞানীর পাপ বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানীর কর্ম বন্ধন থাকে না। তাই পার্থ বাবুর অনুশীলনকৃত জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ০৪ নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে তার বোন নমিতা দেবী কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। এ পূজায় সবাই মিলে খুব আনন্দ করে। পূজা শেষে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. পুণ্যস্থান কাকে বলে? ১
খ. ধর্মাচার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নিখিল বাবু কোন ধর্মাচারটি পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নমিতা দেবীর পূজার মূল উদ্দেশ্য পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বয়ং ভগবান কিংবা তার অবতারের আবির্ভাব স্থানকে পুণ্যস্থান বলা হয়।

খ যে সমস্ত আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে সেগুলোকে ধর্মাচার বলে।
ধর্মাচারে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আছে। এসব লোকাচার মানুষকে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী করে। এসব আচরণ ধর্মীয় বিধি-বিধান দ্বারা অনুমোদিত।

গ নিখিল বাবু বর্ষবরণ ধর্মাচারটি পালন করেন।
বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সার্বজনীনতা। বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব। এ দিন বিভিন্ন পূজা, মিষ্টি খাওয়া, ভাব বিনিময় ও হালখাতাসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়। বর্ষবরণ ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' পালন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল বাবু একজন বড় ব্যবসায়ী তিনি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। এদিনে তার বাড়িতে পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদসহ বিভিন্ন রকম মিষ্টি খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। যা পাঠ্যপুস্তকের বর্ষবরণ ধর্মাচারটিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, নিখিল বাবু বর্ষবরণ ধর্মাচারটি পালন করে।

ঘ সমাজের অশুভ শক্তি বিনাশের উদ্দেশ্যে নমিতা দেবী কালী পূজা করেন।
কালী মুন্ডমালা পরিহিতা। তিনি মর্ত্যের অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে প্রতি বছর ভক্তরা মিলিত হয়ে তার পূজার আয়োজন করে যেন পৃথিবীতে পুনরায় অশুভশক্তির বিস্তার না ঘটে। কালীপূজার মাধ্যমে দেবী কালীর আদর্শ আমাদের মন ও মননে নৈতিকতাবোধের জাগরণ ঘটায় কারণ কালী সকলের দেবী। কালীপূজা গৃহে বা মন্দিরে উভয় স্থানেই করা যায়। এ পূজার সময় সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে যা মানবসমাজের ঐক্যের প্রতীক। দেবী কালী অশুভ, কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা দূর করার জন্য সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন যা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে থাকে। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয় যা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তৈরি করে এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।
পরিশেষে বলা যায়, সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যেই কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর-পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় গান-বাজনা, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ক. বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কোন জেলায়? ১
খ. রথযাত্রা কীভাবে সাম্যের শিক্ষা দেয়? ২
গ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার কোনো প্রভাব আছে কী? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে।

খ রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

গ প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"
এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।
উদ্দীপকে প্রীতিদের গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানটিও প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে আয়োজন করা হয়। এ দিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। যা পাঠ্যবইয়ের দোলযাত্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘ হ্যাঁ, প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক জায়গায় এ সময় সমস্বরে বলা হয়- 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল'। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন।
দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এ পাঠটি পালনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্য হ্রাস পায়। সবাই সবাইকে আপন করে নেয়। বর্তমানে এ উৎসবটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, মানবজীবনে দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ০৬ প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। প্রথমার বাবা এ কথা শোনার সাথে সাথেই বলেন 'এমন ছোট মনের মানুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও একটা প্রাইভেট কার দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য প্রথমার বাবার ছিল। তাছাড়া বিষয়টি তার কাছে অসম্মানজনক কাজ বলে মনে হয়।

ক. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? ১
খ. বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না দেওয়ার কারণ পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান সমাজে ব্রাহ্ম বিবাহ অধিক প্রচলিত।

খ বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখী বসতে হয়। বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ পণ চাওয়ার কারণে 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে দেননি। কেননা পণপ্রথা অধর্ম।

কোনো ধর্মই কখনো এ ঘৃণ্য পণপ্রথাকে স্বীকৃতি দেয় না। তবু প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো এ পণপ্রথা তার বিষবাষ্প বিস্তার করেছে সর্বত্র। বর্তমান সময়ে এসেও নারীদের পণপ্রথার বলি হওয়ার খবর আমরা হরহামেশা পাই। এ যেন হৃদীয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারী পীড়নের হাতিয়ার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। যা পণপ্রথার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, পণ চাওয়ার কারণে 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে দেননি।

ঘ পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

নারীরা আমাদেরই মা। আমাদেরই বোন। মা-বোনদের মর্যাদা দিতে না পারলে আমরা নিজেদেরই নিজেকে অমর্যাদা করার শামিল হবে। মানুষ হিসেবে নারীকে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমরা নিজেরাই কলঙ্কিত হব। তাই আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় এ প্রথার মূলোৎপাটন করতে হবে। তাহলেই আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রশ্ন ▶ ০৭ সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুযায়ী এর পরবর্তী কাজ করা হয়। দাহকার্য সম্পন্ন হলে শ্মশান বন্ধুগণ আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করেন। এরপর তারা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হন। অন্যদিকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচ পালন করে। এর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করে।

ক. আগমশাস্ত্রে প্রবক্তা বলা হয় কাকে? ১

খ. একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল কোন বর্ণের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিবকে আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়।

খ সিঁদুর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। বিবাহের সম্প্রদানপর্ব এবং যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকে কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশের অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

গ শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল বৈশ্য বর্ণের লোক।

'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ হয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিন সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে।

উদ্দীপকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচপালন করে। এরপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করেন। যা বৈশ্য বর্ণের লোকের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাই বলা যায়, শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল বৈশ্য বর্ণের লোক।

ঘ সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মরা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মন তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্যদিকে তীর্থদের বাড়িতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করা হয়। তারা বিশ্বাস করে এই শক্তির পূজা করলে সাপ এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক. যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে কী বলা হয়? ১

খ. সর্বজনীন পূজা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সেঁজুতি কোন শ্রেণির দেবতার পূজা করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সেঁজুতি ও তীর্থ কি একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলা হয়।

খ সামাজিক অংশগ্রহণগত দিক থেকে পূজা দুইভাবে করা হয়– পারিবারিক পূজা ও সর্বজনীন পূজা। পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে পারিবারিক পূজা বলে। সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণে যে পূজা করা হয় তাকে সর্বজনীন পূজা বলে। মূলত সর্বজনীন পূজা উদযাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

গ সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করেন।
বেদে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, আদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এখানে বৈদিক দেবতাদেরকে পূজা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে।

ঘ সেঁজুতি ও তীর্থ একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে না।
বেদে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, আদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যয়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।
বেদে ও পুরাণে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন– মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে, যা বৈদিক শ্রেণির দেবতার সাথে মিল রয়েছে। আর তীর্থ এক বিশেষ শক্তি তথা মনসা দেবীর পূজা করে। যা লৌকিক শ্রেণির দেবতার সাথে মিল রয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে এবং তীর্থ লৌকিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের সাথে একদিন দুর্গাপূজা দেখতে যায়। পূজা দেখতে গিয়ে তারা লক্ষ করে মন্দিরের মধ্যে কতগুলো গাছের পূজা করছে। নিষ্কৃতি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করে। অন্যদিকে শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চন্ড ও মুন্ডকে বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন।

ক. পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে কে অবস্থান করেন? ১
খ. দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয় কেন? ২
গ. শুভজিৎদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটির গুরুত্ব রয়েছে।' পাঠের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে পুরোহিত বসে থাকে।

খ দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন তাই দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয়।
যিনি মহামায়া তিনি দুরধিগম্য– তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায়। তাই তিনি দুর্গা। তিনি ব্রহ্মের শক্তি বলেও দুরধিগম্য এবং সাধন সাপেক্ষ। আবার দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। দুর্গা শব্দের আরেকটি অর্থ হলো দুর্গতিনাশিনী দেবী অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশকারিনী দেবী।

গ শুভজিৎদের বাড়িতে কালী দেবীর পূজা করা হয়। কালী দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা হলো–
দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নানা বর্ণনা আছে। মার্কন্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তাঁর– অম্বিকা ও কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চন্ড ও মুন্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তাঁর আর এক নাম হয় চামুন্ডা।
উদ্দীপকে দেখা যায়, শুভজিৎদের বাড়িতে প্রতিবছর অমাবস্যা তিথিতে এক দেবীর পূজা করে। যিনি শিবের সহধর্মিনী হিসেবে পরিচিত। তিনি চন্ড ও মুন্ডকে বধ করার মাধ্যমে দেবতাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন। যা কালী দেবীর পূজার বৈশিষ্ট্যর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শুভজিৎদের বাড়িতে কালী দেবীর পূজা করা হয়।

ঘ নিষ্কৃতির দেখা দুর্গাপূজার তিথিটি তথা মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব রয়েছে– পাঠের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।
মহাসপ্তমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমীবিহিত পূজা। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়। এদিনের পূজায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম। নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো– কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকচু), কচু, বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সঙ্গে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একটি শাড়ি কাপড় পরানো হয়। একে বলা হয় কলাবৌ। নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ননামে অধিষ্ঠিত।
নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষকে পূজা করি। বৃক্ষকে সংরক্ষণ করি। আর এই বৃক্ষের মধ্যে আছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। নবপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা দেবী দুর্গাকেই পূজা করি।
আলোচনা শেষে বলা যায়, দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী তিথিতে বৃক্ষপূজার মধ্য দিয়ে আমরা বৃক্ষের উপকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি। পাশাপাশি বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশ রক্ষা ও ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করতে পারি।

প্রশ্ন ▸ ১০ প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে হৃদয়ও একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলনা তখন সে একটি জায়গায় ধীর স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

ক. হিরণ্যকশিপুকে কীসের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল? ১
খ. মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের কোন প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেছে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীহরি নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিল।

খ মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো শিষ্টাচার।
নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। ধর্মপথে চলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার অন্যতম পাথেয়। মাতা-পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে আমরা প্রণাম জানাই। এই প্রণাম জানানোর মধ্যে দিয়ে যে শিষ্টাচার প্রকাশ পায়, তার নাম ভক্তি বা শ্রদ্ধা। আবার সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের স্নেহ করি। এ সবই শিষ্টাচারের বিভিন্ন প্রকারভেদ। শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি। তাই সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার প্রয়োজনীয় গুণ ও নৈতিক মূল্যবোধ।

গ প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ তথা সদাচার প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল।

কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করে, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছেন।

ঘ না, প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেনি। প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ তথা সদাচার এবং হৃদয় ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের চতুর্থ প্রমাণ তথা বিবেকের বাণী অনুসরণ করেছে।

কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।

ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞব্যক্তি নিজের বিবেককেও প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। বিবেক কী বলে? যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অমঙ্গল ডেকে আনে, বিবেক সে কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। কাজেই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে নির্ণয় করতে হবে : কাজটি করলে ধর্ম হবে, না অধর্ম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক সেখানে বাধা দেবেই।

উদ্দীপকে প্রাপ্তি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে তার সমস্যাটি সমাধান করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাথে মিল রয়েছে। আর হৃদয় একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনোমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না তখন সে একটি জায়গায় ধীর স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের চতুর্থ প্রমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▸ ১১ **উদ্দীপক-১ :** হিমেশ দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে সে মাঝে-মধ্যেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। ধর্মীয় শিক্ষক বিকাশ বাবু হিমেশের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সে পেটের পীড়া বিশেষ করে অজীর্ণ, অম্বল ও আমাশয়ে ভুগছে। তাছাড়া তার হজম শক্তিও কম। তখন বিকাশবাবু তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের সময় হিমেশের দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখায়।

উদ্দীপক-২ : এক সময় পরেশের হাত-পা কাঁপত ও পায়ে শক্তি কম পেত। পরেশের বিষয়টি জানতে পেরে একজন যোগসাধক তাকে একটি বিশেষ আসনের অনুশীলন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আসনটি অনুশীলনের ফলে পরেশ এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো আছে। সে এখন অনেক বেশি হাসি-খুশি থাকে।

ক. প্রহ্লাদ কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল? ১
খ. সমাজের প্রথম স্তর সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. হিমেশ যে আসনটি অনুশীলন করে তার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটির কোনো প্রভাব আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

খ সমাজের প্রথম স্তর হলো পরিবার। পরিবারের সদস্যরা সততা, সত্যপ্রিয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতায় মণ্ডিত ধর্মপথ অনুসরণ করলে, পরিবার শান্তিপূর্ণ থাকবে। আর প্রতিটি পরিবার যদি ধর্মপথে চলে, তাহলে সমাজও ধর্মপথে চলবে। সুতরাং ধর্মপথ অনুসরণ-অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ হিমেশ অর্ধকূর্মাসন আসনটি অনুশীলন করে। এ অনুশীলন পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো−

কূর্ম অর্থ হলো কচ্ছপ। এই আসন অনুশীলনকালে দেহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় হয় বলে একে অর্ধকূর্মাসন বলা হয়। এ আসনটি অনুশীলনের নিয়ম হলো প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। তখন দুই হাঁটু আর দুই পায়ের পাতা জোড়া লাগানো থাকে, নিতম্ব থাকে গোড়ালির উপরে। পায়ের তলা থাকে উপর দিকে ফেরানো। এসময় হাত হাঁটুর উপর আরাম করে পাতা থাকবে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্ত অংশ মাটিতে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটো সোজা করে দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলতে হবে। নমস্কার করার ভঙ্গিতে এক হাতের তালু আর এক হাতের তালুর সাথে লাগিয়ে এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে ধরতে হবে।

হাত দুটো দুই কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এবার হাত সোজা রেখে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে প্রণাম করার মতো ভঙ্গিতে কপাল মাটিতে ঠেকাতে হবে এবং হাতের সংযুক্ত তালু যতদূর সম্ভব দূরে মাটিতে রাখতে হবে। এ সময় যাতে নিতম্ব গোড়ালি থেকে উঠে না পড়ে এবং পেটে, বুকে, পাঁজরের দুইপাশে ও উরুতে হালকা চাপ পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় নিশ্চল হয়ে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর নিশ্বাস নিতে নিতে আগের মতো বসতে হবে। তারপর হাত পা সোজা করে ৩০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিন বার করতে হবে।

ঘ পরেশের অনুশীলনকৃত আসনটি হলো বৃক্ষাসন। এ আসন অনুশীলনের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। নিম্নে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হলো−

১. বৃক্ষাসন অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে।
৪. ঊরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কনুই, বগল ইত্যাদি স্থানের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।
৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বৃক্ষাসন অনুশীলনে পায়ে বাতের ব্যথা থাকে না।
৯. যাদের হাত-পা কাঁপে এবং পা দুর্বল; এ আসন অনুশীলনে তাদের খুব উপকার হয়।
১০. রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার জন্য বা অন্য কোনো কারণে ধমনিতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে তা রোধ হয়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

সুতরাং বলা যায়, বৃক্ষাসন অনুশীলন করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকবে।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা **বিষয় কোড : 1 1 2**

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা অংশ)

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১]

প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবে না।

১. যোগের অহিংসার ধারণাটি মানুষকে কী শিক্ষা দেয়?
ক নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালবাসা
খ অশুভভাব থেকে আত্মবিচ্যুত করা
গ কর্মে উদ্যোগী হওয়া
ঘ মনে কোনো অভাববোধ না থাকা

২. রাকেশ বাবু নমস্কার দ্বারা হরিকে লাভ করেছেন, তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য –
i. কায়িক ii. বাচিক iii. মানসিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. স্বরাজ অনেক দিন পর দাদুকে আসতে দেখে মাথা নিচু করে সম্মান দেখায়, স্বরাজের আচরণে প্রকাশ পায় –
ক পঞ্চাঙ্গ প্রণাম খ অভিবাদন গ নমস্কার ঘ অষ্ঠাঙ্গ প্রণাম

৪. "আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" বলতে বোঝায় –
i. নিজের চিরমুক্তি ii. জগতের চিরমুক্তি iii. জগতের হিতের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রীনা নিজের ও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করছে। সাধন, ভজনের পথ অনুসরণ করে সে জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়।

৫. রীনার ধর্ম পথ অনুশীলন বলতে বোঝায় –
i. ন্যায়ের পথ ii. সত্যের পথ iii. হিংসার পথ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. ধর্ম সম্পর্কে রীনার ধারণা ছিল –
i. স্বচ্ছ ii. সম্পূর্ণ iii. অসম্পূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায় কোন আসনে?
ক অর্ধকূর্মাসন খ হলাসন গ বৃক্ষাসন ঘ সর্পাসন

৮. নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে –
i. অনেক মানুষের সমাগম ঘটে
ii. নানা রঙের প্রদীপ জ্বালানো হয়
iii. সমাজে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. যোগসাধনার ফলে কোনটি ঘটে?
ক জগতের অশান্তি দূর হয় খ জীবাত্মা অমরত্ব লাভ করে
গ পরমাত্মা ধরাধামে আসেন ঘ জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ

১০. 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' – কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে?
ক শ্রীহরি কথামৃতে খ শ্রীকৃষ্ণ কথামৃতে
গ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ঘ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

১১. 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম' বলতে বোঝায় –
ক ঈশ্বর বহু প্রকার রূপের অধিকারী
খ ঈশ্বর থেকে কাউকে আলাদা করা যায় না
গ ঈশ্বর থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস
ঘ মানুষের সাফল্যের মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে

১২. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহটি বিশেষভাবে প্রচলিত?
ক দৈব খ ব্রাহ্ম গ গান্ধর্ব ঘ প্রাজাপত্য

১৩. প্রাণায়ামের মাধ্যমে –
ক শরীরের রোগব্যাধি দূর হয় খ একমনে ঈশ্বরের চিন্তা করা যায়
গ দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় ঘ মনোযোগ দিয়ে কাজ সম্পন্ন

১৪. আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয় –
i. মৃত ব্যক্তির স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য
ii. মৃত ব্যক্তির আপনজনদের শান্তি কামনার জন্য
iii. প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের দান করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে কী বলে?
ক অবতার খ দেবতা গ একেশ্বরবাদ ঘ অবতারবাদ

১৬. অবতার কয় পর্যায়ের হয়ে থাকে?
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

১৭. বাংলা মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়?
ক সংক্রান্তি খ ধর্মানুষ্ঠান গ ধর্মাচার ঘ উপবাস

১৮. জীবনের যে পথ অনুসরণ করলে নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি ঘটে তাকে কী বলে?
ক ন্যায়ের পথ খ অন্যায়ের পথ গ ধর্মপথ ঘ অধর্মপথ

১৯. সুনামগঞ্জ জেলার পণাতীর্থ স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
ক ওড়াকান্দি গ্রামে খ নারায়ণগঞ্জে
গ হিমাইতপুর গ্রামে ঘ তাহিরপুর গ্রামে

২০. সমগ্র জীবনে যে দশটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি?
ক জাতকর্ম খ নামকরণ গ অন্নপ্রাশন ঘ বিবাহ

২১. জ্ঞাতিত্ব বর্তমান থাকে কত পুরুষ পর্যন্ত?
ক পঞ্চম খ ষষ্ঠ গ সপ্তম ঘ অষ্টম

২২. দেবী শীতলা লৌকিক দেবী হলেও গ্রাম বাংলায় তিনি কী নামে পরিচিত?
ক ঠাকুরানী খ মধুরানী গ দেবী দুর্গা ঘ কালী

২৩. মানুষ পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন করে –
i. মাতা-পিতার সেবা করার মধ্য দিয়ে ii. মাতা-পিতার প্রতি ভক্তির মধ্য দিয়ে
iii. দীক্ষা গুরুর সেবা করার মধ্য দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. অনুকুলচন্দ্রের সৎসঙ্গের মূল স্তম্ভ হিসেবে অনুশীলিত হচ্ছে –
i. কৃষি ii. শিক্ষা iii. শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. সনাতন ধর্মে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি?
ক সমাবর্তন খ জাতকর্ম গ অন্নপ্রাশন ঘ বিবাহ

২৬. একেশ্বরবাদের প্রতি আহ্বান জানাতে শ্যামল বাবু একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলে। তার কাজের সাথে নিচের কোন কাজটির মিল রয়েছে?
ক আত্মীয় সভা গঠন খ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা
গ সৎসঙ্গ স্থাপন ঘ অযাচক আশ্রম তৈরি

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিতালী ব্যায়াম করার সময় হাঁটু ভাঁজ করে মাথা নিচু করে হাত সামনে রাখে এবং কণিকা পা পেছন থেকে উল্টিয়ে মাথার পেছনের মাটি স্পর্শ করে। এই ব্যায়াম করে উভয়েই সুস্থ আছে।

২৭. কণিকার আসনটি কোন ধরনের?
ক বৃক্ষাসন খ হলাসন গ অর্ধকূর্মাসন ঘ গরুড়াসন

২৮. মিথালী ও কণিকা উভয়ের আসন অনুশীলনের ফলে –
i. মেরুদণ্ড কাজ করার উপযোগী হয়
ii. পেটের রোগ সেরে যায় iii. আবেগ দমন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. শ্যামলী গুরুজনের সাথে দেখা হলে হাতজোড় করে মাথা ঠেকিয়ে সম্মান জানায়। শ্যামলীর এ কাজটিকে কী বলে?
ক সৌজন্যতা খ নমস্কার গ শিষ্টাচার ঘ অভিবাদন

৩০. ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য পুরোহিত মহাশয় মিনা বিশ্বাসকে চুরি করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। যোগের এ বিধানটিকে বলা হয় –
ক অপরিগ্রহ খ প্রাণায়াম গ অস্তেয় ঘ ব্রহ্মচর্য

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

(সৃজনশীল অংশ)

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন।

ক. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? ১
খ. 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুরেশ বাবু কোন মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিনয় বাবু কি মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২। অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্তকালে একটি বৈষ্ণবীয় উৎসবের আয়োজন করা হয় যেখানে গ্রামবাসীরা শত্রুতা ভুলে একে অপরকে আবীর মাখিয়ে দেয়। অন্যদিকে সবিতাদেবী একটি জায়গায় বারুণী স্নানে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন একজন মহাপুরুষ তার মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই স্নানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জায়গায় স্নান করতে পেরে তিনি মানসিকভাবে শান্তি পান। এছাড়া অন্য পুণ্যার্থীদের সাথে দেখা হওয়ায়, তাদের সাথে আলাপের মাধ্যমে তার মনের সংকীর্ণতাও অনেকটা দূর হয়।

ক. কখন 'দীপাবলি' উৎসব পালিত হয়? ১
খ. 'নবান্ন আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সবিতাদেবীর কাজটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সুকুমার বাবু সাংসারিক কাজের পাশাপাশি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ফলের আশা না করেই সমস্ত কাজ করেন। কর্মফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু সুকোমল বাবু গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করে সকাল সন্ধ্যা ভক্তিভরে ডাকেন। তিনি সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে অনুভব করেন। সুকোমল বাবু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ভগবান করুণা করলে তবেই আমাদের মুক্তি।

ক. ধারণা কাকে বলে? ১
খ. যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুকুমার বাবুর কর্মকান্ডে কোন সাধন পথ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সুকোমল বাবুর কর্মকান্ডের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।' – পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। কয়েক বছর আগে মাধবী ও জয়ন্তদের বাড়ি সাজ-সজ্জা করা হয়। তাদেরকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এ উপলক্ষ্যে অনেক অতিথির আগমন ঘটে। সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। এরপর শুভলগ্নে সকলের উপস্থিতিতে মাধবী ও জয়ন্ত পরস্পর তিনবার মালা বদল করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নবজীবনে প্রবেশ করে। বর্তমানে তাদের ঘরে দুইটা সন্তান রয়েছে। মা-বাবা ও সন্তানদেরকে নিয়ে বর্তমানে তারা সুখে দিন যাপন করছে।

ক. মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনকে কী বলে? ১
খ. কোন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাধবী ও জয়ন্তর বিবাহ কোন প্রকার বিবাহের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুযায়ী এর পরবর্তী কাজ করা হয়। দাহকার্য সম্পন্ন হলে শ্মশান বন্ধুগণ আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করেন। এরপর তারা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হন। অন্যদিকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পন্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচ পালন করে। এরপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করে।

ক. আগমশাস্ত্রে প্রবক্তা বলা হয় কাকে? ১
খ. একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল কোন বর্ণের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর-পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় গান-বাজনা, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ক. বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কোন জেলায়? ১
খ. রথযাত্রা কীভাবে সাম্যের শিক্ষা দেয়? ২
গ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার কোনো প্রভাব আছে কী? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৭। বসন্ত রোগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে রূপা দেবী এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ পূজায় বিভিন্ন রকমের ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া তিনি পূজার অন্যান্য নিয়ম-কানুনও সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। অন্যদিকে, তার বান্ধবী শিখা দেবী সন্তান লাভের প্রত্যাশায় হেমন্তকালে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজার আয়োজন করেন। শুধু তাই নয় এই পূজার মাধ্যমে তিনি একদিকে বিনয়ী অন্যদিকে অন্যায় অবিচারের প্রতি সোচ্চার হওয়ার প্রেরণা পান।

ক. দুর্গ কাকে বলে? ১
খ. দেবী দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন? ২
গ. রূপা দেবী যে বিশেষ শক্তির পূজা করেন তাঁর পরিচয় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শিখা দেবীর আয়োজিত পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। দৃশ্যকল্পগুলোর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প-১

দৃশ্যকল্প-২

ক. প্রত্যাহার অর্থ কী? ১
খ. নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্যদিকে তীর্থদের বাড়িতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করা হয়। তারা বিশ্বাস করে এই শক্তির পূজা করলে সাপ এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক. যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে কী বলা হয়? ১
খ. সর্বজনীন পূজা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সেঁজুতি কোন শ্রেণির দেবতার পূজা করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সেঁজুতি ও তীর্থ কি একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১০। অতুল খুবই নম্র ও ভদ্র। সে মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রণাম জানায়। সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলে না। ছোটদের প্রতি রয়েছে তার অগাধ স্নেহ। অন্যদিকে, কালু অসৎ সঙ্গের কবলে পড়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কালুর মাতা-পিতা বিষয়টি জানতে পেরে কালুকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকে ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে। অবশেষে মাতা-পিতা কালুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

ক. প্রণামের প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. অতুলের কর্মকান্ডে ধর্মপথের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে কালুর মাতা-পিতার কাজটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১। প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে হৃদয়ও একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনোমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না তখন সে একটি জায়গায় ধীর-স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

ক. হিরণ্যকশিপুকে কীসের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল? ১
খ. মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের কোন প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কী ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেছে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	N	৩	L	৪	L	৫	K	৬	K	৭	M	৮	L	৯	N	১০	N	১১	M	১২	L	১৩	M	১৪	K	১৫	L
	১৬	M	১৭	K	১৮	M	১৯	N	২০	N	২১	M	২২	K	২৩	K	২৪	N	২৫	N	২৬	L	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন।

ক. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? ১

খ. 'হিন্দুধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুরেশ বাবু কোন মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বিনয় বাবু কি মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'– ঋগবেদে বলা হয়েছে।

খ সনাতন ঐতিহ্য বজায় রাখার কারণে হিন্দুধর্ম প্রাচীন আর এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে তাই নবীন।

হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন এ কারণে যে, সনাতন ধর্ম তার সনাতন ঐতিহ্য এখন অব্দি বজায় রেখেছে। আর নবীন এ কারণে যে সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখেও এ ধর্ম যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে। এ ধর্মের মূলে রয়েছে ভগবান স্বয়ং। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ ধর্মমতের পরিচয় মেলে। দীর্ঘ যাত্রাপথে ধর্মের মূল তত্ত্বকে ধরে রেখেও নতুন নতুন ধর্মীয় চিন্তা গ্রহণ করে এ ধর্ম ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে।

গ সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন।

হিন্দুধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (পঞ্চদশ শতক) প্রেমভক্তির ধর্ম তথা আন্দোলনটি বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলনটি হিন্দুধর্ম চেতনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অনুসারীদের বিদ্বেষ এবং বর্ণভেদ প্রথা দূর করতে অনেকখানি সমর্থ হয়। প্রেমপূর্ণ ভক্তি দিয়েই পরম আরাধ্য ভগবানকে লাভ করা যায়। আর ধর্ম আচরণে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নারী, পুরুষ সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুরেশ বাবু প্রেমভক্তির মাধ্যমে হরিনাম প্রচার করেন। তিনি হরিনামের মাধ্যমে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেরই হরিনাম প্রচারের সমান অধিকার আছে। যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, সুরেশ বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন।

ঘ হ্যাঁ, বিনয় বাবু মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন হিন্দুসমাজে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নি। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।' এই নাম সংকীর্তনই হচ্ছে তার সাধনভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন বলে তার এই সাধনপথের নাম হয় 'মতুয়া' এবং তার অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া' সম্প্রদায়।

হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবন্ধ করেন। তিনি বলতেন, 'দল নাই যার, বল নাই তার।' ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যে কেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনয় বাবু একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করেন। উক্ত মহাপুরুষের আদর্শ হলো হরিনামে মেতে থাকা। শ্রীহরিই জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই অন্য শিষ্যদের মতো তিনিও সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করেন। যা পাঠ্যবইয়ের হরিচাদ ঠাকুরের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, বিনয় বাবু মতুয়াধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করেন।

প্রশ্ন ▶ ০২ অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্তকালে একটি বৈষ্ণবীয় উৎসবের আয়োজন করা হয় যেখানে গ্রামবাসীরা শত্রুতা ভুলে একে অপরকে আবীর মাখিয়ে দেয়। অন্যদিকে সবিতাদেবী একটি জায়গায় বারুণী স্নানে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন একজন মহাপুরুষ তার মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এই স্নানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জায়গায় স্নান করতে পেরে তিনি মানসিকভাবে শান্তি পান। এছাড়া অন্য পুণ্যার্থীদের সাথে দেখা হওয়ায়, তাদের সাথে আলাপের মাধ্যমে তার মনের সংকীর্ণতাও অনেকটা দূর হয়।

ক. কখন 'দীপাবলি' উৎসব পালিত হয়? ১

খ. 'নবান্ন আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সবিতাদেবীর কাজটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে দীপাবলি উৎসব পালিত হয়।

খ নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত। বার মাসে তের পার্বণের একটি পার্বণ।

হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা দেওয়া হয়।

গ অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্তকালে একটি বৈষ্ণবীয় উৎসবের আয়োজন করা হয় সেখানে গ্রামবাসীরা শত্রুতা ভুলে একে অপরকে আবীর মাখিয়ে দেয়। যা পাঠ্যবইয়ের দোলযাত্রার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অতসীদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘ সবিতাদেবীর কাজটির তথা পণাতীর্থস্থানে স্নান করার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর গ্রামে পণাতীর্থস্থানটি অবস্থিত। পণাতীর্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান। এটি লাউড় পাহাড়ে অবস্থিত। চৈত্রমাসে বারুণীস্নানে এখানে বহু মানুষের সমাবেশ হয়। সাধক পুরুষ অদ্বৈত প্রভুর মা লাভাদেবীর গঙ্গাস্নানের খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতে পারেননি। অদ্বৈত প্রভু তাঁর মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য যোগসাধনাবলে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের পুণ্যজল এক নদীর মধ্যে নিয়ে আসেন।

এই জলধারাটিই পুরনো রেণুকা নদী। বর্তমানে এটি যাদুকাটা নদী নামে প্রবাহিত। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থানার এই নদীর তীরে পণাতীর্থে প্রতি বছর বারুণী স্নানে বহু লোকের সমাগম হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পণাতীর্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সুকুমার বাবু সাংসারিক কাজের পাশাপাশি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ফলের আশা না করেই সমস্ত কাজ করেন। কর্মফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করেন। অন্যদিকে, তার বন্ধু সুকোমল বাবু গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করে সকাল সন্ধ্যা ভক্তিভরে ডাকেন। তিনি সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে অনুভব করেন। সুকোমল বাবু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ভগবান করুণা করলে তবেই আমাদের মুক্তি।

ক. ধারণা কাকে বলে? ১

খ. যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুকুমার বাবুর কর্মকাণ্ডে কোন সাধন পথ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সুকোমল বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।' – পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনকে বিশেষ কোনো বিষয়ে স্থির করা বা আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা।

খ যোগ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সমাধি।

সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করতে পারলে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ ঘটে, সাধকের অন্বেষণের শেষ হয়। ধ্যানের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন তিনি মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। তখন তাঁর 'আমি' বা 'আমার' জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধি স্তব্ধ থাকে। সাধক তখন প্রকৃত যোগ লাভ করেন।

গ সুকুমার বাবুর কর্মকাণ্ডে কর্মযোগ সাধনপথ প্রতিফলিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মানুসারে সকল ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্মই হচ্ছে কর্মযোগ। জীবনধারণের জন্য আমাদেরকে কর্ম করতে হয়। তবে সকাম কর্ম আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে না। কারণ সকাম কর্মে কামনা-বাসনা থাকে। যা মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তাই কর্মকে যোগে বা নিষ্কাম কর্মে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রকার ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে। আর এই ফলাকাঙ্ক্ষা মুক্ত কর্মেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুকুমার বাবু সাংসারিক কাজের পাশাপাশি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ফলের আশা না করেই সমস্ত কাজ করেন। কর্মফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করেন। যা পাঠ্যপুস্তকের কর্মযোগের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, সুকুমার বাবুর কর্মকাণ্ডে কর্মযোগ সাধনপথ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'সুকোমল বাবুর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব'।– উক্তিটি যথার্থ।

ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে ভক্তিযোগ বলে। ভক্তিকে অবলম্বন করে ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করাই হচ্ছে ভক্তযোগ। ভক্তির অশেষ শক্তি, ভক্তিতেই মুক্তি। ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি।

'নারদীয় ভক্তিসূত্র'-এ বলা হয়েছে– ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবকে ভক্তি বলে। 'শাণ্ডিল্য সূত্র'-এ ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– ভগবানের পদে যে একান্ত রতি, তারই নাম ভক্তি। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এর আগে কর্মজ্ঞানের কথা, ভগবানের বিভূতি ও বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে জেনেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছে– নির্গুণ নির্বিশেষে, অপরূপ ব্রহ্মের সাধনা আর ব্যক্ত ঈশ্বরকে সাকাররূপে আরাধনা করার মধ্যে কোনটি উত্তম পথ? উত্তরের ভগবান বলেছেন, সাধনার উভয় পথেই ক্লেশ আছে। তবে অব্যক্ত ব্রহ্মচিন্তার চেয়ে সগুণ মূর্তিমান সাকার ঈশ্বরের আরাধনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ঈশ্বরকে যাঁরা সাকারে গুণময়রূপে আরাধনা করেন তাঁরাই মূলত ভক্তিপথের সাধক। ভক্তিকে অবলম্বন করে যিনি সাধনা করেন তিনিই ভক্ত।

ভক্তিযোগে ভক্তের চিত্তে ভগবানের অশেষ করুণা ও সর্বশক্তিমত্তায় থাকে গভীর বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অবলম্বন করে ভক্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে করে। ভগবান একমাত্র গতি। এই অনুভূতি নিয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণই ভক্তিযোগের প্রধান ভাব।

সুতরাং বলা যায়, সুকোমল বাবুর ভক্তিযোগের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৪ কয়েক বছর আগে মাধবী ও জয়ন্তদের বাড়ি সাজ-সজ্জা করা হয়। তাদেরকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এ উপলক্ষ্যে অনেক অতিথির আগমন ঘটে। সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। এরপর শুভলগ্নে সকলের উপস্থিতিতে মাধবী ও জয়ন্ত পরস্পর তিনবার মালা বদল করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নবজীবনে প্রবেশ করে। বর্তমানে তাদের ঘরে দুইটা সন্তান রয়েছে। মা-বাবা ও সন্তানদেরকে নিয়ে বর্তমানে তারা সুখে দিন যাপন করছে।

ক. মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনকে কী বলে? ১
খ. কোন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাধবী ও জয়ন্তর বিবাহ কোন প্রকার বিবাহের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনকে অন্নপ্রাশন বলে।

খ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গায়ে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

গ মাধবী ও জয়ন্তের বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্গত।
দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যৌবনে বেদ ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনরূপ সংস্কারকে বলা হয় বিবাহ। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। যথা : ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। এই আট প্রকারের মধ্যে বর্তমানে ব্রাহ্মবিবাহ সমাজে বেশি প্রচলিত। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাকে বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দিয়ে সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে কন্যাদান করা হয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় মাধবী ও জয়ন্তদের বিয়েতে বাড়ি সাজ-সজ্জা করা হয়। তাদেরকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে অনেক অতিথির আগমন ঘটে। সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। এপর শুভলগ্নে সকলের উপস্থিতিতে মাধবী ও জয়ন্ত পরস্পর তিনবার মালা বদল করে। এই ব্রাহ্মবিবাহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নবজীবনে পদার্পন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাঙ্গালিক অুনষ্ঠানটি তথা বিবাহ অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম।
হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে মানুষের পুরো জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন করা যায়। সংসারধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনকরূপে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে মাতা, পিতা, কন্যা নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার।
এই সংসারকে কেন্দ্র করেই প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। সংসারধর্ম বলতে বিবাহের পরবর্তী জীবনকেই বোঝায়। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলের প্রতি পুরুষের প্রেম-প্রীতি, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। সংসারধর্ম পালনের সময় পিতা-মাতাকে পরিবারের ভরণ–পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়। এর মধ্য দিয়ে সংসারের প্রতি তাদের সকল দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তাই সংসারধর্ম পালনের সময় একজন মানুষের মানবিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। আর এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের পূর্ণতা আসে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুযায়ী এর পরবর্তী কাজ করা হয়। দাহকার্য সম্পন্ন হলে শ্মশান বন্ধুগণ আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করেন। এরপর তারা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হন। অন্যদিকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচ পালন করে। এর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করে।
ক. আগমশাস্ত্রে প্রবক্তা বলা হয় কাকে? ১
খ. একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল কোন বর্ণের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিবকে আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয়।

খ সিঁদুর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। বিবাহের সম্প্রদানপর্ব এবং যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকে কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশের অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

গ শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল বৈশ্য বর্ণের লোক।
'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ হয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিন সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে।
উদ্দীপকে রাহুলের বাবার মৃত্যুর পর রাহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরামর্শ অনুযায়ী পনের দিন অশৌচপালন করে। এরপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজ সম্পাদন করেন। যা বৈশ্য বর্ণের লোকের অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাই বলা যায়, শাস্ত্রানুযায়ী রাহুল বৈশ্য বর্ণের লোক।

ঘ সলিলের মায়ের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম।
আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধি-বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মরা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মন তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৬ প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে একটি ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর-পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় গান-বাজনা, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ক. বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কোন জেলায়? ১
খ. রথযাত্রা কীভাবে সাম্যের শিক্ষা দেয়? ২
গ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর কোন ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর যে ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার কোনো প্রভাব আছে কী? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের বিখ্যাত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে।

খ রথের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। সবাই একত্রে রথের রশি ধরে। এখানে জাতি বর্ণের বিভেদ থাকে না। তাই রথযাত্রা দেয় সাম্যের শিক্ষা। রথের মেলা একদিকে উৎসব, অন্যদিকে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

গ প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়।

উদ্দীপকে প্রীতিদের গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানটিও প্রতিবছর বসন্ত ঋতুতে আয়োজন করা হয়। এ দিন রাধা-কৃষ্ণের পূজা করা হয়। পরস্পর পরস্পরকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। এতে নারী-পুরুষসহ সকল বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে। যা পাঠ্যবইয়ের দোলযাত্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘ হ্যাঁ, প্রীতিদের গ্রামে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক জায়গায় এ সময় সমস্বরে বলা হয়- 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল'। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এ পাঠটি পালনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্য হ্রাস পায়। সবাই সবাইকে আপন করে নেয়। বর্তমানে এ উৎসবটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, মানবজীবনে দোলযাত্রা ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ০৭ বসন্ত রোগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে রূপা দেবী এক বিশেষ শক্তির পূজা করেন। এ পূজায় বিভিন্ন রকমের ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া তিনি পূজার অন্যান্য নিয়ম-কানুনও সঠিকভাবে অনুসরণ করেন। অন্যদিকে, তার বান্ধবী শিখা দেবী সন্তান লাভের প্রত্যাশায় হেমন্তকালে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজার আয়োজন করেন। শুধু তাই নয় এই পূজার মাধ্যমে তিনি একদিকে বিনয়ী অন্যদিকে অন্যায় অবিচারের প্রতি সোচ্চার হওয়ার প্রেরণা পান।

ক. দুর্গ কাকে বলে? ১
খ. দেবী দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন? ২
গ. রূপা দেবী যে বিশেষ শক্তির পূজা করেন তাঁর পরিচয় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শিখা দেবীর আয়োজিত পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেখানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে।

খ দেবী দুর্গার তিনটি চোখ রয়েছে। তাই তাকে ত্রিনয়না বলা হয়। তার বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপর অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে।

গ রূপা দেবী শীতলা দেবীর পূজা করে।

শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা দেবীর কথা পুরাণে উল্লেখ থাকায় তিনি পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়।

দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কূলাকৃতির মুকুট এবং গর্দভের উপর উপবিষ্ট। গর্দভ তার বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দুহাতবিশিষ্ট। তার দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ।

ঘ উদ্দীপকে শিখা দেবী কার্তিক দেবতার পূজা করে। এ পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা, অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।

কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবেও পূজা করা হয়।

কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।

আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ দৃশ্যকল্পগুলোর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দৃশ্যকল্প-১

দৃশ্যকল্প-২

ক. প্রত্যাহার অর্থ কী? ১
খ. নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত আসনটির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যাহার অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া।

খ ধ্যান অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা। মন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের চিন্তা করে তাহলে দীর্ঘ চিন্তনের পর অন্তিমে ঈশ্বরোপম হতে পারে। ধ্যানে যোগীর দেহ শ্বাস-প্রশ্বাস ইন্দ্রিয় মন বিচারশক্তি অহংকার সবকিছু ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় এবং তিনি এমন এক সচেতন অতিন্দ্রীয় অবস্থায় চলে যান যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তখন পরম আনন্দ ছাড়া তাঁর আর কোনো অনুভূতি হয় না। তিনি তাঁর আপন অন্তরের আলোও দেখতে পান।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত আসনটি হলো হলাসন। এ আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো−
'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গাল। এই আসনে দেহভঙ্গি অনেকটা হল অর্থাৎ লাঙ্গালের মতো দেখায় বলে একে হলাসন বলে। এ আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো− পা দুটো সোজা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু পাশে রাখতে হবে। এবার নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে উপরে তুলতে হবে এবং মাথার পেছনে যতদূর সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে।
শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং শবাসনে ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে আসনটি তিন বার অনুশীলন করতে হবে। এ আসনটি নিয়মিত অনুশীলন করলে মেরুদন্ড সুস্থ ও নমনীয় থাকে। কোষ্ঠবন্ধতা, অজীর্ণ, পেট ফাঁপাসহ পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। এগুলো ছাড়াও আসনটি অনুশীলনের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত আসনটি হলো গরুড়াসন। এ আসনটির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।
গরুড়াসন নিয়মিত অনুশীলন করলে−
১. পায়ের ও হাতের গঠন সুন্দর হওয়ার সাথে সাথে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
২. পায়ে বাত হতে পারে না।
৩. পায়ের পেশিতে খিল ধরতে পারে না।
৪. উরু, নিতম্ব, পেট আর হাতের উপরের দিক মজবুত হয়।
৫. নিতম্ব, হাঁটু আর গোড়ালির গাঁটের নমনীয়তা বাড়ে।
৬. কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে তা ভালো হয়।
৭. বাঁকা মেরুদন্ড সোজা হয়।
৮. ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা সহজ হয়।
৯. দেহ লম্বা হয়।
১০. দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে।
১১. কিডনি ভালো থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্যদিকে তীর্থদের বাড়িতে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তিথিতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তির পূজা করা হয়। তারা বিশ্বাস করে এই শক্তির পূজা করলে সাপ এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ক. যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে কী বলা হয়? ১
খ. সর্বজনীন পূজা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সেঁজুতি কোন শ্রেণির দেবতার পূজা করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সেঁজুতি ও তীর্থ কি একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলা হয়।

খ সামাজিক অংশগ্রহণগত দিক থেকে পূজা দুইভাবে করা হয়− পারিবারিক পূজা ও সর্বজনীন পূজা। পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে পারিবারিক পূজা বলে। সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণে যে পূজা করা হয় তাকে সর্বজনীন পূজা বলে। মূলত সর্বজনীন পূজা উদযাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

গ সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করেন।
বেদে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন− অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, আদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে। তবে সে প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজা না করে যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে এদের পূজার আয়োজন করে। অনেকেই তার এই পদ্ধতি পছন্দ করে না। তবে সে এতে কিছু মনে করে না। সে মনে করে এঁদের প্রতি সবারই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এখানে বৈদিক দেবতাদেরকে পূজা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে।

ঘ সেঁজুতি ও তীর্থ একই শ্রেণির দেবতার পূজা করে না।
বেদে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন− অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, আদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যয়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।
বেদে ও পুরাণে যেসকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন− মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত সেঁজুতি সূর্য ও বায়ুদেবের পূজা করে, যা বৈদিক শ্রেণির দেবতার সাথে মিল রয়েছে। আর তীর্থ এক বিশেষ শক্তি তথা মনসা দেবীর পূজা করে। যা লৌকিক শ্রেণির দেবতার সাথে মিল রয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, সেঁজুতি বৈদিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে এবং তীর্থ লৌকিক শ্রেণির দেবতার পূজা করে।

প্রশ্ন ▸ ১০ অতুল খুবই নম্র ও ভদ্র। সে মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রণাম জানায়। সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলে না। ছোটদের প্রতি রয়েছে তার অগাধ স্নেহ। অন্যদিকে, কালু অসৎ সঙ্গের কবলে পড়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কালুর মাতা-পিতা বিষয়টি জানতে পেরে কালুকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকে ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে। অবশেষে মাতা-পিতা কালুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

ক. প্রণামের প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. অতুলের কর্মকান্ডে ধর্মপথের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে কালুর মাতা-পিতার কাজটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রণামের প্রতিশব্দ নমস্কার।

খ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বেদের পরেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্থান। বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে স্মৃতিশাস্ত্রগুলো দ্বিতীয় প্রমাণ।

গ অতুলের কর্মকান্ডে ধর্মপথের শিষ্টাচার ধারণাটি ফুটে উঠেছে।
নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। শিষ্টাচার মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ শিষ্টাচারের জন্যই মানুষ পশু-পাখি থেকে আলাদা। শিষ্টাচারের শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী ও ভদ্র করে। শিষ্টাচারে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি কারও প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রদর্শন করে না। এছাড়াও গুরুজনদের পাশাপাশি সমবয়সিদের প্রতিও সে থাকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, অতুল খুবই নম্র ও ভদ্র। সে মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রণাম জানায়। সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলে না। ছোটদের প্রতি রয়েছে তার অগাধ স্নেহ। যা শিষ্টাচার ধারণার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, অতুলের কর্মকান্ডে শিষ্টাচার ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ কালুকে মাদকাসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে তার মাতা-পিতার কাজটি যথার্থ হয়েছে।
কালুকে একমাত্র পরিবার ও ধর্মীয় বিধিবিধানই পারে মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে। কেননা পারিবারিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। মাদকাসক্তকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পরিবারের। সন্তানদের কেবল শাসন নয় ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারকে এমন শিক্ষা পোষণ করতে হবে যাতে পরিবারের সকল সদস্য ধূমপান ও মাদক গ্রহণের মতো অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মাদকদ্রব্য সেবন থেকে দূরে রাখতে পারে। কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এই দেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন। এ কারণে মাদক গ্রহণের মাধ্যমে দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কালু অসৎ সঙ্গের কবলে পড়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কালুর মাতা-পিতা বিষয়টি জানতে পেরে কালুকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকে ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে। এভাবে কালুর মাতা-পিতা কালুকে মাদকাসক্ত থেকে ফিরয়ে আনতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ১১ প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে হৃদয়ও একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলনা তখন সে একটি জায়গায় ধীর স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

ক. হিরণ্যকশিপুকে কীসের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল? ১
খ. মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের কোন প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেছে? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীহরি নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিল।

খ মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো শিষ্টাচার।
নম্র, ভদ্র বা শিষ্ট আচরণকে শিষ্টাচার বলে। ধর্মপথে চলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার অন্যতম পাথেয়। মাতা-পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে আমরা প্রণাম জানাই। এই প্রণাম জানানোর মধ্যে দিয়ে যে শিষ্টাচার প্রকাশ পায়, তার নাম ভক্তি বা শ্রদ্ধা। আবার সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানাই এবং ছোটদের স্নেহ করি। এ সবই শিষ্টাচারের বিভিন্ন প্রকারভেদ। শিষ্টাচার বা ভদ্র ব্যবহারের দ্বারা আমরা মানুষের মন জয় করতে পারি। তাই সমাজজীবনে চলার পথে শিষ্টাচার প্রয়োজনীয় গুণ ও নৈতিক মূল্যবোধ।

গ প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ তথা সদাচার প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল।
কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রাপ্তি একবার এক সমস্যায় পড়ে। সে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করে, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান করেছেন।

ঘ না, প্রাপ্তি ও হৃদয় তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের একই প্রমাণ অনুসরণ করেনি। প্রাপ্তি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণ তথা সদাচার এবং হৃদয় ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের চতুর্থ প্রমাণ তথা বিবেকের বাণী অনুসরণ করেছে।
কোনো বিষয়ে বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বাস্তবসম্মত উপদেশ না পাওয়া গেলে মহাপুরুষদের আচরণকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং সে পথেই চলতে হবে। আবহমান কাল ধরে অনুসৃত ও মহাপুরুষদের দ্বারা অনুশীলিত আচরণই সদাচার। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে সদাচার তৃতীয় প্রমাণ।
ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে বিজ্ঞব্যক্তি নিজের বিবেককেও প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। বিবেক কী বলে? যে কাজ ব্যক্তিকে বিপথগামী করে এবং সামষ্টিক অমঙ্গল ডেকে আনে, বিবেক সে কাজকে অধর্ম বলে বিবেচনা করে। কাজেই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে নির্ণয় করতে হবে : কাজটি করলে ধর্ম হবে, না অর্ধম হবে। নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত এবং যা ভালো কাজ নয়, তা করলে অধর্ম হয়। ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিকর কাজ ধর্মসম্মত নয়। বিবেক সেখানে বাধা দেবেই।
উদ্দীপকে প্রাপ্তি বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে তার সমস্যাটি সমাধান করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একজন মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করে, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের তৃতীয় প্রমাণের সাথে মিল রয়েছে। আর হৃদয় একটা সমস্যায় পড়ে। যখন কোনোমতেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না তখন সে একটি জায়গায় ধীর স্থিরভাবে বসে চিন্তা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়, যা ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের চতুর্থ প্রমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।